ওয়েস্টার্ন

Rizon

সেবা প্রকাশনী

নিষিদ্ধ প্রান্তর

শওকত হোসেন

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There Il Nothing Left To Be Shared!

প্রকাশিত কয়েকটি ওয়েস্টার্ন

কাজী শাহনুর হোসেন

স্বর্ণসন্ধানী-১	২৬/-
স্বর্ণসন্ধানী-২	২৬/-
বদলা	২৬/-
কারসাজি	২৬/-
শয়তানের চক্র	২৬/-
লোভের ফাঁদে	২৬/-
মৃত্যুপ্রতীক্ষা	২৬/-
নির্জন প্রান্তর	২৯/-
জাতশত্রু	২৭/-

তাহের শামসুদ্দীন

শ্যেনদৃষ্টি	২৬/-

কাজী মায়মুর হোসেন

ওয়েস্টার্ন/রক বেনন ভলিউম-১	৩৪/-
(দস্যু বেনন+সীমান্তে সাবধান)	
উৎখাত	২৭/-
লুটেরা	২৭/-
প্রত্যাবর্তন	২৮/-
শায়েস্তা	২৭/-
অদৃশ্য ঘাতক	২৮/-
ধাওয়া	২৮/-
দুর্গম যাত্রা	২৮/-
প্রহসন	২৬/-
দূরের পথ	২৬/-
সমন-২	২৭/-

ইফতেখার আমিন

প্রায়শ্চিত্ত	২৭/-

টিপু কিবরিয়া

অশুভ চক্র	২৬/-

মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ

ভবঘুরে	২৬/-
যমদূত	২৮/-

মাসুদ আনোয়ার

আশ্রয়	৩০/-

গোলাম মাওলা নঈম

দুঃসাহস+শোধ+ত্রাস	**৯৮/-**
লড়াকু	১০৩/-
দাবদাহ	১০০/-

ইসমাইল আরমান সম্পাদিত

মুক্তবাতাস	৬৫/-
দেশান্তর	৯৩/-

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া; কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

নিষিদ্ধ প্রান্তর

প্রথম প্রকাশ:১৯৯৩

এক

এখন গ্রীষ্মের মাঝামাঝি, পুশমোলাইন রিভার উপত্যকার ঘাসে হলদে ছোঁয়া লেগেছে। তবে এরপরও পর্বতমালার পায়ের কাছে থেকে শহর আর নেস্টর সেট্‌লমেন্ট থেকে হ্যারিসন কনরয়ের রেঞ্জ অবধি পুরো তল্লাটের সবগুলো গরুর খাদ্য জোগানোর জন্যে এই ঘাস যথেষ্ট। চমৎকার ঘাস, রন অ্যালার্ডের ঘোড়াটার হাঁটু পর্যন্ত দেবে যাচ্ছে এর অরণ্যে।

উত্তরে সতর্ক শান্ত্রীর মত দাঁড়িয়ে আছে পুশমোলাইন মাউন্টেনের বিশাল কাঠামো, শীতের কনকনে হিমেল হাওয়া ঠেকিয়ে রাখে ওই পর্বতসারি; আবার পাহাড়-চূড়ায় আটকে-পড়া বৃষ্টির জল গড়িয়ে নেমে এসে পুষ্ট করে তোলে উপত্যকার ঘাসের এই সাগর। নিশ্চিন্তে বসবাসের জন্যে চমৎকার জায়গা এটা, তাই অনেকেই এখানে এসে র‍্যাঞ্চ গড়ে তুলেছে, দেখেছে স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ। এতদিন প্রতিবেশীদের সঙ্গে মিলেমিশেই বসবাস করে আসছিল তারা।

এখানকার রেঞ্জ কি ভিটেমাটির ওপর মালিকানা নেই কারও। পাশাপাশি একসঙ্গে চরে বেড়ায় সবার গরুবাছুর; কিন্তু সেজন্যে বিবাদ বাধে না। দলবেঁধে কাজ করে নিজেরাই নিজেদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে ওরা। এখানকার জমির মালিক আসলে সরকার, ইচ্ছে করলে যে কেউ পছন্দসই জায়গা বেছে নিয়ে ঘর বানিয়ে নিতে পারে থাকার জন্যে, কারও অধিকার নেই তাকে বাধা দেয় কিংবা চলে যেতে বলে।

লর্ড ফরেস্টের হর্স র‍্যাঞ্চের খানিক ভাটিতে, পুশমোলাইন রিভার পার হওয়ার আগে, ঘোড়াকে পানি খাওয়ানোর অবসরে চারদিকে বিস্তৃত তৃণ প্রান্তরের ওপর নজর বোলাল রন অ্যালার্ড। অত্যাসন্ন পরিবর্তনের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া আন্দাজ করতে গিয়ে কেমন যেন করে উঠল ওর বুকের ভেতরটা। কয়েক মাস আগেই খবরটা জানাজানি হয়ে গেছে: সরকার এখানকার জমি বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছে—প্রকাশ্য নিলামে সর্বোচ্চ ডাককারীর হাতে মালিকানা তুলে দেয়া হবে তার পছন্দের জমির।

নিলামে জমি বিক্রির সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার পর থেকেই চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে সেটলারদের মধ্যে। তারা এখন উদ্বিগ্ন, শঙ্কিত; নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে যেন সবাই, ফলে কথাবার্তা কমিয়ে দিয়েছে, কেমন গম্ভীর সবার চেহারা, এমনকি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আরেক জনের সঙ্গে যে আলোচনা করবে, সে সাহসও পাচ্ছে না অনেকে। তারা ভাবছে অন্যরা কি করতে পারে, সে কথা। পরস্পরের প্রতি সন্দিহান হয়ে পড়েছে। এক কথায় এটা এখন উপত্যকাবাসীদের জীবন-মরণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং মাটির জন্যে রক্তপাতের ঘটনা আগেও ঘটেছে।

সত্যি বলতে কি বিপদ আসতে বাকি নেই আসলে; আগামীতে আর কি

ঘটতে পারে তারও আবছা একটা ধারণা পাওয়া যায়। ওদের ওপর কি বিপদ নেমে আসতে পারে বোঝা কঠিন নয়; ধারণাতীত নয় মেরুকরণের ধরনটাও। পুশমোলাইন উপত্যকার আকাশে যেন রক্তপাতের ঘন কালো মেঘ জমাট বাঁধছে, এতে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই কারও।

রন অ্যালার্ড যখন বিগ শেডি শহরে পৌঁছুল তখন প্রায় সন্ধ্যা। আজ শনিবার। বিগ শেডি শান্ত, নির্জন শহর; কিন্তু দুপাশে পাইন কাঠের দালান কোঠার মাঝখান দিয়ে চলে যাওয়া একমাত্র মেইন স্ট্রীটে ঘোড়া ঘুরিয়েই পরিবর্তন টের পেল রন অ্যালার্ড। অনেকেই তাদের পরিবার নিয়ে শনিবারের সন্ধ্যা উপভোগ করতে এসেছিল শহরে, মরা বিকেলের শীতল পরিবেশে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে কেউ, আবার কেউ কেউ হাঁটু গেড়ে বসে কথা বলছে। অ্যালার্ড হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানাল ওদের, প্রত্যুত্তরে শুভেচ্ছা বিনিময় করল তারাও। সবার চেহারায় সেই একই উদ্বেগের ছাপ দেখতে পাচ্ছে যেন অ্যালার্ড, যা ও নিজেও অনুভব করছে। শনিবারের এ-সন্ধ্যায় বিগ শেডি শহরকে বুঝি গ্রাস করেছে অনিশ্চয়তা আর অস্থিরতার রাহু।

রাস্তার মাঝামাঝি পর্যন্ত আসার পর শেডি রেস্ট স্যালুনের সামনে ওঅটরট্রাফের কাছে ঘোড়া থামাল অ্যালার্ড। পানিতে মুখ ডোবাল ওর ঘোড়া, কিন্তু ওটাকে বেশি পানি গেলার সুযোগ না দিয়ে সরিয়ে আনল অ্যালার্ড। স্যালুনের সামনে হিচর‍্যাকে বাঁধল।

বোর্ডওঅকে উঠে এল অ্যালার্ড। খানিক দাঁড়িয়ে তামাক কাগজ বের করার ফাঁকে রাস্তার এমাথায় ওমাথায় নজর বোলাল। এখানে বসবাসের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোয় লক্ষণগুলো বোঝার চেষ্টা করল।

শহরটা জরিপ করল অ্যালার্ড, বোঝার চেষ্টা করছে অধিবাসীদের অনুভূতি আর এখানকার পরিবেশ। শেডি রেস্ট স্যালুনের সামনে রাস্তা বরাবর দৃষ্টি চালাল ও, এধারে বেশ কয়েকটা স্টোর, পোস্ট অফিস, তারপর স্টেজ স্টেশনের ঠিক আগে রয়েছে হোটেলটা। শেষ প্রান্তে রাস্তার উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে ধূসর জরাজীর্ণ অ্যাডোবে জেল হাউস। ওটার গেটের উল্টোদিকে একটা জুনিপার গাছের নিচে দুজন লোক বসে আছে, নজর রাখছে। শকুনের মত!

রাস্তা বরাবর নজর ফিরিয়ে আনতে শুরু করল এবার অ্যালার্ড, দেখল, এক স্কোয়ার্টার তার স্ত্রী আর বাচ্চাদের ওয়্যাগনে উঠতে সাহায্য করছে; সামান্য কিছু ময়দা আর সওদাপাতি রয়েছে তার ওয়্যাগনে। অপর কয়েকটা ওয়্যাগন চলে যাবার জোগাড়যন্ত্র করছে। হিচর‍্যাকের ফাঁকা জায়গাগুলো বলে দিচ্ছে আরও ওয়্যাগন ছিল ওখানে। সারা শহরেই কি একটা অস্থিরতার ছোঁয়া, কিছুর জন্যে যেন অপেক্ষা করছে সবাই। অনেকে পালিয়ে যেতে চাইছে, অনেকে আবার থেকে যেতে চায় শেষ দেখার জন্যে।

দেখতে চায় বলেই এতসব দেখতে পাচ্ছে অ্যালার্ড; এই উত্তেজনাপূর্ণ নিস্তব্ধতার আড়ালে কি অপেক্ষা করছে বোঝার প্রয়াস পাচ্ছে ও। এখনও তিরিশ বছর পূর্ণ হয়নি ওর, দশ বছর আগে এসেছিল এখানে; এই উপত্যকাই ওকে মুখ বুজে নজর খোলা রাখার শিক্ষা দিয়েছে।

দীর্ঘদেহী যুবক অ্যালার্ড, রাইডারদের মত কোমরের কাছটায় ছিপছিপে; চৌকো চোয়াল ওর, চোখের চারপাশে আর ঠোঁটে গাম্ভীর্যের ছাপ। ও যদি কখনও হাসে, বিস্মিত হয় সবাই।

বন্ধুত্বের শেকড় যেমন এখানে অনেক গভীরে নামানো, তেমনি শত্রুতার জেরও চলে দীর্ঘদিন। সহজে বন্ধুত্বের হাত বাড়ায় না অ্যালার্ড, কিন্তু একবার কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব হলে সহজে ত্যাগ করে না তাকে। এটা জানা থাকায় এক ধরনের স্বস্তি বোধ করে সবাই। ওকে যারা ঘৃণা করে তারা জানে অ্যালার্ডের ধূসর নির্লিপ্ত দুচোখের আড়ালে মহা বিপদ ওত পেতে আছে সারাক্ষণ। ওই চোখে যেন সবই দেখতে পায় সে, কিন্তু ওর দৃষ্টি দেখে মনে কি চিন্তা চলছে আঁচ করা যায় না কিছুই। অতীতে ওর হাতে প্রাণ হারিয়েছিল একজন, হতভাগ্য লোকটা ভেবেছিল সামান্য এক র‍্যাঞ্চারের সাধ্য নেই তাকে হত্যা করার। অ্যালার্ডকে মাড়িয়ে যাওয়ার জো নেই কারও, ঐ কারণেই অনেকে ওকে ঘৃণা করে!

হোটেলের পোর্চে হ্যারিসন কনরয় আর তার ফোরম্যান কার্ল সেগানকে আলাপ করতে দেখল রন অ্যালার্ড; আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে খোশালাপে মশগুল বুঝি; কিন্তু হোটেলের বারান্দা থেকে রাস্তার ঠিক উল্টোদিকের জেলহাউসের ওপর পরিষ্কার নজর রাখা যায়। অ্যালার্ড ভাল করেই জানে গল্পগুজবে মগ্ন নয় ওরা। জেলহাউসের ওপাশে রাস্তার ভাটিতে আরও দুজন কনরয়ের সার্কেল-সি রাইডার অপেক্ষা করছে, নজর এড়াল না অ্যালার্ডের।

তার মানে সার্কেল-সি র‍্যাঞ্চের ছয়-ছয়জন লোক পুরো রাস্তা একেবারে দখল করে নিয়েছে। ওপাশে দুজন, এপাশে দুজন, কনরয় আর তার ফোরম্যান রয়েছে জেলহাউসের ঠিক উল্টোদিকে। জেলখানাটা আলাদা করে ফেলেছে ওরা, পাহারা দিচ্ছে।

শুষ্ক হাসি দেখা দিল অ্যালার্ডের ঠোঁটের কোণে, মুখের দুপাশ বেশ যেন আড়ষ্ট লাগছে। সিগারেটটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলল, নেড়েচেড়ে গানবেল্টটা জায়গামত বসাল, তারপর পা বাড়াল হোটেলের উদ্দেশে। শান্ত পদক্ষেপে সিঁড়ি ভেঙে পোর্চে উঠতে শুরু করল।

কার্ল সেগানকে দেখলেই মনে হবে প্রকাণ্ড একটা ষাঁড় বুঝি দাঁড়িয়ে আছে দুপায়ে! লোকটার মাথায় হলদে চুল, এক ফোঁটা বাড়তি মেদ নেই শরীরে; চৌকো লাল চেহারা-এধরনের চেহারায় কখনও তামাটে ছাপ পড়ে না। তার সবুজ চোখজোড়া অ্যালার্ডের ওপর স্থির হল, পুরনো বিদ্বেষ ফুটে উঠল আবার। ওকে পাত্তাই দিল না অ্যালার্ড, হ্যারিসন কনরয়ের মুখোমুখি হল।

মাঝারি গড়ন কনরয়ের; পরিশ্রমী কাউম্যানের মত সাধারণ পোশাক নয় বরং সফল র‍্যাঞ্চ ম্যানেজারের মত কাপড়-চোপড় পরেছে সে—দর্জির দোকানে সেলাই করা ট্যান ব্রীচেস হাতে তৈরি বুটের ভেতর গুঁজে রেখেছে; গায়ে ঘরে বানানো গ্যাবার্ডিনের শার্ট; একটা 'ফন স্টেটসন' মাথায়, টুপিটার দাম কমপক্ষে একশো ডলার হবে। ওর পিস্তলে রূপালী প্রলেপ, পার্ল হ্যান্ডেড। দাড়ি কামানো মুখটা একেবারে গোলাপী, ঠোঁটের ওপর চমৎকার করে ছাঁটা ছোট কালো গোঁফ শোভা

পাচ্ছে। সব মিলিয়ে আভিজাত্যের ছাপ চেহারায়। তার কালো চোখে শিকারি পাখির বেপরোয়া দৃষ্টি, অ্যালার্ডের আগমনের কারণ বোঝার চেষ্টা করছে, চেহারায় তার ছাপ পড়তে না দিয়েই।

দ্রুত মাথা দোলাল কনরয়, তারপর বলল, 'হাউডি, অ্যালার্ড!'

সহজ কণ্ঠে জবাব দিল অ্যালার্ড। 'কথাটা তোমাকে বলা দরকার মনে করলাম, তাই আসা। হোমসকে জামিনে ছাড়িয়ে নিতে শহরে এসেছি আমি। ওকে ওর পরিবারের কাছে ফিরে যাবার সুযোগ দিতে চাই।'

হুট করে কথা বলে উঠল সেগান। 'অসম্ভব!' বলল, 'ব্যাটাকে ঘমাল ধরতে অনেক দিন অপেক্ষা করতে হয়েছে আমাদের, এত সহজে ছেড়ে দেব না!'

'চোপ রাও, সেগান!' বলল কনরয়। 'ভুল ভেবেছ তুমি, অ্যালার্ড। নেস্টর ব্যাটাকে আমার রেঞ্জে পাওয়া গেছে। আমার একটা গরু জবাই করে ছাল ছাড়ানোর সময় তাকে হাতে-নাতে পাকড়াও করেছি আমরা। চামড়া ছাড়িয়ে লুকানোর ফুরসতও সে পায়নি। এখন ওর মত একটা লোককে যদি ছেড়ে দাও, আবার একই কাণ্ড ঘটাবে সে—মাংসের অভাব দেখা দিলেই!'

'ঠিক,' জবাব দিল অ্যালার্ড, 'আমি জানি সেটা। সেটলারদের কেউ কেউ সত্যিই খারাপ, কেউ আবার খুব গরীব, জীবন শুরু করার একটা ভাল সুযোগের অপেক্ষায় আছে। তবে কথা সেটা নয়, হোমসের বউ বাচ্চা আছে, ওদের কি হবে ভেবেছ?'

'আমার রেঞ্জের প্রত্যেকটা সেটলারের খাবার জোগানো কি আমার পক্ষে সম্ভব?' জবাবে খেঁকিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল কনরয়। 'অ্যালার্ড, তুমিও আমার মত গরু পুষছ, কেন বুঝতে পারছ না ওই লোকগুলো পুরো রেঞ্জটা হজম করে নিতে যাচ্ছে, আমাদের গরুগুলো বেঁচে থাকতেই ঠেকাতে হবে ওদের।'

'ওদের স্বেচ্ছায় বিদায় নিতে যদি রাজি করাতে পার,' বলল অ্যালার্ড, 'ঠিক আছে। কিন্তু জোর-জবরদস্তি উচ্ছেদ করা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার।'

কনরয়ের কালো ভুরু কিঞ্চিৎ কুঁচকে গেল। 'জোর-জবরদস্তি উচ্ছেদ করা?' নরম গলায় পুনরাবৃত্তি করল সে।

'হ্যাঁ। জমির নিলাম ডাকের বেশিদিন বাকি নেই। নেস্টরদের মধ্যে দুচারজন হয়ত তাদের ভিটেমাটি কিনতে পারবে, কিন্তু বিক্রি শুরুর আগেই তো ওদের তাড়ানোর বন্দোবস্ত করছ তুমি।'

খেঁকিয়ে উঠল কনরয়। 'লোকগুলোর মাথার ওপর থেকে আশ্রয় সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করছি বলতে চাচ্ছ! আমার সঙ্গে কখনও এধরনের কথা বলবে না, আমার সহ্য হয় না!'

'সহ্য না হলে আমার কিছুই করার নেই,' বলল অ্যালার্ড, 'শুনতে হবে তোমাকে। তোমার ইচ্ছার কথা জানাজানি হয়ে গেছে। তুমি গুজব রটিয়ে দিয়েছ, জুরিরা নাকি নেস্টর হোমসকে খালাস দিয়ে দেবে, বড় র‍্যাঞ্চাররা তাদের রেঞ্জে আশ্রয় নেয়া গরীব নেস্টরদের বিরুদ্ধে জুরিদের কাছ থেকে নাকি কোনরকম সহানুভূতি আদায় করতে পারবে না। তোমার যুক্তি হল, নিজের স্বার্থ নিজেকে রক্ষা করতে হবে। এই অজুহাতে তুমি যারা তোমার জমি কিনে নিতে পারে

তাদের সবাইকে তাড়িয়ে দিতে কিংবা মেরে ফেলতে চাইছ। এটা কোনমতেই মেনে নেয়া যায় না, কনরয়। কাজটা মোটেই ঠিক হচ্ছে না।'

শীতল হাসল কনরয়। 'একেবারে জ্যোতিষীর মত বুলি কপচাচ্ছ দেখছি! আমার মনের কথা পড়ে ফেলছ মনে হয়?'

'অসম্ভব কি?' বলল অ্যালার্ড। 'ভবিষ্যতের আরও কিছু কথা বলি তবে তোমাকে। হোমসকে জামিনে ছাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছি, নিজে জামিন হচ্ছি আমি, ওকে ওর পরিবারের কাছে পৌঁছে দেব। আমি নিজেই ওর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করব। ওকে নিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় যদি খোদা না খাস্তা কিছু হয়ে যায়, সরাসরি ব্যক্তিগতভাবে তোমাকেই দায়ী করব আমি, মনে রেখ।'

মাথাটা একটু কাত করল কনরয়, নাকের ডগার ওপর দিয়ে তাকাল অ্যালার্ডের দিকে। অ্যালার্ডের মধ্যে কোন দুর্বলতা আছে কি-না বোঝার চেষ্টা করল। ফায়দা হল না কোন। পরিস্থিতি বাগে আনার সহজ উপায় বেছে নেয়ার জন্যে মাথাটাকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার সুযোগ দিল সে।

'তোমার সঙ্গেই শেষমেশ ফয়সালা করতে হবে আমার,' বলল কনরয়, 'তবে এখনই নয়। তার আগে আরও কিছু কাজ সারতে হবে আমাকে।'

'তাহলে তোমার জন্যে অপেক্ষা করব আমি,' জবাব দিল অ্যালার্ড। 'আপাতত হোমসকে শহর থেকে নিয়ে যেতে পারি, কি বল?'

'নেস্টরকে হেফাজত করার কথা আমাকে কেন বলছ বারবার?'

'কারণটা আগেই বলেছি তোমাকে। তোমার এখানে আসার কারণ—তুমি চাও না কেউ ওকে জামিন দিয়ে নিয়ে যাক। কেউ যদি ওকে ছেড়েও দেয়, হত্যা করারও প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছ তুমি। আমি ভাবলাম তেমন কিছু করতে গেলে আগে আমার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে, কথাটা তোমার জানা থাকলে ভাল।'

কনরয়ের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল রন অ্যালার্ড, রাস্তায় নেমে ধুলো মাড়িয়ে জেলহাউসের দিকে এগোল। জেলের গেটে পৌঁছে মুহূর্তের জন্যে থেমে ঘাড় ফিরিয়ে আরও একবার জরিপ করল রাস্তাটা।

শেডি রেস্টের স্যুইং ডোর ঠেলে বেরিয়ে আসছে ওর ফোরম্যান এড গ্রাহাম, তার পিছন পিছন হ্যাপী হার্বার্ট আর হর্স র‍্যাঞ্চার লর্ড ফরেস্ট। তিনজনই বন্ধু ওর, শুভাকাঙ্ক্ষী।

দ্রুত পা ফেলে অপেক্ষারত দুই রাইডারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে হ্যারিসন কনরয়; আর এদিকে কার্ল সেডান যাচ্ছে অপর দুই রাইডারের সঙ্গে যোগ দিতে। কৌশল পরিবর্তন করতে যাচ্ছে হ্যারিসন কনরয়।

ঘুরে জেলহাউসে ঢুকল অ্যালার্ড। মার্শাল ব্র্যাডফোর্ড রঙ-জ্বলা সবুজ একটা ডারবি মাথায় চাপিয়ে রাস্তা টহল দিতে বেরোচ্ছিল; শক্তপোক্ত গড়ন তার, চৌকো মাথায় সাদা চুলে কদমছাঁট; গ্র্যানিটের মত ধূসর একজোড়া চোখ, দৃষ্টি দেখে মনের ভাব টের পাওয়ার কোন উপায় নেই। সবার সঙ্গে গাম্ভীর্য বজায় রেখে কথা বলে সে; কেউ ওকে জানে না, ওর চিন্তাভাবনা সম্পর্কে ধারণা নেই কারও। মার্শালকে আজ পর্যন্ত চড়া গলায় কথা বলতে শোনা যায়নি এবং আজতক কোন

কাজে তাকে বিফল হতেও দেখেনি এখানকার অধিবাসীরা।

ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে অ্যালার্ডের দিকে তাকাল মার্শাল ব্র্যাডফোর্ড, চোখ দিয়েই যেন এফোঁড়-ওফোঁড় করার চেষ্টা করল ওকে, তারপর বলল, 'হাউডি, রন।'

'আমি হোমসের জামিনের জন্যে এসেছি,' সরাসরি বলল অ্যালার্ড। 'পাঁচশো ডলার, তাই না?'

পুশমোলাইনের আর সবার মত ব্র্যাডফোর্ডও জানে অ্যালার্ডের এই কথাটার মানে গরুচুরির দায়ে হোমসকে যে বন্দী করেছে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা; তবুও বেইল-বন্ড বের করল ব্র্যাডফোর্ড, তারপর যেন একপাল গরুর ভ্যাকসিনেশন সার্টিফিকেট দিচ্ছে এমন ভাব করে পূরণ করতে আরম্ভ করল ফরমটা।

টাকা বের করে গুনে ডেস্কে রাখল অ্যালার্ড, তুলে নিয়ে ওঅলটে রেখে দিল ওগুলো ব্র্যাডফোর্ড।

'আঠার তারিখে বিচার হবে, ও যাতে ঠিক সময়ে হাজির হয় তুমি তার ব্যবস্থা করবে,' বলল মার্শাল।

'আচ্ছা,' জবাব দিল অ্যালার্ড।

ব্র্যাডফোর্ডও ওর মত একই কথা ভাবছে, মনে হল অ্যালার্ডের, বিচারের তারিখ পর্যন্ত যদি বেঁচে থাকে ভাগ্যবান বলতে হবে হোমসকে।

দুই

সেলের দরজা খুলে দিল মার্শাল ব্র্যাডফোর্ড। ডিক হোমসের দিকে তাকাল অ্যালার্ড, হাতের ওপর মাথা এলিয়ে দিয়ে একটা কটে বসে আছে লোকটা।

ওর খুলির চামড়া গোলাপী আর বাদামী রঙের মিশেল, পাতলা ইস্পাত ধূসর অবিন্যস্ত চুলে ঢাকা। মুখ তুলে অ্যালার্ডের দিকে তাকাল সে; দুর্বল ফ্যাকাসে চেহারায় ফাঁদে পড়া জন্তুর অভিব্যক্তি ফুটে উঠল। আতঙ্ক আর হতাশার সঙ্গে নিজের দুঃখময় জীবনের পরিসমাপ্তি দেখতে পাচ্ছে যেন হোমস।

'কি চাও তুমি?' সন্দেহ আর ভয়ের ছাপ কণ্ঠে, কারণ ফাঁসির দড়ি ঝুলছে তার মাথার ওপর, তার একমাত্র পরিণতি মৃত্যু, এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই মনে।

'এইমাত্র তোমার জামিনে সই দিয়েছি আমি,' জবাব দিল অ্যালার্ড। 'এখান থেকে বের হয়ে সোজা বউ-বাচ্চার কাছে ফিরে যাও।'

পলকের মধ্যে নানারকম অভিব্যক্তির খেলা চলল হোমসের চেহারায়: আশা, আগ্রহ আবার সন্দেহ এবং সবশেষে হতাশা।

'আমার এত বড় ক্ষতি কোরো না!' প্রায় ফুঁপিয়ে উঠল হোমস, 'আমাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে আসলে মেরে ফেলতে চাও!'

'কেন তা করব আমি?' প্রশ্ন করল অ্যালার্ড।

'তুমিও কনরয়ের মত। আমাকে পথ থেকে সরিয়ে দিতে চাও তোমরা—সেটাই নিশ্চিত করবে এবার!'

'কনরয় তোমাকে সরিয়ে দিতে চায়—একথা মনে হবার কারণ?' জানতে চাইল রন অ্যালার্ড।

অ্যালার্ডের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে ব্র্যাডফোর্ড, চিন্তিত চেহারায় থুতনি চুলকাল, কোন মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকল।

'ভেবেছ আমি কিছু বুঝি না? আমাকে উপত্যকা ছেড়ে চলে যাবার জন্যে পঞ্চাশ ডলার দিতে চেয়েছে না সে? রাজি হইনি বলেই তো ফাঁসিয়ে দিল!'

ব্র্যাডফোর্ডের দিকে তাকাল অ্যালার্ড। 'আমি যে ওকে গাছে ঝোলাতে নিচ্ছি না, একটু বুঝিয়ে বলবে, মিস্টার ব্র্যাডফোর্ড।'

স্বভাবজাত দূরাগত কণ্ঠে কথা বলল ব্র্যাডফোর্ড। 'চলে যাও, হোমস, রন অ্যালার্ড তোমার জামিনের ব্যবস্থা করেছে। তোমাকে ঠকানোর মত লোক সে নয়। এখন তুমি মুক্ত। মুখে যখন বলেছে ও ঠিকই তোমাকে নিরাপদে শহর থেকে বের করে নিয়ে যাবে।'

অবশেষে মুক্তি পাওয়ার কথা খানিকটা বিশ্বাস করল হোমস। বিপর্যস্ত চেহারার একটা হ্যাট তুলে নিয়ে মাথায় চাপাল। কিন্তু অ্যালার্ড পরিষ্কার বুঝতে পারল, হোসম ভাবছে ওকে শত্রুর হাতে তুলে দেয়ার ব্যবস্থা করেছে মার্শাল। এলোমেলো পদক্ষেপে সামনের দরজার দিকে এগিয়ে গেল হোমস।

জেলহাউসের বাইরে এসে অ্যালার্ডের পাশে দাঁড়াল হোমস, শঙ্কিত দৃষ্টিতে ইতিউতি তাকাচ্ছে, লাল চোখ খুঁজে বেড়াচ্ছে শত্রুপক্ষকে। কার্ল সেগানের ওপর স্থির হল তার নজর, হোটেলের দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা একটা চেয়ারে আয়েস করে বসে আছে সার্কেল-সি ফোরম্যান। জেল গেটের দিকে নজর রাখছে সেগান, মুহূর্তের জন্যেও আসামী কিংবা অ্যালার্ডের ওপর থেকে নজর সরাল না।

'আহ্—' কি যেন বলতে গিয়েও বলল না হোমস।

'সেগানের কথা ভাবতে হবে না তোমাকে,' বলল অ্যালার্ড, 'ওকে আমি সামলাচ্ছি। তোমার ঘোড়াটা কোথায়?'

'শহরে আমার কোন ঘোড়া নেই,' শুষ্ক কণ্ঠে জবাব দিল হোমস। 'পায়ে হেঁটেই বাড়ি ফিরতে হবে আমাকে, আর এই সুযোগে—'

'লিভারি আস্তাবলে চল,' বলল অ্যালার্ড, তারপর হোমসকে সঙ্গে নিয়ে এগোতে শুরু করল।

হাঁটতে হাঁটতে হোমসের চেহারা জরিপ করল অ্যালার্ড, লক্ষ্য করল সব জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে লোকটার দৃষ্টি, হাঁচড়ে-পাঁচড়ে কোনমতে এগোচ্ছে হোমস। ওর জন্যে যুগপৎ করুণা আর বিরক্তি বোধ করল অ্যালার্ড।

হোমস এখানে বসবাসের অযোগ্য, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে দুর্বল লোকটা, প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর কথাই ভাবছে, বাঁচার পথ খুঁজছে। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে শরীরে বুঝি বুলেটের আঘাত অনুভব করছে সে; ফাঁসির দড়ি যেন শক্ত হয়ে চেপে বসেছে তার গলায়; অথচ তবু বেপরোয়া হয়ে উঠেছে তার মূল্যহীন জীবন বাঁচাতে; বাঁচার আশা জাগিয়ে রাখার চেষ্টা করছে মনের মাঝে।

'আমার জন্যে কেন করলে কাজটা?' রাস্তার অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গাগুলোর ওপর থেকে দৃষ্টি না সরিয়েই জানতে চাইল হোমস। 'তুমি আমার বন্ধু নও।'

'না, তা নই,' স্বীকার গেল রন অ্যালার্ড। 'এটা নীতির প্রশ্ন, হোমস, সেটারই প্রতিনিধিত্ব করছ তুমি।'

কিভাবে যেন হোমস বুঝে ফেলল বিরাট কোন খেলায় ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে তাকে, যেখানে যোগ দেয়ার যোগ্যতা তার নেই। এ ধরনের পরিস্থিতিতে ওর চেয়ে শক্তিশালী লোকেরা সম্ভবত ওর হয়ে লড়াই করবে এবং সেজন্যেই বাঁচিয়ে রাখতে চাইবে ওকে। কল্পিত খড়টা আঁকড়ে থাকার চেষ্টা চালিয়ে গেল হোমস।

'মিথ্যে অভিযোগে আমার মৃত্যু হোক, তুমি চাও না?' সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল হোমস।

'তা নয়,' জবাব দিল অ্যালার্ড। 'ব্যাপারটা অন্যরকম, বুঝবে না।'

'কিন্তু আমি তো জানি আমি গরু চুরি করিনি!'

'আমার জানার উপায় নেই সেটা,' জবাব দিল অ্যালার্ড। হোমসকে রক্ষা করলেও তার প্রতি অধৈর্য হয়ে উঠছে ও এখন। 'তাছাড়া এটা আমার দেখারও বিষয় নয়। তোমাকে নিরাপদে শহর থেকে বের করে নিয়ে যাচ্ছি আমি, তারপর যা-ই ঘটুক না কেন, দেখার দায়িত্ব আমার নয়। এরচেয়ে বেশি সুযোগ আর দেয়া যায় না কাউকে।'

হোমসের অন্তরে মাথা চাড়া দেয়া ক্ষীণ আশা আবার ধুলিসাৎ হয়ে গেল, অ্যালার্ডের পাশাপাশি এগিয়ে চলল সে। আস্তাবলে ঢুকল ওরা।

লিভারিম্যান বারনির কাছ থেকে হোমসের জন্যে একটা ঘোড়া নিল রন অ্যালার্ড। স্যাডল চাপানো ঘোড়াসহ বেরিয়ে এসে রাস্তা বরাবর এগোল অ্যালার্ডের ঘোড়াটা যেখানে বাঁধা, সেই হিচর‍্যাকের উদ্দেশে। সতর্কতার সঙ্গে হাঁটছে অ্যালার্ড। বুঝতে পারছে পুরো শহরটা এখন বরফের মত জমে গেছে, কিছু একটা ঘটার অপেক্ষা করছে যেন সবাই।

ওরা হোটেল অতিক্রম করার সময়ও আগের মতই অলস ভঙ্গিতে বসে থাকল কার্ল সেগান, কেবল তার দৃষ্টি আঠার মত সেঁটে থাকল অদ্ভুত জোড়াটার দিকে, চেহারায় ভাবের কোন খেলা নেই।

হঠাৎ একটা জিনিস ধরা পড়ল অ্যালার্ডের চোখে। স্যালুনের সামনে অ্যালার্ডের ঘোড়াটা যেখানে বাঁধা, সেখানে রাস্তার ঠিক উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে ওকে কাভার করে অপেক্ষা করছে এড গ্রাহাম। তাকে একাজের জন্যে অনুরোধ জানায়নি অ্যালার্ড। ওদিকে স্যাডল-শপের 'অনিং পোস্টে' হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ম্যাক জনসন, ওই জায়গাটা অন্ধকারে ঢাকা, তার সিগারেটের আগুনটা তারার মত জ্বলছে। জনসন সিগারেট ঠোঁটে ছোঁয়াচ্ছে আবার নামাচ্ছে আর সেই সঙ্গে সঙ্কেতের মত ওঠানামা করছে লাল নক্ষত্র, নিয়মিত বিরতিতে।

অ্যালার্ডের ঘোড়ার পাশে বাঁধা ছিল ব্র্যাণ্ডলিজ আর টারলির ঘোড়াগুলো, এখন নেই। নেস্টরদের ওয়্যাগনগুলো চলে গেছে শহর ছেড়ে। রাস্তায় দেখা যাচ্ছে না এখন কাউকে—নিরাপদ আশ্রয়ে বসে আছে সবাই-অপেক্ষা করছে।

হ্যারিসন কনরয় চলে গেছে। সেগান বাদে সার্কেল-সির আর কোন রাইডারকে দেখা যাচ্ছে না। বসে আছে সেগান, যেন গরু মরার অপেক্ষা করছে একটা ধারি শকুন।

আস্তে অনায়াস ভঙ্গিতে নিজের ঘোড়ার বাঁধন আলগা করল অ্যালার্ড। সাইডওঅক বরাবর এগিয়ে আসছে মার্শাল ব্র্যাডফোর্ড, নাইটওঅচম্যানের সহজাত নিরাসক্ততায় তালা দেয়া দরজাগুলো পরখ করে যাচ্ছে। ওদের পাশ কাটিয়ে যাবার সময় অ্যালার্ডের উদ্দেশে মাথা দুলিয়ে বলল, 'নাইট, রন,' তারপর আরও কয়েকটা দরজা পেরিয়ে হোটেলের পোর্চে উঠল, থামল কার্ল সেগানের পাশে। কিন্তু মনে হল সেগানকে দেখতেই পায়নি সে।

মার্শালের এই অবহেলাসূচক আচরণ লক্ষ করল অ্যালার্ড, মৃদু হাসি দেখা দেয়ায় একটু ফাঁক হল ওর ঠোঁট। এ শহরে কাউকে পেছন থেকে গুলি করে মারতে দেবে না ব্র্যাডফোর্ড।

অনেকেই অ্যালার্ডের পিঠ বাঁচানোর দায়িত্ব নিয়েছে দেখা যাচ্ছে। তবে সামনের অন্ধকারের কথা ভিন্ন।

'চল, রওনা দেয়া যাক,' হোমসকে বলল অ্যালার্ড, স্যাডলে চাপল।

দুলকি চালে ঘোড়া হাঁকিয়ে এগোল ওরা, দালান-কোঠার জানালা গলে বেরিয়ে আসা আলো পড়ছে ওদের ওপর, তারপরই ফের অন্ধকার গ্রাস করে নিচ্ছে। রাস্তার ধুলায় চাপা শব্দ তুলছে ঘোড়ার খুর। শহরের শেষ প্রান্তও পেরিয়ে এল ওরা, নিঃসঙ্গ পাহাড়ের কিনারে আকাশছোঁয়া ক্লিফ ঘেঁষে চলে যাওয়া ট্রেইল নিকষ অন্ধকারে ডুবে আছে। কিছু বলছে না রন অ্যালার্ড। স্যাডলে কোনমতে বসে রয়েছে হোমস, ওর বোধের অগম্য খেলায় নিজের কি ভূমিকা বুঝতেই পারছে না।

পাহাড়ের পাথুরে দেয়ালের বাঁকে পৌঁছুল ওরা, ট্রেইল বরাবর এগিয়ে তীক্ষ্ণ মোড় নিল।

উদীয়মান চাঁদের আলোয় স্পষ্ট হয়ে উঠল ট্রেইল জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকা দুজন রাইডারের অবয়ব।

অস্পষ্ট শব্দে গুঙিয়ে উঠল হোমস, লোকগুলোকে দেখে অসাড় হয়ে গেল তার সারা শরীর।

'ঘোড়া থামাও, হোমস,' বলল অ্যালার্ড। রাশ টেনে নিজের ঘোড়া থামাল ও।

মুহূর্তের জন্যে বিট চেইন আর জিনের খসখস ছাড়া আর কোন শব্দ শোনা গেল না।

অবশেষে অ্যালার্ড আবার বলল, 'একটু নাম, হোমস।' নিজেও নেমে পড়ল ও স্যাডল থেকে।

আজরাইলের বাড়িয়ে দেয়া হাত দেখে যেন শঙ্কিত হল হোমস, প্রায় ককিয়ে উঠে প্রতিবাদ জানাল, একসঙ্গে ভয় আর ক্রোধ প্রকাশ পেল তার কণ্ঠে। 'আমাকে ধাপ্পা দিয়েছ তুমি! আমার পরিবারের কাছে পৌঁছে দেয়ার কথা বলে শহর থেকে বের করে এনেছিলে! ব্র্যাডফোর্ড তোমাকে বিশ্বাস করতে বলেছিল! কিন্তু তুমি আসলে—' স্যাডল থেকে পিছলে নামল সে।

'চোপ রাও,' ধমক দিল অ্যালার্ড, পকেট থেকে ব্যানডানা বের করল। 'তুমি অবশ্যই তোমার পরিবারের কাছে ফিরে যাবে, তবে তার আগে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই আমরা। জীবনে একবারের জন্যে হলেও সত্যি কথা বলতে হবে তোমাকে।'

'আমি তো তোমার কোন ক্ষতি করিনি,' প্রায় কেঁদে ফেলল হোমস।

'তেমন কিছু বলিনি আমি,' আবার ধমক দিল অ্যালার্ড। 'বহুবার আমার গরু চুরি করে খেয়েছ তুমি, কিন্তু অনাহারী বউ-বাচ্চার খাবারের জোগান দিতে গরু মেরেছ বলে তোমাকে দোষ দিইনি আমি। আর কেউ হলেও দিত না। এমনকি কনরয়ও না। সুতরাং এই জিনিসটা আমাদের বোঝাতে হবে তোমাকে, তুমি বলবে কনরয় তোমাকে জেলে ঢুকিয়েছিল কেন?

'সে বলছে আমি নাকি তার বাছুর চুরি করেছি।'

'আমি জানি সেটা, কিন্তু হিসাবটা মেলাতে পারছি না। স্রেফ একটা গরু চুরি করার দায়ে যদি কনরয় তোমাকে মারতে চাইত, যেখানে ধরেছে সেখানেই তোমার মাথায় একটা গুলি সেঁধিয়ে দিতে পারত! আরও কোন কারণ আছে নিশ্চয়ই। সেটাই আমাদের বলবে তুমি।'

'আর কোন কারণ নেই!'

ধমক দিল অ্যালার্ড। 'ঘুরে দাঁড়াও; তোমার চোখ বাঁধব আমি, এক জায়গায় নিয়ে যাব তোমাকে, ওখানে বসে ভেবে দেখার সময় পাবে। তবে মনস্থির করতে বেশি সময় নিলে কিন্তু তোমার ক্ষতি হতে পারে।'

'কোথাও নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলবে আমাকে!'

অ্যালার্ড বুঝতে পারছে কল্পিত আতঙ্কেই কাঠ হয়ে আছে লোকটা। জবাব দিল না ও। নীরবতা ওষুধের মত কাজ দিল। অচিরেই ভেঙে পড়ল হোমস।

'আমাকে তোমরা ফাঁদে ফেলেছ,' কাঁদো কাঁদো গলায় বলল হোমস, 'যেদিকেই যাই, আমার জীবন খতম।'

'তাহলে জলদি ঠিক কর আমাদের সঙ্গে থাকবে না কনরয়ের দলে নাম লেখাবে।'

ধূর্ততার ছাপ ফুটে উঠল এবার হোমসের কণ্ঠে। 'সত্যি কথা বললে আমাকে মারবে না তো?'

'যদি সত্যি মনে হয়,' জবাব দিল অ্যালার্ড।

'ঠিক আছে। কনরয়ের একটা গরুর ছাল ছাড়ানোর সময় আমাকে ধরে ফেলেছিল সেগান, জায়গাতেই মেরে ফেলতে চেয়েছিল, কিন্তু পরে একটা প্রস্তাব দেয় আমাকে; নেস্টরদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিতে চায় ওরা, সেগান বলল আমি যদি ওদের হয়ে কাজটা করে দিই তাহলে আর আমাকে মারবে না। কিন্তু আমি ওর প্রস্তাবে রাজি হইনি। হতে পারি আমি গরীব, বাচ্চাদের জন্যে মাংস চুরি করি, কিন্তু তাই বলে প্রতিবেশীদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়ার মত জঘন্য একটা কাজ আমাকে দিয়ে সম্ভব নয়। মুখের ওপর বলে দিয়েছি কথাটা। আমারও একটা নীতি আছে!'

'এমনও হতে পারে,' ঠাণ্ডা গলায় বলল অ্যালার্ড, 'তখন তুমি বুঝতে পারলে

ওদের গোপন পরিকল্পনা জেনে ফেলেছ বলে তোমার ক্ষতি করার আর উপায় নেই তার। তুমি ভাবলে ওদের ফাঁকি দেয়ার জন্যে শেষ পর্যন্ত একটা কায়দা বের করে ফায়দা লুটতে পারবে।'

একথায় আহত হল হোমস। 'ঠিক আছে, আমার কথা বিশ্বাস না হলে—'

'বলে যাও। কনরয় চিন্তাভাবনা করে দেখার জন্যে জেলে ঢুকিয়ে দিয়েছে তোমাকে, ব্র্যাডফোর্ডকে সব বলে দিতে পার জেনেও। গরু চুরির অভিযোগ অস্বীকার করেও কথাটা ফাঁস করতে পারতে তুমি। তোমাকে ভাবনার সুযোগ দিয়েছিল কনরয়, কিন্তু তুমি জেল থেকে পালিয়ে গেলে তোমাকে ধরে পছন্দসই কায়দায় তোমার ব্যবস্থা নিত সে। জেলখানায় গিয়ে নিশ্চয়ই তোমাকে হুমকি দিয়ে এসেছিল সে, নাকি?'

'হ্যাঁ,' স্বীকার গেল হোমস।

'ব্যস?'

'মানে, সেগান বলেছিল আমি যদি ওদের কথামত চলি আমার অনেক লাভ হবে। আমি গরীব মানুষ, কখনও কোন সুযোগ পাইনি—'

'হয়েছে,' বলল অ্যালার্ড। 'এবার বাড়ির পথ ধরতে পার। ঘোড়াটা লিভারি আস্তাবলে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা কোরো। আর বিচারের দিন ঠিক ঠিক হাজির থেক। তবে বহাল তবিয়তে থাকতে চাইলে আমার মনে হয় পাহাড়ে গা ঢাকা দেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।'

'আমাকে তাহলে ছেড়ে দিচ্ছ?'

'হ্যাঁ। দরকার হলে ঠিকই খুঁজে বের করতে পারব।'

সে যে মুক্ত, বুঝতে বেশ কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল হোমসের, তারপর নরম হয়ে গেল তার মন। আচমকা স্যাডলে চেপে বসল, চেঁচিয়ে নির্দেশ দিল ঘোড়াটাকে, সোজা হয়ে বসে নিজেকে স্থির করল আসনে, এগোতে শুরু করল জানোয়ারটা, ঝড়ের বেগে মিশে গেল অন্ধকারে।

অ্যালার্ডের প্রতিবেশী ব্র্যান্ডলিজ আর টারলি হোমসকে ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে ট্রেইল জুড়ে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ, এবার পকেট থেকে সিগারেট বের করল ব্র্যান্ডলিজ, ধরাল।

'তুমি ঠিকই আন্দাজ করেছিলে, রন। নিলাম ডাক শুরু হওয়ার আগেই রেঞ্জ পরিষ্কার করার ফন্দি করেছে কনরয়। ওকে ঠেকাতে না পারলে ঘর বাঁচানোর জন্য নিলাম ডাকের সময় কেউ হাজির থাকতে পারবে না।'

'শালা হারামজাদা!' খিস্তি করল টারলি। 'মাত্র সপ্তাহ খানেকেরও কম সময় আগে আমাদের র‍্যাঞ্চে গিয়েছিল ব্যাটা, একেবারে পাদ্রীর মত হাবভাব, ষাঁড় কেনার জন্যে টাকা ধার দিতে চেয়েছে যাতে গরুর সংখ্যা বাড়াতে পারি।'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল ব্র্যাণ্ডলিজ, 'রাতের অন্ধকারে ষাঁড়গুলো চুরি হয়ে গেলেই কনরয়ের ফাঁদে পড়তে হত, জমি কেনার টাকার জন্যে আবার ওর কাছে হাত পাততে হত; কিন্তু তার সঙ্গে তোমার লেনদেন মেটার আগেই জমিটমি হজম করে ফেলত সে। তুমি কি বল, রন?'

ইতিমধ্যে স্যাডলে উঠে বসেছে অ্যালার্ড। 'লোকটা যে তৈরি হয়ে আছে

তাতে সন্দেহ নেই। সামান্য লাভের আশায় খেলছে না সে।'

শহরের দিক থেকে ছুটে আসা ঘোড়ার খুরের শব্দে সচকিত হয়ে উঠল ওরা। দ্রুত এগিয়ে আসছে আওয়াজটা, বোঝা যায় তাড়া আছে তাদের।

'টাইট হয়ে দাঁড়িয়ে থাক,' বলল অ্যালার্ড, 'রাস্তা আটকাও!'

তিন

তিন ঘোড়া নিয়ে পথরোধ করে দাঁড়াল অ্যালার্ড ব্র্যান্ডলিজ এবং টারলি, আগুয়ান ঘোড়সওয়ারদের দিকে ফেরানো জানোয়ারগুলোর মুখ। মাঝখানে রয়েছে রন অ্যালার্ড।

ট্রেইলের বাঁক ঘুরে অন্ধকার ছায়া থেকে আচমকা বেরিয়ে এল পাঁচজন রাইডার, চাঁদের আলোয় ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে এল তাদের অবয়ব। বিশাল কালো ঘোড়া হাঁকিয়ে সবার সামনে এগিয়ে আসছে কার্ল সেগান।

তিন রাইডার পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে দেখে মাথার ওপর হাত তুলে ইশারা করল সেগান, চট করে রাশ টানল ঘোড়ার, পিছলে কয়েক কদম এগিয়ে এসে থমকে দাঁড়াল ওটা।

'ছড়িয়ে পড়।' কাঁধের ওপর দিয়ে চেয়ে উঁচু গলায় হুকুম দিল সেগান। আদেশ পালন করে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল তার সঙ্গীরা, একটা সরলরেখার মত। ধুলোর মেঘ কেটে যাবার পর আবছা আলোতেও এখন জেলহাউসের উল্টোদিকে পাহারায় থাকা লোক দুটোকে চিনতে পারল অ্যালার্ড।

ঘোড়া স্থির করার সময়ই অ্যালার্ডকে চিনে গেছে সেগান।

'ও কোথায়?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল কনরয়ের ফোরম্যান, 'কোথায় লুকিয়েছ তাকে, অ্যালার্ড?'

'তা ঠিক বলতে পারব না,' জবাব দিল অ্যালার্ড, 'যদি দেখা পাই, কিছু বলতে হবে?'

'যথেষ্ট হয়েছে!' গজগজ করে উঠল সেগান। 'শহরে অনেক ফাজলামো করেছ, কিন্তু এখন তোমাকে কাভার দেয়ার জন্যে ব্র্যাডফোর্ড নেই! হোমস ব্যাটাকে আমরা নিয়ে যেতে চাই। কোথায় পাওয়া যাবে বলে দাও আমাদের!'

'দেখতেই পাচ্ছ আমাদের সঙ্গে নেই,' সহজ কণ্ঠে জবাব দিল অ্যালার্ড। 'তবে আমার ধারণা এতক্ষণে পাহাড়ের দিকে রওনা হয়ে গেছে, যদি আমার পরামর্শ শুনে থাকে!'

'এটা কনরয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সামিল!' চেঁচিয়ে উঠল সেগান। 'নিজ দলের বিরোধিতা করে নেস্টরদের পক্ষ নিচ্ছ তুমি। এরজন্যে তোমাকে পস্তাতে হবে বলে দিচ্ছি। নাও, এবার পথ ছাড়! পাহাড়ে গা-ঢাকা দেয়ার আগেই পাকড়াও করতে চাই ব্যাটাকে।'

'এটা কিন্তু,' শান্ত কণ্ঠে বলল রন অ্যালার্ড, 'আবার আলাদা কথা। ওকে আমি নিশ্চয়তা দিয়েছি ওর পিঠে গুলি করার সুযোগ তোমাদের দেব না। পালানোর সুযোগ সে পাবে। ভাবনাটা বাদ দিলেই বরং ভাল করবে তোমরা।'

'সরে যাও!' ক্রোধে চিৎকার করে উঠল সেগান।

'সেগান,' বলল অ্যালার্ড, 'কারও ধমকের ধার আমি ধারি না। ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে তোমরা শহরের পথ না ধরা পর্যন্ত আমরা পথ আগলে থাকব!'

'সরে যাও বলছি, হতচ্ছাড়া!' অন্ধ ক্রোধে আরও চড়ে গেল সেগানের কণ্ঠস্বর।

'এক ইঞ্চিও না। তোমার যদি ব্যাপারটা পছন্দ না হয় লড়াই করে রাস্তা করে নিতে পার।'

'ওরা মাত্র তিনজন, সেগান,' বলল রাইডারদের একজন।

'ব্র্যান্ডলিজ,' ঘাড় না ফিরিয়েই বলল অ্যালার্ড, 'এই লোকটার দিকে খেয়াল রাখ তুমি। সেগানকে আমি সামলাব!'

আগের লোকটাই আবার অধৈর্য ভঙ্গিতে কথা বলে উঠল, 'দেরি কিসের, সেগান? ওদের মাড়িয়ে যাব কিনা?'

'সেগান জানে,' শান্ত কণ্ঠে বলল অ্যালার্ড, 'তা করতে গেলে আগে সে-ই মারা পড়বে!'

দীর্ঘ সময়ের জন্যে নীরবতা নেমে এল।

চাঁদের আলোয় স্যাডলের ওপর যেন কুঁকড়ে গেল সেগান। ব্যাপারটা আপাতদৃষ্টিতে খুব সামান্য মনে হলেও স্যাডলে তার কিঞ্চিৎ নড়েচড়ে বসা দেখেই সবাই বুঝে গেল কি হয়েছে। নীরবতার সময়টাতে সেগানের বুকের ভেতর জমাট বেঁধে গেছে সব সাহস। এমন এক লোকের সামনে পড়েছে সেগান যে তাকে গুলি করতে দ্বিধা করবে না। এ কথা বোঝার পর সব সাহস উবে যাওয়াই স্বাভাবিক।

সেগানের সঙ্গীরাও বুঝতে পারল ব্যাপারটা।

আগের লোকটাই ফের মুখ খুলল।

'ধুশ্ শালা!' বলল সে। এবং ওতেই পরিষ্কার হয়ে গেল সবকিছু।

নীরবতা আবার চেপে বসতে শুরু করল। মনে মনে ইজ্জত বাঁচানোর পথ খুঁজে মরছে সেগান। তার আশা, অ্যালার্ড একটা কিছু বলুক যাতে পাল্টা যুক্তি দেখানোর সুযোগ মেলে। কিন্তু আত্মবিশ্বাসের ধ্বংসস্তূপে তাকে যেন চাপা দিয়ে রেখেছে অ্যালার্ড, চারপাশ থেকে প্রাচীরের মত চেপে আসছে নীরবতা। এমন এক শোডাউনের মুখোমুখি হয়েছে আজ সেগান, যার জন্যে প্রস্তুত ছিল না।

'ঠিক আছে,' নীরবতা অসহনীয় হয়ে উঠলে কথা বলল সেগান। 'এ ব্যাপারে হ্যারিসনের কি মতামত দেখব আমি। এত সহজে আমাকে তুমি তোমার ফাঁদে আটকাতে পারবে না। এমনও হতে পারে আমাদের মাথার ওপর পাহাড়ের আড়ালে হয়ত দশ-বারজন গানম্যান লুকিয়ে আছে—তোমার দলের—আমাদের ওপর নজর রাখছে। তা না হলে এত চোটপাট দেখাতে না! পরে আমাদের আবার দেখা হবে, অ্যালার্ড!'

আচমকা ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল সেগান। 'চল সবাই, গলা ভেজাতে!' বলল।

ক্রুদ্ধ চেহারায় সাঙ্গপাঙ্গরা তার পিছন পিছন শহরের পথ ধরল।

নিভে যাওয়া সিগারেটটা আবার ধরাল ব্র্যান্ডলিজ। 'ওকে শেষ করে দিয়েছ তুমি, রন! একেবারে সঙ্গীদের চোখের সামনে! যদি একশো বছর বেঁচে থাকে, তারপরও এর জন্যে তোমাকে সে ক্ষমা করবে না!'

দুর্বোধ্য একটা শব্দ করল টারলি; লম্বা শ্বাস টানল। 'কি জান,' বলল, 'চোখের সামনে কারও কাপুরুষতার পরিচয় পেলে কেমন যেন লাগে, মন খারাপ করে দেয় ব্যাপারটা। এখন সেগানের মধ্যে পাশবিক নীচতা ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নেই। এখন আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠবে সে!'

'জানি,' জবাব দিল অ্যালার্ড। 'থাক, বাদ দাও এসব কথা। চল, এবার শহরে ফেরা যাক। সবাইকে হাল পরিস্থিতি জানাতে হবে।'

শহরে ফিরে এল ওরা তিনজন, শেডি রেস্ট স্যালুনে ঢুকল। তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে স্যালুনে, সবার মধ্যে চাপা উৎকণ্ঠা। খুদে র‍্যাঞ্চারদের একটা দল বারের কাছে দাঁড়িয়ে আলোচনায় মগ্ন, পরস্পরের সঙ্গে মিলে আছে ওদের মাথা। পোকার টেবিলে নিতান্ত অবহেলায় পড়ে আছে কার্ড আর চিপস্; ম্যাক জনসন, লর্ড ফরেস্ট, এড গ্রাহাম আর হ্যাপ হার্বার্ট বসে রয়েছে ওখানে।

হর্স অ্যাণ্ড মিউল র‍্যাঞ্চার ইংরেজ ফরেস্ট সবার আগে দেখতে পেল অ্যালার্ডকে। ওরা এগিয়ে যেতেই মাথা হেলিয়ে তিনজনের একটা দলকে দেখাল সে। দেয়ালে সাঁটানো একটা নোটিস পড়ছে ওরা। অ্যালার্ডকে অনুসরণ করে দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেল ব্র্যান্ডলিজ আর টারলিও। উত্তেজনার কারণ ওই নোটিসটা পড়ল তিনজনেই।

নোটিসের নিচে হ্যারিসন কনরয়ের স্বাক্ষর রয়েছে। নোটিসটা এরকম:

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সংশ্লিষ্ট সবাইকে এই মর্মে জানিয়ে দেয়া যাচ্ছে, পুব দিকে মাউন্টেন রোড, উত্তরে পুশমোলাইন মাউন্টেনের পাদদেশ, পশ্চিমে ব্যাডল্যান্ডস এবং দক্ষিণে বিগ শেডি থেকে পশ্চিমমুখী রাস্তার মধ্যবর্তী পুরো এলাকার দখলিস্বত্ব এবং উন্নয়ন করার সুযোগে আমিই পূর্ণ মালিকানার দাবিদার, আগামী শরতে সরকারী নিলামে জায়গাটা কিনে নিতে যাচ্ছি আমি।

বর্তমানে এই এলাকায় বসবাসরত নেস্টরদের এই মর্মে নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে, তারা যেন অতিসত্ত্বর তাদের মালামাল নিয়ে চলে যায়। নির্দেশ অমান্যকারীদের অনুপ্রবেশকারী হিসাবে চিহ্নিত করা হবে; আমার এলাকায় হানাদার হিসেবে বিবেচনা করে সেই অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

আমার বিনা অনুমতিতে অন্য র‍্যাঞ্চাররাও আমার জমির ওপর দিয়ে যাতায়াত করতে পারবে না। এই মুহূর্তে যেসব র‍্যাঞ্চারের গরু আমার রেঞ্জে আছে তারা আগামী 'ফল রাউণ্ড-আপে'র সময় তাদের গরু নিজের এলাকায় সরিয়ে নেয়ার সুযোগ পাবে। কিন্তু তার আগে আমার অনুমতি ছাড়া আমার রেঞ্জে ছড়িয়ে পড়া গরু বাছুর রাউণ্ড-আপ করা যাবে না।

অনুপ্রবেশকারীদের জন্যে এটাই চূড়ান্ত সতর্কবাণী!
হ্যারিসন কনরয়।

অ্যালার্ড, ব্র্যান্ডলিজ আর টারলি টেবিলে ফিরে বাকি চারজনের সঙ্গে যোগ দিল।

'ওটা আবার সাঁটাল কখন?' জানতে চাইল অ্যালার্ড।

'এই তো মিনিট পাঁচেক আগে। হ্যারিসন নিজে সাঁটায়নি অবশ্য; একটা লোককে পাঠিয়েছিল,' জবাবে জানাল জনসন। 'নিশ্চয়ই খামোকা হুমকি দিচ্ছে না?'

'অবশ্যই না।' হোমসের কাছ থেকে আদায় করা তথ্য সবাইকে জানাল অ্যালার্ড। 'কিন্তু আসল কথা, কেবল নেস্টরদের উচ্ছেদ করেই নিরস্ত হবে না কনরয়। পুরো উপত্যকা দখল করতে চায়। দেখ না, এখনই, জায়গাটার মালিকানা পাবার আগেই বলছে আমরা নাকি ওর জমির ওপর দিয়ে চলাচল করতে পারব না!'

'কিন্তু,' বলল জনসন, 'আমরা তো আগাগোড়া জায়গাটার ওপর তার অধিকার স্বীকার করে এসেছি।'

'ব্যাপারটা অন্যভাবেও দেখা যেতে পারে,' বলল ব্র্যান্ডলিজ, 'আমরা সব সময় জানতাম, আসলে এখানকার জমির মালিকানা কারও ছিল না, এখনও নেই, সুতরাং এখানে কে কি করতে পারবে কি পারবে না সেটা বলার অধিকার আর কারও নেই। অর্থাৎ কেউ যদি একটা জায়গা বেছে নিয়ে সেখানে বসবাস শুরু করে, তাকে নিষেধ করার ক্ষমতা নেই কারও। কনরয় এখানে এক ইঞ্চি জমিরও মালিক নয়, কোনরকম উন্নতিও সে করেনি—বিশেষ করে নেস্টরদের বসতিতে তো নয়ই। আমাদের সবার গরুর সঙ্গে তার গরুও চরে বেরিয়েছে রেঞ্জে। স্কোয়ার্টারদের জমি কেনার পুরো অধিকার আছে—বরং হ্যারিসন কনরয়ের চেয়ে বেশিই বলা যায়। কনরয়ের চেয়ে বেশি টাকা ডাক দিতে পারলে বসত ভিটা আর বার্নের জমি কেনার আইনগত অধিকার সবারই আছে। নিলাম ডাকে জিততে পারলে যে কারও যে-কোন জমি কেনার অধিকার থাকবে।'

'আমিও এভাবেই দেখছি ব্যাপারটা,' একমত হল টারলি। 'হ্যারিসনও একথা জানে। জমির মালিকানা চায় সে, তার বিশ্বাস, সবাইকে উচ্ছেদ করার মত যথেষ্ট ক্ষমতাও সে রাখে। আর কেউ যাতে নিলাম ডাকে যোগ দিতে না পারে সেজন্যে সবাইকে আগেভাগেই আতঙ্কের মধ্যে ফেলে দিতে চাইছে।'

জাতে ইংরেজ হওয়ায় ফরেস্টকে 'লর্ড' বলে ডাকে ওর বন্ধুরা, একটা প্রশ্ন করল সে, 'হ্যারিসন এক দফায় কত টাকা জোগাড় করতে পারবে কারও ধারণা আছে?'

'আমাদের যে কারও তুলনায় চারগুণ গরু রয়েছে তার,' বলল টারলি. 'আমাদেরকে তো মোটামুটি সচ্ছলই বলা যায়, সুতরাং সেই হিসাবে ওর কাছে আমাদের যে কারও চেয়ে চারগুণ বেশি টাকা থাকাই স্বাভাবিক। কেন জিজ্ঞেস করছ?'

'এমনি হঠাৎ মাথায় এল কথাটা,' বলল ফরেস্ট, 'তার হাতে টাকা থাকলে, যদি ইচ্ছে করে, আমার নাকের ডগার ওপর দিয়েই আমার র‍্যাঞ্চ কিনে নিতে পারবে—কিংবা তোমারটা। তবে আমি জানি, এমন কিছু সে করবে না।'

হাত দিয়ে টেবিলে চাপড় মারল ব্র্যান্ডলিজ। 'কি বল, করবে না! আশ্চর্য, এভাবে চিন্তা করিনি আমি!'

'আমার প্রচুর গরু আছে ওর রেঞ্জে,' বলল টারলি, 'কিন্তু কনরয় বলছে রাউণ্ড-আপের আগে আমি নাকি ওগুলো ফিরিয়ে আনতে পারব না। ধর, রাউণ্ড-আপের সময় যদি গিয়ে দেখি আমার বেশিরভাগ বাছুরই গায়েব হয়ে গেছে? তখন আমার নিজের জমিটা কেনার টাকা পাব কোত্থেকে? চোখের সামনে দিয়েই আমার জায়গাটা যদি কিনে নেয় কনরয়, ঠেকাব কিভাবে? নিজের গরুর পালের ওপর নজরদারি করার সুযোগ না পেলে যাচ্ছেতাই হয়ে যেতে পারে ওগুলো!'

'আমরা সবাই এক নায়ের যাত্রী,' বলল ব্র্যান্ডলিজ, 'লোকটা আমাদের সবার বাছুর হজম করে ফেলতে পারে! বাছুর বিক্রির টাকায় জমি কেনার চিন্তা করছিলাম আমি। রন, তোমার কি অবস্থা?'

'আমার?' প্রতিধ্বনি করল অ্যালার্ড, 'আমি আগামী কালই যাচ্ছি ওই রেঞ্জে, আমার গরুর পালের ওপর নজর বুলিয়ে আসব।'

'ওর রেঞ্জে?' জানতে চাইল টারলি।

'আমরা তো কথাটা এইমাত্র আলোচনা করলাম,' মৃদু হেসে বলল অ্যালার্ড। 'জায়গাটা তার নয়—অন্তত এখনও কিনে নেয়নি সে—এবং যতক্ষণ মালিকানা না পাচ্ছে, ওখানে যেতে আমার কোন দ্বিধা নেই।'

নীরবতা নেমে এল টেবিলে। দুটো কথা এখন জেনে গেছে সবাই; অ্যালার্ড যখন যাবে বলেছে, ঠিকই যাবে; এবং কনরয়ও তার হুমকি সত্যি প্রমাণের জন্যে ঠেকাতে চাইবে ওকে!

চার

গ্লাসের অবশিষ্ট হুইস্কি শেষ করে উঠতে গেল অ্যালার্ড।

'বাড়ি যাচ্ছ?' জানতে চাইল এড গ্রাহাম, 'হ্যাপ তো এখনও পুরোপুরি টাল হয়নি!'

'না, হোটেল-বারে যাচ্ছি একটু।'

এককথায় কৌতূহলী হয়ে উঠল সবাই, অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকাল। হোটেলের বর্ধিত অংশ হোটেল-বার কনরয় আর তার সার্কেল-সি রাইডারদের আড্ডাখানা, ওখানেই ড্রিঙ্ক করে তারা।

'এক রাতের জন্যে যথেষ্ট ফুর্তি হয়নি তোমার?' জানতে চাইল ব্র্যান্ডলিজ।

'আমি ভাবছি এ জায়গা ছাড়া অন্য কোথাও নোটিস লাগিয়েছে কিনা

কনরয়; না লাগিয়ে থাকলে বুঝতে হবে আমাদের সরাসরি চ্যালেঞ্জ করাই তার উদ্দেশ্য।'

উঠে দাঁড়াল সবাই।

'তোমাদের আমার সঙ্গে যেতে হবে না,' বাধা দিয়ে বলল অ্যালার্ড, 'খামোকা মারপিট বাধিয়ে কাজ নেই।'

ঘুরে স্যালুন থেকে বেরিয়ে এল অ্যালার্ড, হোটেল বারের দিকে এগোল। ভেতরে ঢুকে বারে গিয়ে হুইস্কির ফরমাশ দিল। সেগানসহ দশ-বারোজন সার্কেল-সি রাইডার দেখা যাচ্ছে। বারের দিকে পেছন ফিরে দেয়ালে নজর বোলাল অ্যালার্ড, কনরয়ের নোটিস খুঁজছে। নেই। সেগান এগিয়ে এল ওর দিকে।

'জায়গা চিনতে ভুল হয়নি তো, মিস্টার?'

'এটা কি তোমার কেনা জায়গা নাকি?' পাল্টা প্রশ্ন করল অ্যালার্ড, সেগানের লোকগুলোর ওপর নজর ওর, অবস্থান পরিবর্তন করছে তারা। জানালার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে একজন।

'এটা আমাদের জায়গা,' বলল সেগান, 'আমরা জায়গাটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে চাই। এখানে আবর্জনা জমতে দিতে পারি না!'

এক নজরে রাইডারদের অবস্থান দেখে নিল সেগান, লক্ষ করল অ্যালার্ড। এখন ওর সামনে চলে এসেছে সে, তার দুপাশে দাঁড়িয়েছে আরও দুজন সার্কেল-সি রাইডার। জানালার লোকটা রাস্তার দিকে নজর রাখার পাশাপাশি অ্যালার্ড পালানোর চেষ্টা করলে দরজা আটকে দাঁড়াতে পারবে। বেকায়দা অবস্থায় পড়ে গেছে অ্যালার্ড। সেগান কি করতে যাচ্ছে তার চেহারায় পরিষ্কার দেখতে পেল ও।

আচমকা কাউকে বুঝে ওঠার সুযোগ না দিয়ে সেগানের বুকের ওপর হাতের তালু রাখল অ্যালার্ড, পরক্ষণে ধাক্কা মারল সজোরে।

'তফাৎ যাও!' ধমক দিল ও, 'গায়ের ওপর এস না!'

এলোমেলো পায়ে কয়েক কদম পিছিয়ে গেল সেগান, কোনমতে তাল সামলাল। তার হালকা নীল চোখে বরফের মত কঠিন হয়ে উঠল, পিস্তলের বাঁটের দিকে ছুটে গেল হাত, আবার সামনে বাড়ল সে।

বার থেকে হ্যাঁচকা টানে হুইস্কির বোতলটা তুলে নিল অ্যালার্ড, তারপর সেগানের হনুর হাড় বরাবর চালাল সজোরে, জোরাল শব্দ হল আঘাতের। সেগানের দুহাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল, ভাঙা কাচ মদ আর ধুলোময় মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল সে।

চিৎকার করে ওদের সতর্ক করল জানালায় দাঁড়ানো লোকটা, ঘুরে দাঁড়িয়েছে সে। সেগানের দিকে নজর যেতেই তার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল।

এক লাফে সেগানকে পেরিয়ে এল অ্যালার্ড, একই সঙ্গে হোলস্টার থেকে রিভলভার বের করে নিয়েছে।

'কিভাবে মেহমানদারি করতে হয় জান না তোমরা!' বলল। 'অবশ্য আমি যেটা জানতে এসেছিলাম, জেনে গেছি। কনরয়কে বলে দিয়ো তার পছন্দ মাফিকই লড়াই হবে!'

পেছন ফিরে দরজা গলে বেরিয়ে এল অ্যালার্ড, দেখতে পেল ওর বন্ধুরা এগিয়ে আসছে। সাইডওঅক বরাবর ওদের আসতে দেখেই তখন চেঁচিয়ে উঠেছিল পাহারাদার।

'সব চুকে গেছে,' বলল অ্যালার্ড। 'ওখানে আমাকে কচুকাটা করার মতলব করেছিল ওরা। এটা এখন জলের মত পরিষ্কার যে আমাদের মধ্য থেকে প্রথম যে ওখানে যেত তাকেই শেষ করে দিত ওরা। পরিকল্পিত ছিল পুরো ব্যাপারটা। আমাদের এখন ওদের মোকাবিলা করা ছাড়া উপায় নেই। আমাদের সবার পেছনে লেগেছে কনরয়!'

'যদি তা-ই হয়,' বলল ব্র্যান্ডলিজ, 'আমি যাব ওর রেঞ্জে আমার গরু বাছুর দেখতে। তোমার সঙ্গে আগামীকাল আমি যাচ্ছি।'

'আমিও,' বলল টারলি।

'গরু ফিরিয়ে আনার জন্যে আমরা কয়েকজনই যথেষ্ট,' এবার যোগ দিল জনসন, 'কিন্তু সন্দেহ নেই, গানফাইটে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা আছে ষোলোআনা।'

'গানফাইট ছাড়া ঘরবাড়ি রক্ষা করা যাবে না,' বলল অ্যালার্ড, 'কোনটা চাও তুমি?'

কাঁধ ঝাঁকাল জনসন।

ঠিক এই সময় কয়েক ঘর দূরের একটা স্যালুন থেকে হাত নাড়তে নাড়তে বেরিয়ে এল হ্যাপ হার্বার্ট, ওর হাতে একটা হুইস্কির বোতল, ভর্তি; দৌড়ুচ্ছে আর ওদের উদ্দেশে চিৎকার করছে।

'ওখানে ফাঁদ পেতেছে ব্যাটারা!' চেঁচিয়ে বলল হার্বার্ট, 'দালানটার ব্যাকরুমে ঘাপটি মেরে আছে সার্কেল-সির রাইডাররা। ওদের দেখে ফেলেছি আমি, আমাকেও দেখেছে তারা। পুরো শহর গিজগিজ করছে ওদের লোকে!'

'মানে?' জিজ্ঞেস করল ব্র্যান্ডলিজ।

'কনরয়ের রিজার্ভ বাহিনী। সেগানের স্যাঙ্গাৎরা ওকে বেইজ্জতি করার কারণে নিশ্চয়ই আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে তৈরি হয়েছিল, আমাদের জন্যে ওত পেতে ছিল ব্যাটারা। ওখানে মোট কতজন আছে, হ্যাপ?'

'কমপক্ষে একশো, বেশিও হতে পারে!'

'একশো?' ধমকে উঠল অ্যালার্ড।

'মানে, দশ বারোজন তো হবেই!'

'ওখানে ঢুকেছিলে কেন তুমি? ওটা তো আমাদের জায়গা নয়।'

'বাড়ি নিয়ে যাবার জন্যে একটা বোতল কিনতে গিয়েছিলাম, ব্যস। লর্ড মনে হয় আমাদের ওখানে বারটেন্ডারকে চোখ-টোখ টিপে দিয়েছে, ব্যাটা আমার কাছে আর ড্রিঙ্ক বিক্রি করতে রাজি হলো না! বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে কি রকম আচরণ করতে হয় জানে না লর্ড! সব সময় মানুষের মজা মাটি করতে ওস্তাদ!'

একটু একটু টলছে হ্যাপ হার্বার্ট, বোতলের মুখ খোলার ব্যর্থ চেষ্টা চালাচ্ছে। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল অ্যালার্ড। হার্বার্ট যে স্যালুন থেকে বেরিয়েছে সেটার দিকে চেয়েছিল ও, এখন হুড়মুড় করে ওখান থেকে লোকজন বেরিয়ে আসতে

শুরু করেছে, ছড়িয়ে পড়ছে রাস্তা জুড়ে।

'হ্যাপের কথা ঠিক,' চড়া গলায় বলল অ্যালার্ড। 'ছড়িয়ে পড় সবাই! ঘোড়ার কাছে যাবার চেষ্টা কর!'

সার্কেল-সি রাইডাররা ঘোড়া আর ওদের মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, ওদের অবরোধ ভেদ না করে ঘোড়ার নাগাল পাবার জো নেই।

'চল ঘুরপথে যাই,' পরামর্শ দিল ব্র্যান্ডলিজ। 'স্টেজ স্টেশনের পেছন দিয়ে গিয়ে গলিপথ দিয়ে এগিয়ে ব্লকের ওমাথা থেকে ঘোড়ার কাছে যাওয়া যাবে।'

'তাতে আমার সন্দেহ আছে,' জবাব দিল অ্যালার্ড। 'হোটেল-বার থেকে অন্তত একজন সার্কেল-সি রাইডার গলিপথ ধরে গিয়ে ওখানকার লোকগুলোকে সতর্ক করে দিয়েছে। ওদিকে গেলেই আমাদের ফাঁদে ফেলার জন্যে আরও লোক বেরিয়ে আসবে।'

ঠিকই আন্দাজ করতে পেরেছিল অ্যালার্ড। ওর কথা শেষ হওয়ামাত্র সেগানের রাইডাররা হোটেল-বার থেকে বেরিয়ে এসে ওদিকের পথ আগলে দাঁড়াতে শুরু করল। দুদলে মোট আঠারোজন রাইডার, গুনল অ্যালার্ড। নিজের লোকদের দু'দলে ভাগ করে খুদে র‍্যাঞ্চারদের চমৎকারভাবে সাঁড়াশীর মত চেপে ধরতে সক্ষম হয়েছে কনরয়।

'সাইডওঅকের দিকে যাও,' বলল অ্যালার্ড। 'স্যাডল শপ। ওটার ভেতর দিয়ে গিয়ে সোজা পেছন-দরজা গলে বেরিয়ে যাবে।'

'কিন্তু ওটায় তো তালা মারা,' প্রতিবাদ করল হ্যাপ।

'পিস্তলের বাঁট দিয়ে দরজার কাচ ভেঙে ফেল, ঢোক ভেতরে, পেছন দরজার দিকে চলে যাও। গলিপথ ধরে শেডি রেস্টের দিকে যাবে, স্যালুনের ভেতর দিয়ে এপাশের রাস্তায় বেরিয়ে এসে ঘোড়ার দিকে ছুট দেবে। আমি তোমাকে কাভার দিচ্ছি।'

ছড়িয়ে পড়ল ওরা। সবার আগে রয়েছে ব্র্যান্ডলিজ, তারপর টারলি, সবশেষে জনসন।

এই সময় ওদের পরিকল্পনা টের পেয়ে গেল প্রতিপক্ষ, সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার ওমাথা থেকে গুলি করল একটা, তারপর আরও কয়েকটা বুলেট তেড়ে এল পরপর। রাস্তার বালিতে শিস তুলে বিঁধছে ওগুলো, বালি ছিটকে উঠছে ফোয়ারার মত।

একটা গুলি হ্যাপ হার্বার্টের হুইস্কির বোতলে লাগল, ফটাস করে ফেটে গেল ওটা, কেবল গলাটা রয়ে গেল হ্যাপের হাতে। অবাক চোখে ওটার দিকে একবার তাকাল হ্যাপ, তারপর একটা খিস্তি করে পিস্তল বের করে আনল। ক্রমাগত গাল বকতে বকতে রাস্তা আটকে দাঁড়ানো সার্কেল-সি রাইডারদের উদ্দেশে গুলি ছুঁড়তে লাগল সে, খালি হয়ে গেল অস্ত্রটা। টলোমলো পায়ে দৌড় লাগাল সে এবার স্যাডল শপের দিকে, ওর পেছনে রইল লর্ড ফরেস্ট, ওকে কাভার দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধাক্কা দিচ্ছে বারবার।

'আমাকে ধাক্কা দিচ্ছ কেন শুনি?' চেঁচিয়ে প্রতিবাদ জানাল হ্যাপ হার্বার্ট।

'মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে,' জবাব দিল ফরেস্ট। 'এগোও তো!'

'কেন আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে চাও?' বুলেট-বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ে তর্ক জুড়ে দেয়ার চেষ্টা করল হ্যাপ।

জবাব না দিয়ে ওর প্যান্টের বেল্টের পেছন দিকে মুঠ করে ধরল ফরেস্ট, ধাক্কা দিল, সামনে না এগোলে আছড়ে পড়তে হত হার্বার্টকে, দৌড়ই দিল সে অগত্যা। পেছন থেকে অবিরাম ঠেলছে ফরেস্ট।

অ্যালার্ডের পাশাপাশি এগোল এড গ্রাহাম; রাস্তার সামনের দিকে গুলি করছে সে, আর অ্যালার্ড গুলি করছে উল্টোদিকের শত্রুদের উদ্দেশে। একজনকে পড়ে যেতে দেখল অ্যালার্ড; তার আর্তনাদ কানে এল। লোকটার হাঁটু বরাবর আরেকটা গুলি পাঠাল ও, এবার চার হাত পায়ে ভর দিয়ে রাস্তার ধুলোর ওপর দিয়ে পালানোর চেষ্টা করল লোকটা।

অ্যালার্ড লক্ষ করল কনরয়ের কয়েকজন রাইডার হঠাৎ সরে যেতে শুরু করল, যার যার ঘোড়ার দিকে যাবার চেষ্টা করছে। র‍্যাকে বাঁধা ঘোড়াগুলো অস্থিরভাবে মাটিতে পা ঠুকছে। স্যাডলে চেপে বসে ঝটকা মেরে ওগুলোকে আলগা করে নিল ওরা, বাগে আনল, চড়াও হতে যাচ্ছে ওরা—মাড়িয়ে যাবে খুদে র‍্যাঞ্চারদের! রাস্তার ওমাথার রাইডাররাও একই কৌশল বেছে নিয়েছে। স্যাডলে চেপে ধেয়ে আসছে ওদের দিকে।

'ভেতরে ঢুকে পড়েছে হ্যাপ,' বলল এড গ্রাহাম, 'চল সবাই!'

এঁকেবেঁকে উবু হয়ে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে প্রাণান্ত চেষ্টায় স্যাডল শপের দরজার দিকে এগিয়ে গেল ওরা। দুদিক থেকেই এখন চেপে আসছে কনরয় রাইডাররা।

প্ল্যাংকওঅক পার হবার আগ মুহূর্তে হঠাৎ রন অ্যালার্ড দেখতে পেল একটা মেয়ে জবুথুবু হয়ে বসে রয়েছে দরজার আড়ালে, অন্ধকারে, ওর থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে; দেখে মনে হচ্ছে দেয়ালের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে যেন। এক হাত দূরে থাকা সত্ত্বেও অন্যরা বোধ হয় উত্তেজনার কারণে লক্ষ করেনি ওকে। অ্যালার্ড এগিয়ে যেতেই নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল মেয়েটা, যেন আশা করছে অ্যালার্ড ওকে দেখতে পাবে না।

'এড, তুমি এগিয়ে যাও,' বলল অ্যালার্ড, মেয়েটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বামদিক থেকে দুজন গানম্যান ওর দিকে এগিয়ে আসছে এখন, হুঙ্কার ছাড়ছে তারা, অস্ত্র উঁচিয়ে ধরেছে। ওদের ঘোড়ার খুরের শব্দ আরও জোরাল হয়ে উঠল, খুরের আঘাতে ধুলো উড়ছে, দম বন্ধ হবার জোগাড়। রাতের অন্ধকারে ধুলোর মেঘে আবছা হয়ে যাচ্ছে তাদের কাঠামো; স্টোর-জানালা গলে বেরিয়ে আসা আলো পড়ছে ওদের গায়ে।

মেয়েটার বাহু আঁকড়ে ধরল অ্যালার্ড, উৎকণ্ঠায় চড়ে গেল ওর কণ্ঠস্বর।

'ভেতরে চল!' নির্দেশ দিল ও; অন্ধকার কোণ থেকে হ্যাঁচকা টানে বের করে আনল ওকে।

মুহূর্তের জন্যে বাধা দেয়ার চেষ্টা করল মেয়েটা, কিন্তু অ্যালার্ডের শক্তির কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হল। ধমক দিল অ্যালার্ড, 'জলদি!'

ওর সঙ্গীরা স্যাডল শপের ভেতরে ঢুকে গেছে, পেছন-দরজার দিকে যাচ্ছে, মেয়েটাকে সেদিকে ঠেলে দিল অ্যালার্ড, অন্ধকার গ্রাস করল তাকে।

দুই ঘোড়সওয়ার এখন বিশ ফুটের মধ্যে চলে এসেছে, ধুলোর মেঘ তুলে আচমকা ঘোড়া দাঁড় করাল ওরা। ঘোড়াগুলো পুরোপুরি স্থির না হওয়া পর্যন্ত গুলিবর্ষণ বন্ধ রাখতে বাধ্য হল, লক্ষ্যস্থির করার খাতিরে।

আবছা আলো থেকে সরে গেল অ্যালার্ড, মেয়েটা যেখানে ছিল, সেই অন্ধকার কোণে গা ঢাকা দিল। ঠিক এই সময় আবার গুলি করতে শুরু করল দুই রাইডার। বাতাসে আলোড়ন উঠল, থ্যাঁচ থ্যাঁচ শব্দে দরজার কাঠে বিঁধল বুলেট, চলটা উঠে গেল কাঠের।

লোকগুলো হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করছে কিনা নিশ্চিত হবার জন্যে অপেক্ষা করছিল অ্যালার্ড এতক্ষণ, এবার পিস্তল উঁচু করল ও, পরপর দুই গুলিতে হত্যা করল ওদের।

একটু অপেক্ষা করল অ্যালার্ড। স্যাডল থেকে পিছলে পড়তে দেখল একজনকে, মাথাটা পড়ল আগে। স্যাডল হর্নের ওপর উবু হয়ে গেল অপরজন, ঝুলে থাকার চেষ্টা করল, তারপর স্যাডল থেকে পড়ে গেল সেও; রেকাবে পা আটকে গেল, আতঙ্কিত ঘোড়াটা এবার ছুটতে শুরু করল; লোকটার মাথা মাটিতে পড়ে আছে, তাকে হিঁচড়ে নিয়ে এগিয়ে চলল ওটা, রাস্তার ধুলায় যেন লাঙ্গলের ফলা চালাচ্ছে। মাঝে মাঝে আলোর রশ্মি পড়ছে ওদের ওপর।

এবার গম্ভীর চেহারায় ঘুরে দাঁড়াল অ্যালার্ড, অন্ধকার স্যাডল শপের ভেতরে পা রাখল, এগোল সামনে। পেছন দরজার কাছে মেয়েটাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সবাই। দরজার আড়কাঠ সরিয়ে ফেলেছে ওরা। এবার কবাট খুলে গলিপথে নেমে এল অ্যালার্ডসহ, অন্ধকারে এগিয়ে চলল শেডি রেস্টের দিকে। স্যালুনের পেছনে পৌঁছে ওদের থামতে বলল অ্যালার্ড, নিজে ঢুকল স্যালুনে, তারপর নজর বোলানোর জন্যে মেইন স্ট্রীটে বেরিয়ে এল।

স্যাডল শপের ওপাশে জোট বেঁধেছে কনরয় রাইডাররা, ব্যস্তসমস্ত ভাবে নির্দেশ দিচ্ছে ওদের সেগান। শেডি রেস্টের ভেতরে ঢুকেছে ব্র্যান্ডলিজ, চট করে তাকে ইশারা করল অ্যালার্ড। বাকি সবাইকে দরজার কাছে নিয়ে এল ব্র্যান্ডলিজ। আবার ওদের কাছে ফিরে এল অ্যালার্ড।

'আমি ঘোড়াগুলো আলগা না করা পর্যন্ত নড়ো না। আমার কাজ শেষ হলে এক ছুটে গিয়ে ঘোড়ায় চাপবে,' বলল ও।

'মেয়েটাকে কি করবে?' জানতে চাইল টারলি। 'কে ও?'

'জানি না,' জবাব দিল অ্যালার্ড। 'দরজার পাশে লুকিয়েছিল, হঠাৎ দেখতে পেয়েছি। আশপাশে কোথাও থাকে মনে হয়, এদিক দিয়ে যাচ্ছিল, আটকা পড়ে গেছে।'

লর্ড ফরেস্টের পাশাপাশি স্যালুন থেকে বেরিয়ে এল মেয়েটা। ওর কথা শুনতে পেয়েছে।

'নদীর পারে থাকি আমি,' বলল, 'তোমাদের সঙ্গে যেতে পারব?'

মেয়েটা স্কোয়ার্টার পরিবারের একজন, বুঝতে পেরে তীক্ষ্ণ চোখে তার দিকে তাকাল অ্যালার্ড। 'শহরে তোমার কেউ নেই, কোন আত্মীয়?' জানতে চাইল।

মাথা নাড়ল মেয়েটা।

'ঠিক আছে। আমরা যে-কোন দুজন একটা ঘোড়া নেব, তাহলে একটা ঘোড়া দেয়া যাবে তোমাকে।'

ঘোড়ার বাঁধন খুলতে আবার রাস্তায় নামল অ্যালার্ড; সেগানের গানম্যান আর নিজের মাঝখানে রাখছে ও ঘোড়াগুলোকে হিচর‍্যাক থেকে আলগা করার সময়।

টলোমলো পায়ে এগিয়ে এল হ্যাপ হার্বার্ট, এখনও ভাঙা হুইস্কির বোতলের গলা ধরে রেখেছে।

ওর দিকে তাকাল ফরেস্ট, গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'ওকে স্যাডলে বসিয়ে রাখার জন্যে একজনকে থাকতে হবে, নইলে পড়ে যাবে হুমড়ি খেয়ে! ওর ঘোড়াটাই দাও মেয়েটাকে, হ্যাপকে আমার ঘোড়ায় তুলে নিয়ে যাব।'

হ্যাপের বেল্ট ছাড়েনি লর্ড ফরেস্ট, এবার কোমর ধরে হ্যাঁচকা টানে শূন্যে তুলে ফেলল ওকে। তারপর সাইডওঅক পেরিয়ে দ্রুত এগোল নিজের ঘোড়ার দিকে, ময়দার বস্তার মত ঝুলিয়ে রেখেছে হ্যাপকে, ওকে স্যাডলের ওপর প্রায় ছুঁড়ে দিল সে, তারপর উঠে বসল পেছনে। অন্যরা হ্যাপের ঘোড়ায় চাপতে সাহায্য করল মেয়েটাকে, তারপর যার যার ঘোড়ায় চাপল।

ওরা ঘোড়া নিয়ে সামনে বাড়তেই রাস্তার ওমাথা থেকে একটা চিৎকার ভেসে এল। দেখে ফেলেছে! এক মুহূর্ত থেমে কনরয় গানম্যানদের উদ্দেশে এক পশলা গুলি বর্ষণ করল ওরা, তারপর স্পার দাবাল ঘোড়ার পেটে, খোলা প্রান্তরের দিকে ঝড়ের বেগে ছুটল ঘোড়াগুলো, আলোকিত শেষ দালানটাও পেছনে ফেলে এল ওরা। গাঢ় অন্ধকার গিলে নিল সবাইকে।

আপাতত বিপদমুক্ত হল অ্যালার্ডরা। দ্রুত এগোল ওরা, পেছনে তাকাচ্ছে বারবার।

'দেখা যাচ্ছে,' বলল ব্র্যান্ডলিজ, 'হ্যারিসন কনরয় আর রাখঢাক করছে না, তাকে ভুল বোঝার আর অবকাশ নেই। সব গ্রাস করতে চায় ব্যাটা। এখন আমাদের কি করা উচিত?'

'আমি যা বলেছি তা-ই করব,' জবাব দিল অ্যালার্ড। 'আমার গরু বেহাত হওয়ার জন্যে কনরয়ের রেঞ্জের ও মাথায় ফেলে রাখা যাবে না। তোমরা আমার সঙ্গে গেলে সবার জন্যেই সহজ হবে কাজটা।'

'কিন্তু খুব সহজ হবে না,' বলল টারলি, একটু থেমে আবার যোগ করল, 'তবে আমি যাব তোমার সঙ্গে, আমার গরু আনতে।'

'একটু চিন্তা করে দেখতে হবে আমাকে,' বলল ব্র্যান্ডলিজ, 'সকালে আবার দেখা করব তোমার সঙ্গে, ঠিক আছে?'

পাঁচ

অবশেষে একটা মোড়ে পৌঁছুল ওরা, র‍্যাঞ্চগুলোর দিকে গেছে ডানদিকের রাস্তাটা, ওখানে বসবাস অ্যালার্ডদের; আর বামদিকের রাস্তাটা চলে গেছে নদী তীরের রেঞ্জের দিকে, নেস্টরদের বসতি ওখানে। হ্যারিসন কনরয় ওই জায়গাটাই কিনে নিতে চায়।

অ্যালার্ড বলল, 'আমি যাচ্ছি মেয়েটার সঙ্গে, হ্যাপের ঘোড়া নিয়ে ফিরে আসব। কাল আবার দেখা হবে।'

তাড়াতাড়ি কথা বলে উঠল মেয়েটা, 'না, না! তার দরকার নেই, এই তো সামান্য রাস্তা, হেঁটেই যেতে পারব। তুমি ঘোড়া নিয়ে এখুনি যেতে পার ওদের সঙ্গে!'

'ভুলে যাও,' জবাব দিল অ্যালার্ড, নাকচ করে দিল আপত্তি, তারপর ওকে নিয়ে বাঁয়ের রাস্তা বরাবর রওনা হল। অন্যরা হারিয়ে গেল ডানের রাস্তায়। হ্যাপ হার্বার্টের গলার বেসুরো গান আর ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা যাচ্ছে শুধু, আচমকা গলা ছেড়ে গান ধরেছে মাতালটা।

'এতক্ষণ নিজের পরিচয় দিতে পারিনি আমি,' মেয়েটার পাশাপাশি ঘোড়া নিয়ে এগোতে এগোতে বলল অ্যালার্ড। 'আমার নাম রন অ্যালার্ড, এখানে আমার একটা র‍্যাঞ্চ আছে।'

'জানি আমি,' জবাব দিল মেয়েটা, 'আমার নাম জোডি লকরিজ; হেনরি লকরিজের মেয়ে। আমরা নেস্টর। তবে বাবার ইচ্ছা ছিল যে জমিটায় এখন চাষাবাদ করছে সেটা কিনে নেয়ার। এতদিন বাবা জানতেন জায়গাটা সরকারী খাস জমি। অন্যের জিনিসের ওপর বাবার কোন লোভ নেই।' মেয়েটার কণ্ঠে চাপা আত্মরক্ষামূলক ক্রোধের ছোয়া টের পেল রন অ্যালার্ড।

'তাহলে কিনে নেয় না কেন? ওটা আসলেই সরকারী খাস জমি, আগামী শরতে নিলামে বিক্রির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে; সেখানে অনায়াসে অংশ নিতে পারবে সে।'

'কিন্তু কনরয়ের কথা ঠিক হলে তো বাবা সেটা পারবে না। মাউন্টেন রোডের এধারের পুরো এলাকার মালিকানা দাবি করেছে সে। ইতিমধ্যে আমাদের তল্পিতল্পা গুটিয়ে চলেও যেতে বলেছে একবার!'

'তোমরা অনুরোধ করলে সে মত বদলাতেও পারে,' বলল অ্যালার্ড।

সক্রোধে মাথা নাড়ল জোডি লকরিজ। 'আমিও সেরকমই ভেবেছিলাম,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, 'শহরে গিয়েছিলাম সেজন্যেই।'

'কি বলল সে?'

'আমাদের থাকতে দেবে—যদি তার শর্ত মানি। কিন্তু তার শর্ত আমার পছন্দ হয়নি, ব্যস। 'ও আচ্ছা, বুঝেছি,' জবাব দিল অ্যালার্ড। 'তাহলে তোমরা কোথাও যেয়ো না। এখানে থাক, নিলাম ডাকে অংশ নাও!'

'তাতে কি কোন লাভ হবে? এত লোকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কিছুতেই কুলিয়ে উঠতে পারব না আমরা। নদী তীরে বসবাসরত কোন নেস্টরই পারবে না, সবাই জোট বাঁধলেও সেটা সম্ভব হবে না, যদিও তার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। ঝামেলা শুরুর আগেই বেশ কয়েকটা পরিবার গোছগাছ করে পালিয়ে যাবে।'

'ঝামেলা তো শুরু হয়ে গেছে,' শুকনো কণ্ঠে বলল অ্যালার্ড, 'আজ রাতে নিশ্চয়ই বুঝে গেছ তুমি!'

'কি যে করব বুঝছি না,' লাগামের প্রান্ত দিয়ে ঘোড়ার পিঠে আঘাত করতে করতে বলল জোডি লকরিজ। 'আমার বাবা সহজে ভেঙে পড়ার মত না, তবে কারও গালাগালি আবার সহ্য করতে পারে না। আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়ার মত কয়েকজন বন্ধু থাকত যদি—কিন্তু স্কোয়ার্টারদের বন্ধু থাকে না, নিজেদেরই বোধ হয় বিশ্বাস করি না আমরা!'

'একেবারে তিতিবিরক্ত হয়ে আছ মনে হচ্ছে, কেন?'

'বিরক্ত না, আসলে—' থেমে গেল জোডি, 'কথাটা কেন বললে?'

'মনে হল হঠাৎ, তাই।'

লকরিজ কেবিনের কাছাকাছি পৌঁছে অ্যালার্ড লক্ষ করল সিডার গাছের বেড়া দিয়ে ঘেরা জমিতে ভুট্টার চাষ করা হয়েছে, সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে গাছগুলো।

'তোমার বাবা প্রচুর খেটেছে দেখছি,' বলল অ্যালার্ড।

'খাটুনিতে বাবার আপত্তি নেই,' চট করে বলল জোডি। 'বাবা কিন্তু ব্ল্যাকস্মিথ, সেজন্যেই অনেক খাটতে পারে।'

স্যাডল থেকে নেমে কেবিনের বাইরে দাঁড়াল দুজন, চাঁদের আলোয় এতক্ষণে মেয়েটাকে ভাল করে দেখার সুযোগ পেল অ্যালার্ড। সমবয়সী মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার খুব একটা সুযোগ হয়নি বলেই হয়ত খুঁটিয়ে দেখতে লাগল মেয়েটাকে, আবার সহজাত সৌজন্যবোধের কারণে সতর্কও থাকল।

বড়জোর বিশের মত হবে জোডির বয়স, অথচ পরিপূর্ণ নারীর মত আত্মবিশ্বাস আর গাম্ভীর্যের সঙ্গে চলাফেরা করে। মেয়েটার শারীরিক গড়ন এত চমৎকার, পরনের আটপৌরে ধূসর কাপড় আর মাথার ছোট টুপিটাকেই ওর দেখা সুন্দরতম পোশাক বলে মনে হচ্ছে। হৃৎপিণ্ডের মত আকৃতি মুখের, চাঁদের আলোয় ওর চোখের রঙ অবশ্য বুঝতে পারল না অ্যালার্ড, তবে ঠোঁটের বলিষ্ঠ রেখা দেখতে পেল স্পষ্ট, কোমল একটা ছাপও রয়েছে যেন; এমুহূর্তে কিঞ্চিৎ ফাঁক হয়ে আছে ঠোঁটজোড়া, বোধ হয় একজন পুরুষ তাকে জরিপ করছে টের পেয়ে খানিকটা উত্তেজিত। লোকটা যে ওকে পছন্দ করেছে টের পাচ্ছে পরিষ্কার।

'জোডি,' বলল অ্যালার্ড, 'তুমি আর কখনও একাকী কনরয়ের সঙ্গে দেখা করতে যেয়ো না যেন। ওর সঙ্গে যদি তোমাদের কোন গোলমাল হয়, সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে চলে আসবে।'

আবার তিক্ত স্বর ফুটে উঠল মেয়েটার কণ্ঠে। 'কিন্তু আমরা তো সামান্য নেস্টর, আর তুমি বড় র‍্যাঞ্চার।'

'এ-নিয়ে দুবার নেস্টরদের তাচ্ছিল্য করলে তুমি। কেন?'

'ওহ—না এমনি।'

মেয়েটার কাঁধে হাত রাখল অ্যালার্ড, জবাব জানতে জোর খাটাবে যেন। মুখ তুলে ওর চোখের দিকে তাকাল মেয়েটা। এবং সহসা যেন ওর চেহারায় এক প্রশ্নের আর্তি দেখতে পেল অ্যালার্ড। ঠোঁট তুলে ওর ঠোঁট স্পর্শ করল মেয়েটা, গাঢ় চুমু খেল অ্যালার্ড, পরক্ষণে সরে এল। চট করে পিছু সরে এল এক কদম, মেয়েটাকে অপমানিত করে ফেলেছে কিনা ভেবে শঙ্কিত।

অবশেষে কিঞ্চিৎ বিদ্রূপের সুরে জোডি বলে উঠল, 'এসব ব্যাপারে বেশ পাকা মনে হচ্ছে তোমাকে। এটাই তোমার মেয়েদের সঙ্গে পরিচিত হবার কায়দা নাকি?'

'আমি দুঃখিত,' ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলল অ্যালার্ড। 'আসলে হঠাৎ কি যে হয়ে গেল বুঝতে পারিনি, আমাকে ভুল বুঝো না যেন। কি জান, মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার অভাবে ছেলেদের মধ্যে এক ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, তৃষিত জন্তুর মত হয়ে পড়ে তারা।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল মেয়েটা। 'আমি স্রেফ একটা মেয়ে, না?'

'সামান্য ভুল করে ফেলেছি বলে আমার মাথায় বাড়ি মারার কোন মানে হয় না,' বলল অ্যালার্ড। 'তুমি মোটেই আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মত নও। তোমার মধ্যে অন্যরকম কি যেন একটা আছে, আমার চেনা মেয়েদের চেয়ে আলাদা, সেজন্যেই নিজেকে সামলাতে পারিনি।'

ছোট করে সচেতন হাসল জোডি। 'আমারই বোধ হয় ভুল হয়েছে,' বলল সে, 'যা হোক, সবকিছুর জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ। গুড নাইট।'

'আমার কথাটা মনে রেখ,' বলল অ্যালার্ড, 'কিছু হলে—'

কেবিনের দিকে পা বাড়িয়ে মেয়েটা বলল, 'আচ্ছা, রন, ঠিক আছে।'

রন অ্যালার্ড শহর থেকে উদ্ধার করে আনার আগে পর্যন্ত নিজেকে লাশ-ই ভেবে নিয়েছিল বুড়ো ডিক হোমস। রাতের অন্ধকারে একটানা এগিয়ে চলেছে সে এখন, একটা চিন্তাই ঘুরপাক খাচ্ছে মাথায়—নিরাপদ কোন জায়গায় পৌঁছুনো চাই।

ওদিকে পাহাড়ে একটা গোস্টটাউন আছে, ওয়াইল্ডক্যাট; গ্রিজলি বলে পরিচিত এক লোক ওটার মাতবর, একটা রোডস্টেশনের মালিক লোকটা, পাহাড়ের হাইডআউটের আউটলদের হাঁড়ির খবর রাখে; বনেবাদাড়ে গা ঢাকা দিয়ে টিকে আছে ওখানকার লোকগুলো। সেখানে গেলে নিরাদ আশ্রয় মিলতে পারে।

নিজের জীর্ণ নেস্টর শ্যাকের পাশ দিয়ে যাবার সময় বউ-বাচ্চাদের দেখতে থামল না সে, প্রান্তরের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলল একটানা। খানিক পর পর্বতমালার ভাঙাচোরা বোল্ডারগুলোর মাঝে হাজির হল। রাশ টেনে ঘোড়া থামিয়ে ওটার পিঠ থেকে জিন খসাল, তারপর তৃণভূমির ওপর নজর রাখা যায় এমন একটা বোল্ডার বেছে সেটায় স্যাডল ব্ল্যাঙ্কেট বিছাল। এখান থেকে র‍্যাঞ্চহাউসগুলোর মিটমিটে আলো দেখা যাচ্ছে।

বোল্ডারের ওপর বসে তৃণপ্রান্তরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সবার করুণার পাত্র ডিক হোমস নিজের আর প্রতিবেশীদের কথা ভাবতে লাগল। সে জানে যে-কোন মুহূর্তে এই লোকগুলোর মাথার ওপর জমে ওঠা দুর্যোগের কালোমেঘ প্রলয়ঙ্কর রূপ নিতে পারে।

হোমস আপাদমস্তক ব্যর্থ মানুষ, একথা ওর চেয়ে ভাল করে আর জানে না কেউ; এসমাজের পরজীবী সে, জীবিকা নির্বাহের জন্যে বলতে গেলে কোন কাজই করে না। চুরিদারিতেও দক্ষ বলা যাবে না ওকে, কিন্তু খাবার জোগাড়ের আর কোন উপায় না দেখলে অগত্যা চুরি করতেই হয়। পুরো পৃথিবীটাকেই ভয় পায় হোমস, আবার এখানেই তুচ্ছ জীবনটা বাঁচিয়ে রেখে যতটা সম্ভব উপভোগ করতে চায়, মরতে চায় না!

তবে এক ধরনের অহম বোধ আছে হোমসের, এবং প্রতিটি ব্যর্থ মানুষের মত নগণ্য সাফল্যের তুলনায় সেটা প্রবল। এবং সেই অহমেই আঘাত হেনেছে হ্যারিসন কনরয়, এ-অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। বাছুর চুরির সময় ওকে হাতেনাতে ধরেছে সে, চূড়ান্ত অপমান করেছে; এখানেই শেষ না, নিজের স্বার্থোদ্ধারের ঘুটি হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়ে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিয়েছে; কথা না শুনলে মেরে ফেলার ভয় দেখিয়েছে।

নিজের মর্যাদা আর স্বাধীনতার এরকম মারাত্মক আঘাত সহ্য করতে হয়েছে ডিক হোমসকে, নিরুপায় হয়ে। তাছাড়া সে মারাও যেতে পারত—গরুচুরির দায়ে গুলি করে মেরে ফেললে কিছু করার ছিল না, রন অ্যালার্ডের হস্তক্ষেপই এযাত্রা রক্ষা করেছে ওকে। সব নষ্টের মূল কনরয় হোমসের প্রতি তার ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে নানাভাবে, যে কিনা কিছু না করেই পার করে দিয়েছে জীবনটা।

কনরয়ের অসংখ্য গরু নিচের জমিতে চরে বেড়াচ্ছে, বোল্ডারের ওপর থেকে দেখতে পেল ডিক হোমস। ওগুলো দেখতে দেখতে কনরয়ের প্রতি তার ঘৃণার আগুনে ঘি ঢেলে চলল অবিরাম।

কনরয়ের প্রতি বিদ্বেষ বাড়তে বাড়তে একসময় দাবানলের মত প্রবল হয়ে উঠল। শরীরের শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল সেই ঘৃণা। আস্তে আস্তে ওই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল যেন তার সব ভয়। সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষে রূপান্তরিত হল ডিক হোমস। এখন আর দুনিয়ার কাউকে ভয় পায় না সে, নিজেকে আর তুচ্ছ-নগণ্য মনে হচ্ছে না।

হ্যারিসন কনরয় কিংবা তার রাইডারদের কবলে পড়লে এমনিতেও প্রাণ হারাতে হবে। তার জীবনের এতটুকু নিশ্চয়তা নেই। কনরয়ের গোপন খবর জেনে গেছে সে। এখন বাঁচার একটা পথই খোলা আছে সামনে; বুনো জানোয়ারের মত পালিয়ে বেড়াতে হবে পাহাড়ের আউট-লদের মত।

উঠে দাঁড়াল ডিক হোমস, স্যাডল ব্ল্যাঙ্কেট ভাঁজ করে নিল। 'কিছুতেই পালিয়ে যাব না আমি,' নির্জন উপত্যকাকে উদ্দেশ করে যেন বলল সে কথাটা, 'এমনিতেই তো মরতে হবে, কিন্তু কবরে যাবার আগে আমাদের মত লোকদের অপমান করার মজা তোমাকে আমি দেখাব, কনরয়। বাছুর কি গরু যেটাই চুরি

করি না কেন, ফাঁসি হবে আমার—একটা গরু কিংবা একশোটা, কিছু আসে যায় না। একটা বাছুরের পেট কাটার সমান শাস্তিই পেতে হবে আমাকে, তোমার ভুঁড়ি ফাঁসালেও!'

এভাবেই আস্তে আস্তে শক্তিধর একটা লোকের তীব্র অসন্তোষের শীতল নিঃশ্বাসের ছোঁয়ায় প্রচণ্ড আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে উঠল হোমস। অফুরান শক্তি অনুভব করছে এখন নিজের মধ্যে, জীবনভর চেষ্টা করে, অনেক কাঠখড় পুড়িয়েও যা সে জাগাতে ব্যর্থ হয়েছে এতদিন। এখন ঘৃণার দাবানল জ্বলছে ওর বুকে, এই আগুনে তার সব সঙ্কোচ আর ভয় উধাও হয়ে গেছে।

ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেল হোমস, আগের চেয়ে অনেক বেশি দৃঢ় এবং আত্মবিশ্বাসী পদক্ষেপে। স্যাডলে ঋজু ভঙ্গিতে বসে নিজের কেবিনের দিকে এগোল, আর কখনও এভাবে ঘোড়ায় চাপেনি সে। কেবিনে ঢুকে ল্যাম্প জ্বালল সে, জোরাল কণ্ঠে স্ত্রী আর ছেলেমেয়ের সঙ্গে কথা বলল, নিজের এমন কণ্ঠস্বর আর কখনও শোনেনি সে।

'বন্দুক নিতে এলাম,' ঘুম থেকে জেগে উঠে বসেছে হোমসের পরিশ্রান্ত স্ত্রী, হতাশ চেহারায় চেয়ে রয়েছে স্বামীর দিকে, কথাটা তাকেই বলল সে। 'দিন কয়েকের জন্যে বাইরে যাচ্ছি আমি।'

ওর ছেলেটার বয়স বছর পনেরো হবে, কিচেনের মেঝেতে বিছানা পেতে শোয়, উঠে কিচেনের টেবিলে এসে বসল সে।

'বাবা,' তাকে বলল হোমস, 'কাল সকালে উঠেই লঙ-এ র‍্যাঞ্চে যাবে, দেখা করবে মিস্টার অ্যালার্ডের সঙ্গে। ওকে কি বলতে হবে শুনে নাও ভাল করে, গেঁথে নাও মাথায়। ওকে বলবে, সব কিছু চিন্তা করে দেখেছি আমি। বেঁচে থাকলে অবশ্যই বিচারের দিন হাজির থাকব। এ-ও বলবে, আজ রাতে ওকে সত্যি কথাই বলেছি আমি, আদালতে শপথ করে বলতে পারব আবার, যদি দরকার হয়। আরও বলবে, আমি আমার নিজের কায়দায় ওদের সাহায্য করার চেষ্টা চালাব। আমাকে তার দরকার হলে যেন ওয়াইল্ডক্যাটে গ্রিজলির কাছে খবর পাঠায়। বুঝেছ?'

কিচেনের টেবিলে আণ্ডাওয়্যার পরেই বসে আছে ছেলেটা, অবিন্যস্ত হলদে চুলে হাত চালাল সে, মাথা দোলাল তারপর। বুড়ো ডিক হোমসের বুকটা হঠাৎ খচ্ করে উঠল, কারণ সে বুঝতে পেরেছে আপন ছেলের কাছেও কোন গুরুত্ব নেই তার।

'ভুলে যেয়ো না যেন,' আবার বলল হোমস। 'আর আমি যদ্দিন না ফিরছি, তোমার মায়ের যত্ন নিয়ো।'

সবিস্ময়ে ছেলেটাকে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে ঘুরে দাঁড়াল হোমস, পাশের কামরায় এল। একটা কম্বল জড়িয়ে কটে বসে তার সতের বছরের কিশোরী মেয়ে কেটি, ওর মাথার চুল সোনার মত ঝলমলে।

ওর সামনে বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকল হোমস, এমনভাবে তাকিয়ে আছে যেন জীবনে প্রথম দেখছে মেয়েটাকে। অবশেষে কোনমতে কথা বলল সে। 'কেটি, তোমার চোখজোড়া একেবারে কর্নফ্লাওয়ারের মত নীল, দিনদিন সুন্দরী

হয়ে উঠছ তুমি, হানি!'

বিস্ময়ের সঙ্গে মায়ের দিকে তাকাল কেটি, যেন হঠাৎ এই অকল্পনীয় ঘটনায় শঙ্কিত। কিন্তু ওর মা আবার শুয়ে পড়েছে, এ ঘরের দিকে পিঠ দিয়ে।

দীর্ঘ সময় অসহনীয় নীরবতা বিরাজ করল। মনের ভাব প্রকাশ করতে উপযুক্ত শব্দ খুঁজতে লাগল হোমস।

'কিছুদিনের জন্যে চলে যাচ্ছি আমি,' বলল, 'একটা লোক আমাকে একটু ঝামেলায় ফেলে দিয়েছিল, তবে রন অ্যালার্ড আমাকে উদ্ধার করেছে। খুব ভাল মানুষ অ্যালার্ড, আমার অনুপস্থিতিতে যদি কোনরকম সাহায্যের দরকার হয় ওকে গিয়ে বলবে। আর মায়ের দিকে খেয়াল রেখ, লক্ষ্মী মেয়ের মত থাকবে, কেমন?'

মেয়েটার চেহারায় বিস্ময় আর বিভ্রান্তির ছাপ যেন স্থায়ী হয়ে গেছে। হঠাৎ বিব্রত বোধ করতে লাগল হোমস। ঘুরে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে এল, দেয়ালের পেরেক থেকে পিস্তল আর হোলস্টার তুলে নিল, চিকন কোমরে বেধে নিল গানবেল্টটা। তারপর র‍্যাক থেকে রাইফেল নামাল, কিচেনে ঢুকল আবার, ছেলেটা ওকে জরিপ করছে। ক্র্যাকার বক্সের দিকে এগিয়ে গেল হোমস, দুবাক্স রাইফেলের গুলি বের করে নিল।

লাল অয়েলক্লথে ঢাকা টেবিলের ওপর থেকে একমুঠ বিস্কুট তুলে পকেটে ঢুকিয়ে রাখল সে। মুঠো ভর্তি করে দেশলাইও নিল, তারপর এগিয়ে গেল দরজার দিকে। দোরগোড়ায় একবার থেমে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে আবার বলল, 'কথাগুলো ভুলো না যেন, বাবা। মায়ের দিকে নজর রেখ!'

ছয়

পরদিন সকালে, সূর্য ওঠার মোটামুটি ঘণ্টাখানেক বাদে তিনজন রাইডারসহ কার্ল সেগান নেস্টর হেনরি লকরিজের জমির পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ক্রিকের কিনারে নিবিড় হয়ে জন্মানো গাছপালার প্রান্তে এসে পৌঁছুল। যার যার স্যাডলে বসে অপেক্ষা করতে লাগল ওরা। সেগানের সঙ্গে রয়েছে লেসলি ফ্রিম্যান, তার ছেলে জুনিয়র ফ্রিম্যান আর পানচো ম্যালোনি। অনেকটা পথ ঘুরে এসেছে ওরা, যাতে লকরিজ ওদের আগমন টের না পায়, তাহলে আর আগেভাগে সতর্ক হতে পারবে না সে। ওরা আগে থেকেই জানে হেনরি লকরিজ সহজে ভয় পাবার লোক নয়, মেরুদণ্ডহীন নয় মোটেই। অ্যালার্ডের বিরুদ্ধে গো-হারা হারার পর আর কাউকে আগে অস্ত্র বের করার সুযোগ দিতে রাজি নয় কার্ল সেগান।

গাছপালার আড়ালে নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগল চারজন। দুধের বালতি হাতে লকরিজ বার্নের দিকে যাচ্ছে, দেখতে পেল। সে বার্নে ঢোকার পর শব্দ শুনে তার তৎপরতা আন্দাজ করার চেষ্টা করল ওরা। খানিক পরেই গরুকে খড় খেতে দিয়ে দুধ দুইতে শুরু করল লকরিজ। কেবিনের চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উঠছে, সেগান

বুঝল মা-হারা মেয়েটা বাপের জন্যে নাশতা বানাচ্ছে ওখানে।

'এবার এগোনো যাক,' বলল সেগান। 'বুড়ো আর কেবিনের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াব আমরা, তাহলে আর রাইফেলের নাগাল পাবে না লোকটা। জলদি ছোট সবাই!'

ঘোড়ার পেটে স্পার দাবাল ওরা, মাত্র কয়েকশো গজ দূরে কেবিনের উদ্দেশে এগোল। দুধের বালতি হাতে বার্নের দরজা দিয়ে মুখ বাড়াল লকরিজ, দেখে না হেসে পারল না সেগান। মেয়েটাও বেরিয়ে এল কেবিন থেকে, দুহাতের কব্জি পর্যন্ত ময়দা লেগে শাদা হয়ে আছে, বিস্কুট বানাচ্ছিল।

জোডির চেহারায় বিস্ময় আর উদ্বেগের ছাপ পড়ল; আর বুড়ো লকরিজের চেহারায় ফুটে উঠল বিস্ময় আর ক্রোধের ছাপ। চট করে হাতের বাকেট নামিয়ে রাখল লকরিজ, তারপর দ্রুত ছুটতে শুরু করল কেবিনের উদ্দেশে। কিন্তু সে পৌছানোর আগেই কেবিনের পেছন-দরজা আর লকরিজের মাঝখানে চলে এল চার রাইডার। বুড়োর প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে সেগানের নৃশংসতা আরও প্রশ্রয় পেল যেন। আমোদ বোধ করল সে। মানুষকে আতঙ্কিত করার ক্ষমতার পরিচয় দেয়ার একটা প্রবণতা সারাক্ষণই ক্রিয়াশীল তার মাঝে।

ছুটে আসা লকরিজের দিকে তাকাল সেগান; হাত তুলে বাধা দিল তাকে। 'থাম, নেস্টর। কেবিনের দিকে যাবার চেষ্টা কোরো না!'

ওর হুমকি অগ্রাহ্য করে এগিয়ে আসতে লাগল লকরিজ। পিস্তল উঁচু করে ধরল এবার সেগান। 'গুলি করে মেরে ফেলি; তাই চাও নাকি?' ক্রুদ্ধ স্বরে জানতে চাইল।

দরজার কাছে স্থাণুর মত দাঁড়ানো জোডির ফ্যাকাসে চেহারার দিকে একবার তাকাল লকরিজ, তারপর ফের সেগানের দিকে, থমকে দাঁড়াল অবশেষে, জিজ্ঞেস করল, 'কি চাও তোমরা?'

'তোমাকে কি বলা হয়েছিল ভুলে যাওনি নিশ্চয়ই! ওয়্যাগনে মালপত্র তুলে চলে যাবার জন্যে তোমাকে সুযোগ দিয়েছিলাম, কিন্তু তুমি তা করনি, এবার তোমাকে এখান থেকে দূর করে দেব আমরা!'

'কিন্তু এটা তোমাদের জায়গা নয়। এটা সরকারী জমি, সরকারের ইচ্ছামাফিক চলবে সব কিছু। সরকারী খাস জমি কেনার অধিকার সবার আছে!'

'এটা তো তোমার মত,' কর্কশ কণ্ঠে জবাব দিল সেগান। 'কিন্তু তুমি জান, এই এলাকা আগাগোড়া আমাদের দখলে রয়েছে। অথচ আমরা নির্দেশ দেয়া সত্ত্বেও জায়গা ছেড়ে যাওনি তুমি, সেজন্যেই তোমাকে উৎখাত করতে এসেছি। সঙ্গে নেবার ইচ্ছা থাকলে জলদি সব জিনিসপত্র বের করে আন। নইলে কেবিন আর বার্নের সঙ্গে ওসবও পুড়ে ছাই হয়ে যাবে!'

'ঘর পুরিয়ে আমাকে তাড়ানো যাবে না!' জবাব দিল লকরিজ। 'আমার ঘরে আগুন দিলে তোমাকে খুন করে ফেলব, আমাকে মরতে হলেও!'

'এই সুরে কথা বললে মরতে বেশি দেরি হবে না!' পাল্টা জবাব দিল সেগান। 'এবার যাও, কোন্ কোন্ জিনিস বাঁচাতে চাও বের করে আনতে শুরু

কর। বেশি সময় নষ্ট কোরো না যেন আবার। একটা কাজে পুরো সকালটা বরবাদ করতে পারব না!'

লকরিজ বুঝতে পারল সেগানরা ওকে কিচেন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে; ওখানেই আছে ওর অস্ত্রটা। সশস্ত্র খুনে লোকগুলোকে এখন বাধা দিতে গেলে সামান্য যা সহায়সম্পদ আছে তা-ও হারাতে হবে। হার স্বীকার করেনি লকরিজ, কিন্তু সেগানকে বাধা দিতে গিয়ে জিনিসপত্রসুদ্ধ কেবিনটা পুড়তে দেয়ার চেয়ে খালি অবস্থায় পুড়তে দেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কাঁধ ঝুলে পড়ল লকরিজের।

'বেশ, 'জবাব দিল সে, 'আমি জিনিসপত্র বের করে আনছি, যেতে দাও আমাকে।'

'এই তো বুদ্ধিমানের মত কথা।' জবাব দিল সেগান। 'ওকে যেতে দাও,' রাইডারদের লক্ষ করে বলল সেগান। কিচেনের দরজা গলে ভেতরে ঢুকল লকরিজ, ওকে পথ করে দিতে এক পাশে সরে দাঁড়াল জোডি।

ঘোড়া নিয়ে কেবিনের আরও কাছে চলে এল সেগান, আপাদমস্তক জরিপ করল মেয়েটাকে, যেন তাগড়া একটা গরু পরীক্ষা করছে কেনার আগে। ওর দিকে তাকাল জোডি, দৃষ্টিতে ভর্ৎসনা আর ক্রোধ লক্ষ করল সেগান।

'শোন, মেয়ে,' বলল সেগান, 'ব্যাপারটাকে অন্যভাবে নিয়ো না। নেস্টররা ক্যাটলম্যানদের ওপর জেঁকে বসার চেষ্টা করলে এমনটা হওয়াই দস্তুর, তবে এর জন্যে তোমার যাতে কোন কষ্ট না হয় সেটা দেখব আমি। আমাদের মধ্যে একটা বোঝাপোড়া অসম্ভব নয়। তাহলে অনেক আরামে থাকতে পারবে তুমি—'

মেয়েটা কিচেনে ফিরে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল, তার আগে ওর চেহারায় রাগের ছাপ দেখতে পেল সেগান। হাঁটতে শুরু করল জোডি।

'থাম!' নির্দেশ দিল সেগান, 'এত নাক উঁচু যদি না হতে তুমি, তোমার জন্যে অনেক কিছু করতে পারতাম। মানুষ হিসাবে খারাপ না আমি, যা-ই বল।'

দরজার চৌকাঠের দিকে এক পা বাড়াল জোডি। হঠাৎ স্যাডল থেকে পিছলে নেমে পড়ল সেগান, ওর বাহু আঁকড়ে ধরল খপ করে। 'আমার কথা শোন বলছি!' ধমকে উঠল সে।

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে সেগানের দিকে তাকাল জোডি, চটাস করে একটা চড় কষিয়ে দিল গালে।

'তবে রে, হারামজাদি!' গর্জে উঠল সেগান। 'আজ তোকে উচিত শিক্ষা—'

মেয়েটা সরে যাবার চেষ্টা করতেই ওর কোমর জাপটে ধরল সেগান।

লকরিজ এগিয়ে আসছে, দ্রুত পদশব্দ শুনে বুঝতে পারল সেগান, মুখ তুলে তাকিয়ে দেখল দরজার কাছে চলে এসেছে বুড়ো, রাইফেল উঁচু করে ধরতে যাচ্ছে সে।

মেয়েটাকে কাছে টানল সেগান; এখন ওর গায়ে চোট না লাগিয়ে সেগানকে গুলি করতে পারবে না লকরিজ। নিজের পিস্তলটা এবার বের করল সেগান, লকরিজের মুহূর্তের দ্বিধার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করল সে, জোডির কাঁধের ওপর দিয়ে গুলি করল বুড়ো কামারের দিকে।

পায়ে বুলেট নিয়ে মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল লকরিজ, হাত থেকে খসে পড়ল রাইফেলটা। হামা দিয়ে সে আবার ওটার কাছে যাবার আগেই জোডির কব্জি ধরে টানতে টানতে এগিয়ে গিয়ে অস্ত্রটা তুলে নিল সেগান।

উঠানের রাইডাররা যার যার স্যাডল থেকে নেমে পড়েছে, উদ্যত পিস্তল হাতে কিচেনে ঢুকে পড়ছে এখন ওরা। মেয়েটাকে আটকে রেখেই ওদের দিকে ফিরল সেগান।

'বুড়ো শকুনটাকে সোজা ওই গাছটার নিচে নিয়ে যাও, তারপর আগুন লাগিয়ে দাও কেবিনে। হাঁদারামদের সঙ্গে বেহুদা তর্ক করে ফায়দা নেই। স্টোভের পাশে কোল অয়েলের একটা ক্যান আছে, তেল দিয়ে টেবিলক্লথটা ভেজাও তুমি, পানচো, তারপর আগুন ধরিয়ে দাও গুদামঘরটায়!'

জোডির খামচি-আঁচড় অগ্রাহ্য করে ওকে হিড়-হিড় করে টানতে টানতে উঠানে নিয়ে এল সেগান। 'মহা ত্যাঁদোড় মেয়ে দেখছি তুমি!' বলে দাঁত কেলিয়ে হাসল। 'ঠিক হ্যায়, সিস্টার, আমি আবার তোমার মত মেয়েদেরই বশে আনতে পছন্দ করি!'

সেগানের শক্ত বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার ব্যর্থ চেষ্টা করল জোডি লকরিজ, তার গালে আঁচড় দিতে চাইল; ওর নখের ঘায়ে সেগানের কপাল থেকে থুতনি পর্যন্ত চারটা লাল দাগ পড়ল। মুক্ত হাতে সজোরে ওকে একটা থাপ্পর দিল সেগান।

'খবরদার, কোন বেয়াদবি নয়!' গর্জে উঠল সে।

দুহাত ধরে ময়দার বস্তার মত টানতে টানতে লকরিজকে কিচেন থেকে বের করে আনল ফ্রিম্যান আর তার ছেলে।

'বন্ধ কর এসব!' রাগের সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল জোডি। 'কি করতে হবে না হবে সেটা বলার তোমরা কে? মিস্টার কনরয় নিজেকে এখানকার সম্রাট ভাবে নাকি?'

'ঠিক ধরেছ, মেয়ে! এখন না হলেও এসব ঝামেলা চুকে গেলেই সম্রাট বনে যাবে সে। আর আমি হব তার সেগানদো। সুতরাং দেরি হয়ে যাবার আগেই আমার প্রতি তোমার ধারণা বদলাও!'

'প্রশ্নই আসে না,' হঠাৎ শীতল কণ্ঠে জবাব দিল জোডি, 'কারণ তোমার সম্পর্কে এর চেয়ে খারাপ কিছু ভাবা সম্ভব নয়।'

সশব্দে হাসল সেগান, ওর কব্জি ধরে রেখেই বুড়ো লেসলি ফ্রিম্যানকে বলল, 'এদিকে এস।' এগিয়ে এল বুড়ো তালপাতার সেপাই। 'এই মেয়েটাকে গ্রিজলির ওখানে নিয়ে যাও,' আবার বলল সেগান, 'তাকে বলবে আমার হয়ে একে একটু পাহারা দিয়ে রাখতে। মেয়েটা বিপজ্জনক, বলবে গ্রিজলিকে, কিছুতেই যেন পালাতে না পারে। বুঝতে পেরেছ?'

বুড়ো লেসলি ফ্রিম্যান লম্বা লিকলিকে গড়নের কমকথার মানুষ, ওর চেহারা কুড়োলের মাথার মত পাতলা, তামাক চিবোনোর দোষে গালের এক দিকে ফুলে গেছে। ওর বিষণ্ন দুচোখ হালকা ধূসর, গালভর্তি দাড়িও ধূসর, এমনকি পরনের ঢলঢলে বিব ওভারঅলসের রঙও ধূসর, জ্বলে গেছে।

'মেয়ে মানুষ মানেই মুশকিল,' বলল ফ্রিম্যান।

'আর আমি সেই মুশকিলের আসান,' চড়া গলায় হেসে বলল সেগান। 'ওকে ওয়াইল্ডক্যাটে নিয়ে গ্রিজলির হেফাজতে রেখে আস!'

'ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন মেয়েকে কোথাও নেবার চেষ্টা নিজে কখনও করেছ তুমি?' বিষণ্ন কণ্ঠে আপত্তি জানাল ফ্রিম্যান। 'একটা বাছুরকে তার মায়ের কাছ থেকে সরিয়ে নেয়ার মতই খারাপ কাজটা। জোর করে ওকে ওয়াইল্ডক্যাটে নিতে পারব না আমি, গ্রিজলির হাতে তুলে দেয়া তো পরের কথা।'

কথাটা যেন মনে মনে নেড়েচেড়ে দেখল সেগান, তারপর জোডির দিকে ফিরল। 'নিজের চোখে বাপের মরণ দেখতে চাও?' জানতে চাইল। 'অনায়াসে কাজটা সেরে ফেলতে পারি আমি।'

'না, সে সাহস হবে না তোমার!'

'দেখতে চাইলে দেখাতে পারি,' পাল্টা জবাব দিল সেগান, 'তবে ইচ্ছা করলে ওকে বাঁচাতে পার তুমি।'

'কিভাবে?'

'নিজেকে সামলে রেখে আপসে ফ্রিম্যানের সঙ্গে যদি যাও। তোমার আহত বাবা হয়ত খানিকক্ষণ পড়ে থাকবে এখানে, তবে শেষ পর্যন্ত কেউ না কেউ ঠিকই আসবে এদিকে, ওকে সাহায্য করবে সে। কিন্তু তুমি ফ্রিম্যানকে কোনরকম ঝামেলায় ফেললে বিনা দ্বিধায় তোমার বাবাকে হত্যা করব আমি, চোখের পাতাও কাঁপবে না, তারপর আমি নিজে ওখানে নিয়ে যাব তোমাকে। কোনটা চাও?'

বিপদ বিলম্বিত করার সুযোগটা খতিয়ে দেখল জোডি লকরিজ। বাধা দেয়ার চেষ্টা করলে, সন্দেহ নেই, হুমকিটাকে বাস্তবায়িত করবে সেগান। ওকে দেরি করিয়ে দিতে পারলে ক্ষতি কি? রন অ্যালার্ড যেন ঘটনাটা জানতে পারে, মনে মনে প্রার্থনা করল জোডি, তাহলে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারবে সে।

'ঠিক আছে,' বলল জোডি লকরিজ। 'আমার বাবাকে আর বিরক্ত না করার প্রতিশ্রুতি দিলে আমি তোমার লোকের সঙ্গে যেতে রাজি। অনেক অত্যাচার করেছ তোমরা ওর ওপর।'

'ঠিক আছে, রওনা হয়ে যাও তাহলে,' জবাব দিল সেগান। 'কেবিনটা আমরা পোড়াবই। তবে তোমার বাবা থাকবে এখানে, যাবার পথে কাউকে পেলে ওকে সাহায্য করার জন্যে পাঠিয়ে দেব এদিকে।'

জোডিকে ছেড়ে দিল সেগান, ফ্রিম্যানের কাছে গেল মেয়েটা। ওর বাবার ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে নিয়েছে লোকটা, বের করে এনেছে বার্ন থেকে। ওভারঅলসের পাছায় ঘষে দেশলাই জ্বালল সে, ছুঁড়ে দিল খড়ের স্তূপে।

নিজের ঘোড়ায় চাপল ফ্রিম্যান, মেয়েটার পাশে চলে এল, এক সঙ্গে এগোল ওরা।

'শোন মেয়ে,' সেগান শুনতে পাবে না এমন দূরত্বে আসার পর বলল ফ্রিম্যান, 'এখানে আমার কোন দোষ নেই। মেয়েদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার কথা কখনও চিন্তাই করিনি আমি, একসময় আমারও স্ত্রী ছিল, কিন্তু—' থেমে গেল সে,

শেষ করল না কথাটা।

ফ্রিম্যানের সঙ্গে পর্বতমালার দিকে এগিয়ে চলল জোডি, পেছনে তাকাল একবার, কেবিনের দরজা আর জানালার ফোকর গলে গলগল করে বেরিয়ে আসছে কালো ধোঁয়া। ওটাই ছিল ওদের একমাত্র আশ্রয়স্থল, কিছুই বাঁচানো গেল না!

অশ্রু সংবরণ করতে দাঁতে দাঁত চাপল ও, আবার পর্বতমালার দিকে মুখ ফেরাল, এগিয়ে চলল ফ্রিম্যানের পাশাপাশি।

সাত

ভোরের আলো ফোটার পর পরই রওনা দেয়ার জন্যে তৈরি হয়ে গেল রন অ্যালার্ড আর ওর সঙ্গীরা। কনরয় যে রেঞ্জের ওপর দাবি জানিয়েছে তার একেবারে শেষ প্রান্তে যাবে ওরা। অ্যালার্ডের লঙ-এ র‍্যাঞ্চ থেকে এড গ্রাহাম আর হ্যাপ হাবার্ট বাদেও আরও একজন যাচ্ছে ওর সঙ্গে। ম্যাক জনসন যাচ্ছে, ব্র্যান্ডলিজ আর টারলিও থাকছে; ওরা প্রত্যেকেই তিনজন করে রাইডার নিয়েছে।

ওরা রওনা হবে, এই সময় একজন রাইডার সহ হাজির হল লর্ড ফরেস্ট। ওর দিকে এগিয়ে গেল অ্যালার্ড। 'তুমি আসায় ভালই হল,' বলল, 'তবে আমাদের ঝামেলায় নিজেকে না জড়ালেও পারতে। এটা গরু বাছুরের ব্যাপার, তোমার কারবার ঘোড়া নিয়ে।'

'মজাটা হারাতে চাই না আর কি,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল ফরেস্ট। 'তাছাড়া, গরু বাছুর নয় এটা আসলে জমি জমার ব্যাপার। আমারও এক টুকরো জমি আছে এখানে। তোমাদের মতই।'

'তোমাকে স্বাগতম,' বলল অ্যালার্ড। 'তবে সাবধান, পরিস্থিতি কিন্তু ভয়াবহ রূপ নিতে পারে!'

উত্তর-পশ্চিমে এগিয়ে চলল ওরা, নদীর তীর বরাবর ঘুরল, তারপর সমভূমির ঘাসে-ছাওয়া জমির ওপর দিয়ে এগোল আবার; পর্বতমালা যেখানে ব্যাডল্যান্ডসের সঙ্গে মিলে গেছে কোনাকুনিভাবে সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছে দলটা।

অ্যালার্ডই জিনিসটা লক্ষ্য করল সবার আগে: ওর ব্র্যাণ্ডের গরুর সংখ্যা নেহাতই কম, তরতাজা চমৎকার ঘাসে ঢাকা প্রান্তরে ছাড়াছাড়াভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এড গ্রাহামকে ডাক দিয়ে ব্যাপারটা তার নজরে আনল অ্যালার্ড।

'আমিও এতক্ষণ কনরয় ছাড়া আর কারও গরু দেখিনি,' জবাব দিল এড গ্রাহাম। 'ব্যাটা এরই মধ্যে আমাদের সব গরু গায়েব করে দিল?'

'পুরোপুরি তৈরি না হয়ে কাজ করার লোক সে নয়,' যুক্তি দেখাল ব্র্যান্ডলিজ। 'আমাদের গরুর খোঁজে আসার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে কনরয়। কথাটা আগেই চিন্তা করার কথা তার; এটা তো পরিষ্কার খোঁজ করতে এলে আমাদের গরু পাব না আমরা।

'আমাদের পথে বসানোর ইচ্ছা থাকলে তার জানার কথা চ্যালেঞ্জ দিলেই গরু দেখতে আসব আমরা, সেক্ষেত্রে খেলায় নামার আগেই সব গরু জড়ো করে সরিয়ে ফেলাই তার জন্যে স্বাভাবিক,' বলল টারলি।

ওদের থামতে বলল অ্যালার্ড। 'ছড়িয়ে পড় সবাই,' বলল, 'কোথাও কোন রকম চিহ্ন পাওয়া যায় কি-না দেখা যাক।' কেন যেন ওর মন কু গাইছে, খারাপ কিছু বোধ হয় ঘটে গেছে ইতিমধ্যে! 'পরস্পর থেকে অন্তত পাঁচশো গজ দূরে থেকে এগোব আমরা, ব্র্যাণ্ডগুলো পরখ করব। পশ্চিমে চল সবাই।'

রণক্ষেত্রের সৈন্যদের মত ছড়িয়ে পড়ল ওরা, তারপর আগে বাড়ল। ধীরে ধীরে সামনে এগোচ্ছে আর যখনই সামনে কোন গরু পাচ্ছে থেমে ব্র্যাণ্ড পরীক্ষা করছে ওটার। প্রায় আধ ঘণ্টা পেরিয়ে গেল এভাবে। তারপর হঠাৎ লাইন ছেড়ে সরে গেল ম্যাক জনসন, হাত নেড়ে ওদের ইশারা করল, ওর দিকে এগিয়ে গেল অন্যরা।

ব্যাডল্যান্ডসের পাথুরে জমির পোয়াটেক মাইল দূরে আছে এখন ওরা। ঘোড়া থেকে নেমে পড়েছে জনসন; ঘাসের ওপর দিয়ে দাবড়ে একপাল গরু পাথুরে প্রান্তরের দিকে নিয়ে যাবার চিহ্ন রয়েছে এখানে, পরীক্ষা করছে সে। সবাই তার সঙ্গে মিলিত হল। ট্র্যাক পরখ করল।

'আমাদের গরুগুলো জড়ো করে ব্যাডল্যান্ডসের দিকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে বোধ হয়,' বলল টারলি।

'কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার দেখ, একটা মাত্র ঘোড়ার খুরের ছাপ দেখতে পাচ্ছি আমি। একেবারে টাটকা বলেই মনে হচ্ছে, বড়জোর কয়েকঘণ্টা আগের।' ঘোড়া থেকে নেমে পড়েছে অ্যালার্ড, তার দিকে তাকাল। অস্পষ্ট চিহ্নগুলো দেখতে শুরু করল অ্যালার্ড।

'এদিক দিয়ে কমপক্ষে পঞ্চাশটা গরু গেছে,' অবশেষে বলল অ্যালার্ড। 'এখনও বেশি দূরে যেতে পারেনি বোধ হয়।'

অ্যালার্ডের পাশে ঘোড়া থামাল লর্ড ফরেস্ট, ওর মনোযোগ আকর্ষণ করে পাথুরে মরাপ্রান্তরের মাথার ওপর আকাশ দেখাল সে আঙুলের ইশারায়। ওর আঙুল বরাবর তাকাল অ্যালার্ড, ওদিকে পনের বিশটা কালো বিন্দু উড়ে বেড়াচ্ছে, প্রায় অস্পষ্ট দেখাচ্ছে এত দূর থেকে; অলস ডানায় ভর দিয়ে একটা বড় বৃত্ত তৈরি করছে ওগুলো—শকুন!

'শকুন!' চেঁচিয়ে উঠল অ্যালার্ড। 'নিশ্চয়ই কোন মরা গরু আছে ওখানে!'

'একটা?' মৃদু কণ্ঠে প্রশ্নটা করল ফরেস্ট।

ঝট করে তার দিকে তাকাল অ্যালার্ড। 'তার মানে?'

'খোদা করুন আমার অনুমান যেন ভুল হয়,' জবাব দিল ফরেস্ট। 'কিন্তু একটা কথা মনে আছে আমার, তোমরাই বলেছ, জমি কেনার জন্যে টাকা জোগাড় করতে তোমাদের সবাইকে গরু বিক্রি করতে হবে, এছাড়া কোন উপায় নেই। কিন্তু তোমাদের হাতে যদি বিক্রি করার মত গরুই না থাকে—'

'ফরেস্ট,' কঠিন শোনাল অ্যালার্ডের কণ্ঠস্বর। 'তোমার অনুমান যদি ঠিক হয়, আমি বলে দিচ্ছি, তোমরা কেউ কনরয়ের ওপর গুলি চালাতে পারবে না! নিজের

হাতে কাজটা করতে চাই আমি!'

দ্রুত আবার ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল অ্যালার্ড, অন্য রাইডাররা তাদের ঘোড়ার পাশে দাঁড়িয়ে আছে, এগিয়ে গেল ওদের কাছে। শকুনগুলোর দিকে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। 'চল,' বলল ও, 'দেখা যাক নেড়া শকুনগুলোর এত আগ্রহ কিসের প্রতি?'

গরুর পালের টাটকা খুরের ছাপ অনুসরণ করে দ্রুত ব্যাডল্যান্ডসে পৌঁছে গেল ওরা। আগ্নেয় শিলা আর ছাড়া ছাড়া ভাবে জন্মানো সেজ ঝোপের এক বিস্তীর্ণ পতিত ভূমি, পাথর, ছোট ছোট খানাখন্দ আর উঁচু সুচের মত পাথুরে ঢিবি, ক্ষয়ে যাওয়া গুহা আর শুকিয়ে যাওয়া নদীর চলার পথের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় শুধু-রিভার বেডের নরম মাটিতে দুর্বাঘাস জন্মানোর সুযোগ পেয়েছে কিছু, বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে ওগুলো। একেবারে উষর আর বিরান জায়গা, কোন প্যাটার্ন বা অর্থ নেই। পানি নেই এখানে, নেকড়ে আর কয়োটের ট্রেইল আছে, আর কোন ট্রেইল চোখে পড়ে না। হরিণও এড়িয়ে চলে জায়গাটা।

'ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢুকছে না,' এগোতে এগোতে বলল এড গ্রাহাম। 'ব্র্যাণ্ড বদলানোর ইচ্ছা থাকলে এদিকে আনতে যাবে কেন? এখানে গরু লুকিয়ে রাখার মত তো কোন জায়গা নেই! আবার অন্য কোথাও নিয়ে বিক্রি করবে, ট্রেইল কই?'

'এমনও হতে পারে গরুগুলো ওখানে নিয়ে মেরে ফেলেছে, গায়েব করার মতলব থাকলে ওরকম কিছু করা অসম্ভব না, নাকি?' জিজ্ঞেস করল অ্যালার্ড। 'তা-ই যদি হয়, আসছে ফল-এ চালান দেয়ার জন্যে কি থাকবে আমাদের হাতে?'

এই প্রথম চিন্তাটা ঢুকল বাকি সবার মাথায়, ঘোড়ার গতি বাড়াল ওরা। গরুর পালের রেখে যাওয়া ট্র্যাক অনুসরণ করতে বেগ পেতে হল না।

অবশেষে এমন এক দৃশ্যের মুখোমুখি হল ওরা, দেখামাত্র একেবারে জমাট বেঁধে গেল সবাই। পঞ্চাশটা গরু, সবগুলো মৃত; রাইফেলের গুলিতে হত্যা করা হয়েছে। ট্রেইলের ওপরই এলোমেলোভাবে পড়ে আছে লাশগুলো। যেখানে গুলি খেয়েছে সেখানেই লুটিয়ে পড়েছে। একটারও চামড়া ছাড়ানো হয়নি, মাংস কেটে নেয়া হয়নি খাবার জন্যে। গরুগুলোর গায়ে খুদে র‍্যাঞ্চারদের ব্র্যাণ্ড, এই দলে আছে তারা সবাই। ঠোঁট চেপে বসেছে এখন তাদের, আগুনের মত জ্বলছে চোখের তারা।

নিজেদের গরুর লাশগুলোর সন্ধান পাবার পর বিস্ময়করভাবে বলতে গেলে কোন কথা বলছে না ওরা। ক্রোধানলে দগ্ধ হচ্ছে প্রত্যেকে, কিভাবে হ্যারিসন কনরয়কে অস্ত্রের নাগালে পাওয়া যাবে, ভাবছে।

'এখানে আর কিছু করার নেই আমাদের,' অবশেষে বলল রন অ্যালার্ড, তারপর ঘোড়া ঘুরিয়ে ফিরতি পথ ধরল।

ওকে অনুসরণ করে এগোল অন্যরা, কথা বলছে না কেউ; কেবল স্যাডলের খসখস আর বিট চেইনের ঝুনঝুন আর স্পারের আওয়াজ হঠাৎ হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভেঙে দিচ্ছে।

আবার যখন তৃণ প্রান্তরে ফিরে এল ওরা, রাশ টেনে ঘোড়া থামাল সবাই, তারপর নিঃশব্দে অ্যালার্ডকে ঘিরে দাঁড়াল।

'এখন কি করব আমরা?' আড়ষ্ট কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ব্র্যান্ডলিজ। 'সোজা গিয়ে ওর বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেব? ব্যাটাকে যত জলদি খেদানো যাবে তত তাড়াতাড়ি শান্তি ফিরে আসবে এখানে! আমার যা দেখার দেখা হয়ে গেছে!'

ওর সঙ্গে একমত হল টারলি, জনসন ওর বাম হোলস্টারের পিস্তল লোড করতে করতে অর্থপূর্ণ কায়দায় বসে রইল স্যাডলে। এখানে একমাত্র সেই জোড়া হ্যাণ্ডগান ব্যবহার করে, অবশ্য কয়েকজনের স্যাডল বুটে রাইফেল আছে। নিশ্চুপ পুরো দল, সবার চেহারায় মনের কথা ফুটে রয়েছে পরিষ্কার। প্রত্যেকে গম্ভীর।

'আমি কিন্তু পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারিনি,' বলল অ্যালার্ড।

সঙ্গীদের চেহারায় বিস্ময়ের ছাপ পড়তে দেখল।

'কেন?' জানতে চাইল ব্র্যান্ডলিজ। 'যা দেখেছ তাতে মন ভরেনি?'

'তা বলছি না,' বলল অ্যালার্ড। 'গরুগুলোর পাশে অন্য রকম একটা গন্ধ পেয়েছি আমি।'

'কিসের?'

'ঠিক বোঝাতে পারব না। কিন্তু আমি জানি একটা কিছু গোলমাল আছে!'

'মানে? গরুগুলো মেরে আমাদের পথে বসিয়ে দিতে চেয়েছে কনরয় যাতে এ-জায়গা সে কিনে নিতে পারে! এখানে গোলমালের কি আছে বুঝলাম না! আমরা গরু বিক্রি করে টাকা জোগাড়ের চিন্তা করছি টের পেয়ে গেছে সে এবং সেটা ঠেকানোর ব্যবস্থা নিয়েছে—মিলে যাচ্ছে পরিষ্কার!'

'সেরকমই মনে হচ্ছে বটে,' বলল অ্যালার্ড, 'কিন্তু সে নিজে কি এমন একটা কাজ করবে? হ্যারিসন আর যা-ই হোক, নির্বোধ নয়। আমাদের ঝামেলায় ফেলার প্রস্তুতি নিচ্ছে সে, তাকে সাহায্য করার লোকের কোন অভাব নেই। কিন্তু—প্যাঁচটা এখানেই। এমন কিছু করার আগেই তার জানা উচিত, আমরা তাকে ধাওয়া করবই, যত লোক পারি জোগাড় করে তাকে শেষ করতে যাব। সে জানে তাহলে ঝটপট অনেক গোলাগুলি হবে, দুপক্ষেই প্রচুর লোক মারা পড়বে, আর আমরা যে তার মাথায় একটা বুলেট না ঢুকিয়ে কোনমতেই হাল ছাড়ব না, এটাও অজানা থাকার কথা নয়। কিন্তু আমার বুদ্ধিতে বলে এমন কিছু চাইবে না সে—অন্তত এখন তো নয়ই।'

'তাহলে মরা গরুগুলোর কি মানে দাঁড়ায়?'

'কি জানি,' জবাব দিতে অপরাগতা প্রকাশ করল অ্যালার্ড, 'তবে কেন জানি মনে হচ্ছে লাশগুলো আমাদের যা ভাবতে প্রলুব্ধ করছে আসল ব্যাপার তা নয়। পাবার ব্যাপারটা যে কি তা-ও মাথায় আসছে না।'

'এখন তবে কি করব আমরা? লক্ষ্মী ছেলের মত বসে থাকব চুপ করে—মেনে নেব জঘণ্য ব্যাপারটা?'

'না!' চট করে জবাব দিল অ্যালার্ড, দৃঢ় কণ্ঠে, 'আসল ঘটনা জানার চেষ্টা

করব আমি।'

'কিভাবে?'

'আলাপ করব কনরয়ের সঙ্গে।'

'এতক্ষণে কাজের কথা বলেছ!' বলল জনসন। 'এখন ব্যাটা উল্টা পাল্টা কোন কথা বললেই—ব্যস!'

'চল যাই তাহলে!' আগ্রহের সঙ্গে বলল ব্র্যান্ডলিজ।

'দাঁড়াও,' শান্ত কণ্ঠে বলল অ্যালার্ড। 'একসঙ্গে সবার যাওয়ার কোন দরকার নেই। আমি একাই তার সঙ্গে দেখা করতে যাব, ওর কাছ থেকে সরাসরি কথা আদায়ের চেষ্টা করব।'

'বোকামি কোরো না, রন। ঠিক ফাঁদে আটকা পড়ে যাবে!'

'মনে হয় না,' বলল অ্যালার্ড, 'বরং দল বেঁধে সবাই গেলেই আক্রমণ করার একটা উসিলা পেয়ে যাবে কনরয়, অনেক রক্তপাত হবে। কিন্তু আমি একা গেলে আমাকে খুন করে তার পোষাবে না। একেবারে স্পষ্ট হয়ে যাবে তাহলে ওর মতলব। নিজেকে খুনী হিসাবে খাড়া না করেই মতলব হাসিলের চেষ্টা চালিয়ে যাবে সে, যতক্ষণ সম্ভব।'

'আমার চোখে এমনিতেও কনরয় এখন একটা কসাই,' আপত্তি জানাল ব্র্যান্ডলিজ। 'একদল কাট-থ্রোটের সর্দার। নেস্টরদের উৎখাতের জন্যে তার প্ল্যানটার কথা একবার ভেবে দেখ!'

'পরিকল্পনা করেছে ঠিক, কিন্তু এখনও কাজটা শেষ করতে পারেনি। তবে ও-কাজটা করার জন্যে তার যেমন একটা অজুহাত খাড়া করা আছে, আমাকে মেরে ফেলার জন্যে সেরকম কিছু নেই। তোমরা এক কাজ কর বরং, আমাদের গরুগুলো আলাদা করে আমার র‍্যাঞ্চের উদ্দেশে রওনা দেয়ার ব্যবস্থা কর। আমি হ্যারিসনের সঙ্গে আলাপটা সেরে আসছি।'

আর কারও আপত্তি শোনার অপেক্ষা করল না অ্যালার্ড, কনরয়ের সার্কেল-সি র‍্যাঞ্চ কোয়ার্টারের দিকে এগোতে শুরু করল।

ওর গমনপথের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকল ফরেস্ট, তারপর হ্যাপদের বলল, 'খুব ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। আমাদের অন্তত ছ'জনকে আজ মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে দিল!'

ওর দিকে তাকিয়ে হাসল হ্যাপ। 'বোধ হয় তোমার মত সে-ও গরম কালে কবর খোঁড়াখুঁড়ি পছন্দ করে না! এ ধরনের স্বভাব বন্ধুদের কাছে স্বার্থপরতার মত মনে হওয়াই স্বাভাবিক।'

আট

ট্রেইল বরাবর না এগিয়ে খোলা প্রান্তরের ওপর দিয়ে সরাসরি কনরয়ের র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে এগিয়ে চলল অ্যালার্ড। অবশেষে র‍্যাঞ্চহাউস আর বার্ন হাউসের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। এখন ওখান থেকে ওকে দেখা যাবার কথা, ভাবল অ্যালার্ড। মাইল খানেক দূরে থাকতেই র‍্যাঞ্চহাউস আর বার্নে লোকজনের উপস্থিতি লক্ষ্য করেছিল ও। ওর ঘোড়াটা চেনার মত কাছাকাছি দূরত্বে আসার পর দল ছেড়ে একটা লোককে বার্ন থেকে র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে ছুটে যেতে দেখল।

সোজা র‍্যাঞ্চহাউসের সামনে এসে থামল অ্যালার্ড, তখুনি কোণ ঘুরে দালানের ওপাশ থেকে হাজির হল এক লোক। তার দিকে তাকাল অ্যালার্ড, কনরয়ের নিয়মিত চার রাইডারের কেউ নয়, বুঝতে পারল। এ লোকের চেহারায় একটা বুনো ছাপ আছে, অস্থির দৃষ্টি আর ফ্যাকাসে চেহারা দেখেই বোঝা যায় ওয়াইল্ডক্যাটের আশপাশের কোন আউট-ল, নিচু করে কোমরে পিস্তল ঝোলায়, একটা পিগিং স্ট্রিং দিয়ে আবার উরুর সঙ্গে হোলস্টারের মাথা বেঁধে রেখেছে, এই মুহূর্তে খালি। বার্নে কাজ করার সময় এমন ওজনদার জিনিস বয়ে বেড়ানো চাট্টিখানি কথা না, ভাবল অ্যালার্ড।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও, বার্নের পেছনে আরও কয়েকজনকে দেখতে পেল, সবাই অচেনা, চেহারা সুরত আগের লোকটার মতই। সেগান, দুই ফ্রিম্যান কিংবা দোআঁশলা পানচো ম্যালোনি, কাউকে দেখা যাচ্ছে না ধারে কাছে।

ওকে জরিপ করছে প্রথম লোকটা, যেন নীরবে জানতে চাইছে ও কি চায়?

'ভেতরে থাকলে হ্যারিসন কনরয়কে বেরিয়ে আসতে বল,' সরাসরি কাজের কথা পাড়ল অ্যালার্ড। 'ওর সঙ্গে জরুরি কথা আছে!'

আবার অ্যালার্ডকে আপাদমস্তক মাপল লোকটা, তারপর সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল পোর্চে, বাংকহাউসে ঢুকল; খানিক পরেই বেরিয়ে এল আবার, হোলস্টারে পিস্তল দেখা যাচ্ছে এখন। কঠিন হাসল অ্যালার্ড। ওকে আসতে দেখেই এদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে রেখেছে কনরয়।

এবার নিকেল-প্লেটেড অস্ত্রসহ র‍্যাঞ্চহাউস থেকে বেরিয়ে এল হ্যারিসন কনরয়; অ্যালার্ড বুঝতে পারল গানবেল্ট পরতেই ঘরে গিয়েছিল সে। ব্যবহার করার সম্ভাবনা না দেখলে নিজের ঘরে কেউ মারণাস্ত্র বয়ে বেড়ায় না। গানবেল্ট টেনে ওপরে তুলল কনরয়, পোর্চেই দাঁড়িয়ে থাকল, অ্যালার্ডের চেহারা দেখে কি হয়েছে বোঝার প্রয়াস পাচ্ছে।

'হ্যারিসন,' দ্রুত কথা বলল অ্যালার্ড। 'আমার গরু দেখতে তোমার রেঞ্জে গিয়েছিলাম আমি। কিছু গরু খুঁজে পেয়েওছি—খেদিয়ে ব্যাডল্যান্ডসে নিয়ে গিয়ে গুলি করে মারা হয়েছে। রাসলারের কাজ নয় এটা, কারণ মুনাফা লোটা অথবা মাংস সংগ্রহের ইচ্ছা না থাকলে খামোকা কারও গরু মেরে সাফ করে না তারা। তুমি তোমার রেঞ্জ পরিষ্কার করতে চেয়েছ, কাল রাতে আমাদের কাছে

পাঠানো তোমার নোটিস তা-ই বলে, তা এভাবে কাজটা করার ইচ্ছা ছিল নাকি তোমার?'

কথা বলার সময় তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কনরয়ের দিকে তাকিয়েছিল অ্যালার্ড। অদ্ভুত অভিব্যক্তি ফুটে উঠল র‍্যাঞ্চারের চোখেমুখে, বিভ্রান্ত মনে হচ্ছে লোকটাকে। গাল চুলকাল সে। তারপর বাংকহাউস থেকে বেরিয়ে আসা লোকটার দিকে তাকাল।

'এ ব্যাপারে কিছু জান, জোশ?'

মাথা নাড়ল জোশ, নির্লিপ্ত চেহারা। অ্যালার্ডের দিকে তাকাল কনরয়।

'তোমার গরুর কি হয়েছে আমি বলতে পারব না। আমি—'

'কি হয়েছে সেটা তো এইমাত্র বললাম!' চট করে বাধা দিল অ্যালার্ড। 'আমি জানতে চেয়েছি কাজটা তুমি নিজেই করেছ নাকি আর কারও হাতে করিয়েছ?'

'আমি তোমার কোন গরু মারিনি, আর কাউকে দিয়ে মারার দরকারও নেই আমার। তবে এটা বলতে পারি, তোমার গরুর কি হল না হল আমার তাতে কিছু আসে যায় না, আমার আগ্রহও নেই কোন। আর হ্যাঁ, আমার বিনা অনুমতিতে তোমাদের না ওখানে যেতে মানা করেছি আমি! আমার রেঞ্জে তোমাদের গরু থাকলে চলতি মৌসুমের রাউন্ড-আপে নিয়ে যেতে দেব।'

'রাউন্ড-আপের সময় হতে হতে একটা গরুও বেঁচে থাকবে না,' জবাব দিল অ্যালার্ড। 'সেজন্যেই আমরা সবাই মিলে আমাদের গরু ওই রেঞ্জ থেকে সরিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

'যতক্ষণ আমি অনুমতি না দিচ্ছি আমার রেঞ্জে যেতে পারবে না তোমরা,' জবাব দিল কনরয়। 'ও জায়গার মালিক আমি, কেউ অনুপ্রবেশ করলে রেহাই দেব না। এরই মধ্যে আমার অনেক গরু হারানো গেছে—'

'রাখ এসব প্যাচাল!' ধমকে উঠল অ্যালার্ড। 'নেস্টররা মাঝে মধ্যে দুএকটা গরু জবাই করে খেলে কিছুই আসে যায় না তোমার। তার মানে আরও বিরাট কোন মতলব এঁটেছ, এবং সেটা কি আমি বোধ হয় বুঝে গেছি। যা-ই হোক, গরুগুলোর মৃত্যুর ব্যাপারে তোমার কাছে পরিষ্কার জবাব চাই আমি। তুমি বলছ, গরুগুলো তুমি হত্যা করনি, তার মানে তোমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে চাইলে আগে প্রমাণ করতে হবে অপকর্মটা তোমার। মনে রেখ, হ্যারিসন, আমি যদি প্রমাণ পেয়ে যাই, আমাকে দেখামাত্র গুলি করতে তৈরি থেক তুমি, নইলে আমিই গুলি করব তোমাকে!'

'প্রমাণটা যেন নিরেট হয়!' ধমকের সুরে বলল কনরয়, 'আর যতক্ষণ প্রমাণ করতে না পারছ ততক্ষণ আমার এলাকায় পা দিয়ো না।'

'এখনও এখানকার এক ইঞ্চি জায়গারও মালিক হতে পারনি তুমি,' জবাব দিল অ্যালার্ড। 'তাছাড়া, আগেই বলেছি তোমাকে, আজই আমরা আমাদের গরু সরিয়ে নিচ্ছি। এতক্ষণে কাজ শুরু হয়ে গেছে বোধ হয়।'

'আমার জমিতে কিভাবে তা কর দেখব আমি,' বলল কনরয়। 'জোশ, জলদি তোমার লোকদের নিয়ে ওদিকে রওনা দাও, আমার জমির ওপর দিয়ে কাউকে

একটা গরু নিতে দেখলেও যেভাবে হোক বাধা দেবে। ঠেকাতে হবে সবাইকে। পুঁচকে শয়তানগুলোকে বুঝিয়ে দেয়া দরকার আমার সঙ্গে পাল্লা দেয়া সহজ নয়!'

'হ্যারিসন,' শান্ত কণ্ঠে বলল অ্যালার্ড, 'কাজটা করার আগে বরং একটা আর্মি জোগাড় কর। জমিটা এখনও তোমার হয়নি, তোমার মত আমাদেরও ওখানে যাতায়াতের পূর্ণ অধিকার আছে। আগেই হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি তোমাকে!'

'আচ্ছা, আচ্ছা! দেখা যাবে!' জবাব দিল কনরয়। 'জোশ, ডাক তোমার লোকদের। লোকটার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।'

আশপাশেই ঘুরঘুর করছিল জোশের লোকগুলো, এক ডাকেই বাংকহাউসের আড়াল থেকে উদয় হল, দশ বারজনেরও বেশি লোক। র‍্যাঞ্চহাউসের সামনে ভিড় করে দাঁড়াল।

এরা সবাই গানম্যান, বুঝতে পারছে অ্যালার্ড। প্রত্যেকের চেহারায় আউলহুটের পরিষ্কার মার্কামারা। নির্ঘাত গ্রিজলি জোগাড় করে দিয়েছে। মুহূর্তের জন্যে দ্বিধায় ভুগল অ্যালার্ড। বুঝতে পারছে না, নেস্টরদের উৎখাত করতে এত লোক জোগাড়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল কেন কনরয়? সেগানসহ তার নিয়মিত রাইডাররাই বা গেল কোথায়, বোঝার চেষ্টা করল অ্যালার্ড।

হঠাৎ একটা কথা টোকা দিল ওর মাথায়, জোশদের আমদানি করার কারণ বোধ হয় বুঝতে পেরেছে; বলা যায় এখন একশো ভাগ নিশ্চিত ও এই আউলহুটার আর রাসলারদের রেঞ্জের নেস্টরদের ওপর লেলিয়ে দেয়ার মতলব এঁটেছে কনরয়। সবার গরু সাফ করে ফেলবে এরা, কাজটার মজুরি হিসাবে গুরুগুলো নিয়ে যাবার অনুমতি দেবে র‍্যাঞ্চার। গরু নিয়ে পর্বতমালার উল্টোদিকে বিক্রি করা কঠিন হবে না ওদের জন্যে, মোটা টাকা হাতে চলে আসবে অনায়াসে। এই কায়দায় নিলাম ডাকের আগেই খুদে র‍্যাঞ্চারদের পথে বসিয়ে দিতে পারবে কনরয়, একটা পয়সাও খরচ করতে হবে না তাকে; বেআইনী কাজের জন্যে তার বিরুদ্ধে অভিযোগও আনা যাবে না।

চিন্তাটা প্রায় দিশাহারা করে ফেলল অ্যালার্ডকে। পরিষ্কার বুঝতে পারছে ও, লোকগুলোর এখানে উপস্থিতির এই একটাই ব্যাখ্যা হতে পারে। তাই যদি হয়, তাহলে পঞ্চাশটা গরু ব্যাডল্যান্ডসে নিয়ে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হল কেন? ব্যাপারটা ঠিক খাপ খায় না!

আউলহুটারদের উদ্দেশে কথা বলল কনরয়। 'রন অ্যালার্ডকে চিনে নাও সবাই। এ-লোক কথা বলার সময় মনে হবে বজ্রপাত হচ্ছে; যখন হাঁটে সে, পা মাটি স্পর্শ করামাত্র থরথর কেঁপে ওঠে পৃথিবী, প্রেইরিডগের দল তখন গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে, মাটি চাপা পড়ে মরার ভয়ে! জলার ওপর দিয়ে হেঁটে যাবার সময় প্রতি পদক্ষেপে দশ একর জোড়া একেকটা লেক তৈরি হয়। ভাল করে ওর চেহারা দেখে রাখ, যাতে আবার দেখলেই চিনতে পার।'

সমবেত আউট-লদের দিকে তাকাল অ্যালার্ড, বিরক্তির সঙ্গে; তারপর কনরয়কে জিজ্ঞেস করল, 'কয়েকজন নেস্টরের কেবিন পোড়ানোর জন্যে যথেষ্ট লোক জোগাড় করা গেছে মনে কর, কনরয়? অনেক ঝুঁকি আছে কাজটায়, নিজের

পিঠ বাঁচাতে একগাদা ব্যাকশুটার জোগাড় করেছ তুমি, কিন্তু এদের দিয়ে এ-কাজ হবার নয়!'

কনরয়ের দিকে তাকাল জোশ, লাল হয়ে উঠছে র‍্যাঞ্চারের চেহারা, আপনমনে বাড়তে শুরু করেছে তার ক্রোধ। 'এই লোকই যদি তোমার ঝামেলার কারণ হয়ে থাকে,' বলল জোশ, 'বল, দেখে তো মনে হয় না আমার বুলেট শরীর দিয়ে ঠেকাতে পারবে। তবে আমার মনে হচ্ছে, ওর কথাবার্তা শুনতে ভালই লাগছে তোমার!'

'চোপ রাও!' ধমকে উঠল কনরয়, 'আমাকে কথা বলতে দাও।'

এবার অ্যালার্ডের ওপর রাগ ঝাড়ল সে। 'ভুল করছ তুমি, অ্যালার্ড,' বলল, 'তুমি কাউম্যান, তোমার বন্ধুরাও—নেস্টররা এসে নদীর পারে বসতি গড়েছে দেখেছ; বেড়া দিচ্ছে তা-ও। ওদের অনেক আগে এখানে এসেছি আমরা, তাছাড়া আমাদের টিকে থাকার জন্যে পানি খুবই জরুরি, অথচ তুমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে সেই পানিই হাতছাড়া হতে দিয়েছ, এ-ব্যাপারে কোন ব্যবস্থাই নাওনি। মহা বোকামি করে ফেলেছ। এখানে গরু পুষতে চাইলে ক্যাটল-কান্ট্রি হিসাবেই রাখতে হবে জায়গাটাকে, খোলামেলা, বেড়াহীন। কিন্তু কথাটা তোমরা বুঝতে পারছ না। তবে আমি ঠিকই বুঝেছি, তাই নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা চালাচ্ছি এখন, সেটা তোমার পছন্দ হোক বা না হোক, কিছু আসে যায় না। সময় থাকতে আমি আমার জমি বাঁচাতে চাই, যে কোন বুদ্ধিমান লোকেরই তা করা উচিত। তোমাদের পরোয়া করি না আমি। আমার পক্ষে না থাকলে বিপক্ষে থাকবে তোমরা—দেখা যাচ্ছে দ্বিতীয়টাই বেছে নিয়েছ, সুতরাং তোমাকে অনুপ্রবেশকারী হিসাবেই বিচার করব আমি। আমার অনুমতি ছাড়া আমার রেঞ্জ থেকে গরু সরানোর কথা চিন্তাও কোরো না। আজ সূর্য ডোবার আগেই মজা টের পাবে, যদি তা কর!'

'হ্যারিসন,' জবাব দিল অ্যালার্ড, 'বড় বেশি কথা বল তুমি।'

'কনরয়,' বলল জোশ, 'আমরা সবাই আছি এখানে, খামোকা দেরি কর কেন?'

উঠানে সমবেত আউট-লদের দিকে তাকাল কনরয়। অ্যালার্ডের দু'পাশে আর পেছনে তিন ভাগে ভাগ হয়ে অবস্থান নিয়েছে তারা। ঘিরে ফেলেছে অ্যালার্ডকে। কিছুক্ষণের জন্যে নীরবতা বিরাজ করতে লাগল। ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠল জোশরা।

এই ফাঁদ থেকে উদ্ধার পাবার উপায় নেই অ্যালার্ডের।

কনরয়ের দিকে মুখ ফেরানো থাকলেও আড়চোখে আউট-লদের অবস্থান গ্রহণ খেয়াল করেছে অ্যালার্ড। এদের রগ ওর চেনা, পরিস্থিতি যতক্ষণ অনুকূলে ততক্ষণ রক্তপাতের কারণ নিয়ে মাথা ঘামায় না এরা, বারুদের গন্ধ আর মৃত্যুর সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত।

এখন পরিস্থিতি তাদের অনুকূলে।

লড়াইয়ের প্রত্যাশায় উত্তেজিত হয়ে আছে সবাই। অ্যালার্ড উপলব্ধি করল, পাতলা একটা পর্দা যেন ওর আর মৃত্যুর মাঝখানে ঝুলে আছে—উত্তেজনায় সামান্য টান পড়লে কিংবা জোশের ইঙ্গিত পেলে ওই পর্দা ছিঁড়ে ওকে পরপারে

পাঠিয়ে দেবে এরা। বোঝা যায়, জোশই এদের সর্দার।

এসব দেখে অ্যালার্ড ধরে নিল হাতের মুঠোয় জান নিয়েই দাঁড়িয়ে আছে ও। বড়জোর আর মিনিটখানেক আয়ু আছে হয়ত! সময়টা পুরোপুরি কাজে লাগাতে চায় ও। নীরবতা আরও জমাট বেঁধে উঠল। পোর্চে দাঁড়ানো কনরয়ের দিকে তাকাল অ্যালার্ড। নিজের ক্রোধ খুঁচিয়ে বাড়িয়ে তুলছে র‍্যাঞ্চার, যাতে অ্যালার্ডকে হত্যার নির্দেশ দিতে পারে, তাহলেই চুকে যাবে সব ঝামেলা।

'দেরি করছ কেন?' কনরয়কে জিজ্ঞেস করল জোশ।

'ওকে ঘাঁটাঘাঁটি কোরো না,' বলল অ্যালার্ড। 'ও এখন ভাবছে, বোঝার চেষ্টা করছে তোমরা এক গুলিতে আমাকে মারতে পারবে কিনা, নইলে আমি আবার ওর খুলিতে একটা বুলেট সেঁধিয়ে দেব যে! কথাটা সে জানে!'

'একবার এক ফাস্টগানকে ড্র-এ হারিয়ে দিয়েছিল অ্যালার্ড, জানে কনরয়; এ-ও জানে, বিপদের সময় অ্যালার্ড কখনও দিশা হারায় না। অ্যালার্ড ওর ওপর তার অস্ত্র খালি করবে, মোটেই সুখের নয় চিন্তাটা। ট্রিগার টানার শক্তি না ফুরানো পর্যন্ত গুলি চালিয়ে যাবে সে, সন্দেহ নেই।

সম্ভাবনাটা কনরয়ের পছন্দ হল না। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল সে, অ্যালার্ডের মৃত্যু কয়েকদিন পিছিয়ে দিলে ক্ষতি নেই, পরিস্থিতি অনুকূলে আসার অপেক্ষায় থাকতে হবে।

জোশের দিকে তাকাল সে। 'লোকটা মহা বাকোয়াজ, বড় বড় বুলি কপচাতে ওস্তাদ, ওর কথায় আমল দিয়ো না। তোমাকে যা বললাম, তাই কর, লোকজন নিয়ে ব্যাকরেঞ্জে চলে যাও, ওখানে কাউকে গরু রাউণ্ডআপ করতে দেখলেই তাড়িয়ে দেবে। সেগানরা ফিরে আসামাত্র পাঠিয়ে দেব তোমাদের সাহায্য করার জন্যে।'

'ওকে চলে যেতে দিচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল জোশ, অবিশ্বাসে বিস্ফারিত দু'চোখ।

'আপাতত, হ্যাঁ। তোমরা তোমাদের কাজে যাও।'

বিরক্তিসূচক একটা শব্দ করল জোশ; আরও কয়েকজনের একই রকম প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করল অ্যালার্ড। পাহাড়ী ষণ্ডাগুলো কনরয়ের ওপর খেপে গেছে। কনরয়ও বুঝতে পারল সেটা, বীটের মত লাল হয়ে গেল তার চেহারা; জোশের প্রতি রাগে ফেটে পড়ল। 'ওদের নিয়ে চলে যাও! যা বলেছি, কর!'

দল বেঁধে চলে গেল লোকগুলো।

ওরা যাবার পর অ্যালার্ড জানতে চাইল, 'নিশ্চয়ই সামনাসামনি গানফাইটের কথা ভাবছ না, কনরয়? ডজনখানেক গানম্যানের সমর্থন থাকা সত্ত্বেও যখন মারার চেষ্টা করনি–'

'শোন,' ধমক দিল কনরয়। 'আমি নির্বোধ নই। গাধা না হলে কেউ অস্ত্রের জোরের কাছে স্বার্থ জলাঞ্জলি দেয় না। পরস্পরের প্রতি পিস্তল তাক করে কোন ফায়দা হবার নয়, তাছাড়া ওসব ছেলেমানুষির সময়ও আমার নেই। সেই কবে একজনকে মেরেছ বলে আজও গানফাইটের কথা বলছ তুমি!'

'তা নয়,' শান্ত কণ্ঠে বলল অ্যালার্ড। 'প্রস্তাব দেয়ার কারণ একটাই: তোমার

ব্যাকরেঞ্জে আমার বন্ধুরা রয়েছে, তুমি আউল-হুটারদের আমদানি করার আগেই রাউণ্ডআপে গেছে ওরা। গোলাগুলি শুরু হয়ে গেলে মৃত্যু অনিবার্য, তাই কিছু জীবন বাঁচাতে শোডাউনের কথা বলেছি। তোমার জন্যে কি কঠিন হবে সেটা?'

'তুমি আসলেই বোকা,' জবাব দিল কনরয়, তারপর ঘরে ফিরে গেল।

উঠানে ঘোড়ার পিঠে একাকী বসে রইল অ্যালার্ড।

যাক গে, কি আর করা, ভাবল ও, চেষ্টা করে তো দেখলাম। ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল অ্যালার্ড, তারপর বন্ধুদের সঙ্গে যোগ দিতে ফিরতি পথ ধরল।

নয়

প্রকাশ্যে কনরয়ের রেঞ্জের ওপর দিয়ে হালকা চালে ঘোড়া হাঁকিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্যে এগিয়ে চলল রন অ্যালার্ড। ব্যাডল্যান্ডসের কাছাকাছি একটা জায়গায় ওদের ট্রেইলের খোঁজ পেল—ব্যাডল্যান্ডসেই মরা গরুর সন্ধান পেয়েছিল ওরা। ট্রেইল ধরে এগিয়ে চলল ও, অবশেষে বন্ধুদের দেখা মিলল। ইতিমধ্যে প্রায় শদুয়েক গরু জড়ো করে ফেলেছে ওরা, এদিকটায় উপত্যকার বিভিন্ন ব্র্যাণ্ডের প্রচুর গরু রয়েছে।

ফরেস্ট, ব্র্যান্ডলিজ আর টারলি জড় করা গরু পাহারা দিচ্ছে। হ্যাপ হার্বার্টের সঙ্গে ঘোড়া হাঁকাচ্ছে এড গ্রাহাম; জড়ো করা গরুর পালের দিকে আরেকটা ছোটখাট পাল তাড়িয়ে আসছে। কাজটা শেষ করার পর অ্যালার্ডের কাছে এল দুজন।

'তোমাকে ফিরে আসতে দেখে খুশি হলাম!' বলল হ্যাপ।

'কেন?' জানতে চাইল অ্যালার্ড।

'ফরেস্ট বলছিল গরমকালে কবর খোঁড়া মোটেই আরামের কাজ নয়। তা কনরয়ের সঙ্গে কি রকম আলাপ হল?'

ব্র্যান্ডলিজ আর টারলি এসে যোগ দিল ওদের সঙ্গে, ওর জবাব শোনার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

'কেন জানি না, আমার মনে হয়েছে গরুগুলোর খবর শুনে সত্যিই অবাক হয়েছে কনরয়। ওর র‍্যাঞ্চে পাহাড় থেকে আমদানি করা বেশ কয়েকজন আউট-লকে দেখলাম, আমার বিশ্বাস আমাদের গরু চুরি করার জন্যে ওদের আনিয়েছে সে। সেক্ষেত্রে কাল রাতে গরু মারার ব্যাপারটা মোটেই মেলে না।'

'কিন্তু মিলতে তো হবেই,' যুক্তি দেখাল ব্র্যান্ডলিজ, 'মেলাবে কিভাবে?'

'এখনও জানি না,' জবাব দিল অ্যালার্ড, 'তবে মিলতে হবেই! কিভাবে আমিও বুঝতে পারছি না। আপাতত থাক এ প্রসঙ্গ। যত জলদি পারা যায় কনরয়ের রেঞ্জ থেকে আমাদের গরু সরিয়ে নিই আগে। খুব সহজ হবে না কাজটা।'

'আমরা কাজে লেগে গেছি শোনার পর কি প্রতিক্রিয়া হল তার?' জানতে চাইল টারলি।

'নাখোশই হয়েছে বোধ হয়। আমাদের ঠেকাবে বলে দিয়েছে।'

'বয়, হাউডি!' খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল হ্যাপ হার্বার্ট। 'কাল রাতে আমার পুরো এক বোতল হুইস্কি বরবাদ করেছে ব্যাটারা, ওদের সঙ্গে আমার বোঝাপড়া আছে! আমাদের ওরা বাধা দেবেই?'

'তা-ই তো বলল কনরয়,' জবাব দিল অ্যালার্ড, 'তোমার জায়গায় আমি হলে কিন্তু এত খুশি হতাম না, হ্যাপ। সেগান আর ফ্রিম্যানরা আসছে না এবার। পাহাড় থেকে দশ বারজন গুণ্ডা নিয়ে এসেছে কনরয়। টার্গেট প্র্যাকটিস করতে ব্যাকুল হয়ে আছে তারা। এইমাত্র ওদের সঙ্গে পরিচয় সেরে এলাম।'

'আমাদের সত্যিই তাহলে আটকাতে যাচ্ছে সে?' শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ব্র্যান্ডলিজ।

'সেরকমই মনে হচ্ছে। ওর এখন লোকের অভাব নেই, তাছাড়া এ-ও জানে, হুমকিটার ওজন দেখাতে না পারলে তার মান-ইজ্জত থাকবে না।'

'এখন আমাদের কি করা উচিত?'

'জড়ো করা গরুগুলো আমার রেঞ্জে নিতে নিতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসবে প্রায়। আমার মনে হয় রওনা হয়ে যাওয়াই ভাল, তাহলে রাত নামার আগেই ওর সীমানা থেকে সরে যাওয়া যাবে। লড়াইটা কার এলাকায় হচ্ছে সেটাই বিরাট ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতে পারে।'

'নিজেকে কি মনে করেছে সে?' বলল হ্যাপ, 'অন্য যে-কোন জায়গার মত দরকার হলে এখানেও তার কান মলে দিতে পারি আমি।'

'সেটা করলে যতটা এগিয়েছিলাম ঠিক ততটাই পিছিয়ে পড়ব আবার, কারণ গানফাইটের সময় গরু সামাল দেয়া যাবে না। আবার রাউণ্ড-আপ করতে হতে পারে। নাহ্, চল বরং রওনা দিই।'

'কনরয়ের হামলাটা কখন আসতে পারে?'

'যখন পরিস্থিতি তার কাছে অনুকূল বলে মনে হবে। অবশ্য দিন শেষ হবার আগেই হামলা করবে সে।'

হাত নেড়ে সবাইকে ডাকল অ্যালার্ড, ওর সিদ্ধান্ত জানাল; কঠিন একটা পরিস্থিতি থেকে এইমাত্র রেহাই পেয়ে এসেছে, চেপে গেল সেটা। 'গরুর পাল সামনে বাড়াও!' শেষে বলল ও, 'দেখ, যেন একসঙ্গে থাকে!'

প্রান্তর এখানে ঢেউ খেলানো, হাঁটু পর্যন্ত লম্বা ঘাস, বেড়া কিংবা নির্দিষ্ট কোন ট্রেইল নেই। বিপদকালে আশ্রয় নেয়ার মত কোন জায়গা নেই কাছেপিঠে—যদি কনরয় আচমকা চড়াও হয় ওদের ওপর। মনে মনে ব্যাপারটা খতিয়ে দেখল অ্যালার্ড। মনের পর্দায় নিজের র‍্যাঞ্চের দিক থেকে পুরো এলাকার ছবি ফুটিয়ে তুলল।

চিন্তাটা মনে রেখেই অবশেষে ও বলল, 'গরু পাহারা দেয়ার জন্যে লোকের অভাব নেই আমাদের। কাজটা এভাবে করলে বোধ হয় ভাল হবে। গরু নিয়ে এগিয়ে যাবে চারজন, বাকি সবাই থাকবে পেছনে, কনরয় ওদিক থেকে চড়াও

হলে তোমাদের কাভার দেবে। আরও পেছনে চলে যাচ্ছি আমি। প্রত্যেকটা বিজের চূড়ায় উঠে একবার থামব, কড়া নজর রাখব যাতে রিজগুলোর মাঝের খাদ থেকে আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ না পায় ওরা। ওদের দেখা পাওয়া মাত্র পরপর তিনটা গুলি করব আমি, তারপর এগিয়ে এসে পেছনের রাইডারদের সঙ্গে যোগ দেব। গরু নিয়ে এগোনোর দায়িত্বে যারা থাকবে তারা আবার লড়াইয়ে যোগ দেয়ার জন্যে থেমো না যেন। সোজা আমার র‍্যাঞ্চের দিকে এগিয়ে যাবে। কনরয় আমাদের তার রেঞ্জ থেকে গরু নিয়ে যাবার সময় বাধা দিয়ে সফল হচ্ছে কি-না তার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। সে আমাদের ঠেকাতে পারলে আর তাকে বাধা দেয়ার উপায় থাকবে না।'

পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ শুরু করল ওরা। সবাই যার যার অবস্থান গ্রহণ করল। এড গ্রাহাম, হ্যাপ হার্বার্ট এবং অন্য দুজন রাইডার গরু নিয়ে অ্যালার্ডের র‍্যাঞ্চের উদ্দেশে রওনা হল, দ্রুত এগোল তারা। সূর্যের আঁচে গরুর চর্বি গলে যাচ্ছে, আমলই দিল না সেদিকে।

ওদের পেছনে সব সময় ফেলে আসা রিজের চূড়ায় দেখা গেল ফরেস্ট, ব্র্যান্ডলিজ, টারলিসহ ওদের সঙ্গে আগত আরও তিন চারজন কাউহ্যাণ্ডকে। আরও পেছনে, দ্বিতীয় রিজের মাথায় দেখা যাচ্ছে অ্যালার্ডকে, ব্যাকট্রেইলে নজর রাখছে, সতর্ক। কনরয়ের র‍্যাঞ্চের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ওর, নজর বোলাচ্ছে পার হয়ে আসা রিজের মাঝের খাদগুলোয়।

এইভাবে কেটে গেল ঘণ্টার পর ঘণ্টা। মধ্য দুপুর এল, মন্থর গতিতে মাঝ বিকেলে গড়াল, কড়া রোদে গরুগুলো শক্তি আর স্বাস্থ্য হারাতে লাগল। গরুর খুরের ঘায়ে ধুলোর মেঘ উড়ছে, কনরয়ের দেখতে না পাবার কথা নয়—যদি অনুসন্ধানে বেরিয়ে থাকে। ব্যাপারটা অ্যালার্ডদের ভাবিয়ে তুলল। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে গরুগুলো, একটা পুকুরের পাশ দিয়ে যাবার সময় পানি খেল; এরপর ওগুলোকে সামনে বাড়ানো কষ্টকর হয়ে পড়ল, জোর খাটাতে হল। বিরামহীন চিৎকার করছে রাইডাররা, কখনও কখনও ধাক্কা দিচ্ছে গরুর গায়ে। হাম্বা রবে প্রতিবাদ জানাচ্ছে জানোয়ারগুলো। বিকেলের গরমে বালির মেঘ আরও ঘন হয়ে উঠল, ধোঁয়ার এক বিরাট থামের মত দেখাচ্ছে। কিন্তু হ্যারিসন কনরয় বা তার লোকজনের কোন পাত্তা নেই এখনও।

এখন রন অ্যালার্ডের লঙ-এ র‍্যাঞ্চের মাইল খানেকের মধ্যে এসে গেছে ওরা। আর মাত্র আধ মাইল দূরে রাস্তাটা, ওই রাস্তার এপাশের জমির মালিক বলে নিজেকে দাবি করেছে কনরয়। নিজের অবস্থান থেকে সরে এসে ফরেস্টদের সঙ্গে যোগ দিলে এখন ঝুঁকি নেই, ভাবল অ্যালার্ড। এগিয়ে গেল ও।

'এর কি ব্যাখ্যা করবে তুমি?' জানতে চাইল জনসন। 'আর গরুগুলো নিয়েই বা এখন কি করব আমরা?'

'ব্যাখ্যা করতে পারব না,' স্বীকার গেল অ্যালার্ড। 'তবে আমি খুব ভাল করে জানি, একটা না একটা চাল সে দেবেই। যাহোক, আমার ঘের দেয়া চল্লিশ-একরের কোরালে গরুগুলো রাখব আজ রাতের মত।'

'তোমার রেঞ্জে নিয়ে ছেড়ি দিলেই তো কনরয়ের সীমানা থেকে সরিয়ে নেয়া

হয়, তাহলে এ দানটা জিতে যাব আমরা।'

'রাত ফুরানোর আগেই আবার ছড়িয়ে পড়বে ওগুলো, তখন আমরা তার গরুও সরিয়ে এনেছি বলে অভিযোগ তোলার সুযোগ পাবে কনরয়। গরুগুলো তাই একজায়গায় রাখতে চাই আমি, যাতে চাইলে পরখ করতে পারে, তখন আর এধরনের কথা তুলতে পারবে না কনরয়।'

'বোধ হয় ঠিকই বলেছ,' সায় দিল জনসন, 'কিন্তু ওকে পরখ করার মজা লুটতে দিতে চাই না আমি।'

'পরখ নয়, আরও মারাত্মক কিছু হবে বলেই আমার ধারণা,' সাবধানে বলল অ্যালার্ড। 'সহজে আমাদের নিস্তার দেবে না সে, তাহলে আর মুখ দেখাতে পারবে না কাউকে।'

সূর্য যখন অস্তাচলগামী তখন অ্যালার্ডের ঘের-দেয়া চারণভূমির কাছে পৌঁছুল দলটা। বর্তমান পরিস্থিতিতে নিরপেক্ষ লোক ফরেস্ট আর অ্যালার্ড কাঁটাতারের বেড়া খোলার পর সেটার পাশে অবস্থান গ্রহণ করল। গরু ভেতরে ঢোকার সময় প্রত্যেকটা ব্র্যাণ্ড পরীক্ষা করল ওরা, নিশ্চিত হয়ে নিল সার্কেল-সি ব্র্যাণ্ডের গরু নেই পালে।

শেষ গরুটা কোরালে ঢোকানোর পর এক রাইডারকে খোলা মাঠের ওপর দিয়ে এগিয়ে আসতে দেখল ওরা। একটা সোরেল হাঁকিয়ে এগিয়ে আসছে লিকলিকে সওয়ারী। অপেক্ষা করতে লাগল ওরা, সবার স্নায়ু উত্তেজিত।

শেষে বিরক্তির সঙ্গে ব্র্যান্ডলিজ বলে উঠল, 'হোমস, আমি তো মনে করেছি এতক্ষণে পাহাড়ে গা ঢাকা দিয়েছে সে।'

ঘর্মাক্ত ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে এল হোমস, অ্যালার্ডের দিকে এগিয়ে গেল সে। 'কাগজ-তামাক আছে?' জানতে চাইল প্রথমেই। 'কাল থেকে সিগারেট খেতে পারিনি।' লাল হয়ে আছে লোকটার চোখ, ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

কাগজ তামাক দিল অ্যালার্ড, সিগারেট বানানোর সময় লোকটাকে জরিপ করল। সিগারেট বানিয়ে ধরাল হোমস, তারপর বুভুক্ষের মত ধোঁয়া গিলতে লাগল। তামাকের থলি ফিরিয়ে দিয়ে জানতে চাইল: 'সকালে আমার ছেলে দেখা করতে এসেছিল তোমার সঙ্গে? তোমাকে একটা খবর পৌঁছে দিতে বলেছিলাম।'

'চিহ্নও দেখিনি,' জবাব দিল অ্যালার্ড। 'অবশ্য সকালের দিকে বেরিয়ে গিয়েছিলাম আমরা।'

'হ্যাঁ, জানি। যা হোক, ওকে বলেছিলাম তোমাকে এসে যেন বলে বিচারের দিন ঠিক হাজির হব আমি। প্রতিবেশীর কোন ক্ষতি হোক আমি তা চাই না।'

গরুর পালের দিকে তাকিয়ে আছে হোমস, কোরালের পুকুরের উদ্দেশে এগিয়ে যাচ্ছে ওগুলো।

'দারুণ একপাল গরু,' মন্তব্য করল সে। 'ওগুলোর দিকে নজর দেয়ার জন্যে কাউকে দোষারোপ করা যায় না!'

'বুঝলাম না তোমার কথা,' হোমসকে জরিপ করতে করতে বলল অ্যালার্ড।

বুঝতে পারছে, কোন মতলব নিয়ে এসেছে হোমস, সেটা জানার অপেক্ষায় রইল।

'এমনি মনে এল আরকি কথাটা,' বলল হোমস। 'হ্যারিসন কনরয় আর তার রাইডাররা পাহাড়ের আউট-লদের সঙ্গে ওদিকে ক্রিক-বেডে লুকিয়ে আছে কেন ভাবছিলাম।'

অ্যালার্ডসহ সবাই একসঙ্গে পেকান ক্রিকের তীরের গাছপালার দিকে তাকাল। এতদূর থেকে আবছামত দেখা যায় ওগুলোর মাথা। কোরালের বাম দিক দিয়ে চলে গেছে ক্রিকটা, অ্যালার্ডের র‍্যাঞ্চ কোয়ার্টারকে মাঠ থেকে আলাদা করেছে। ক্রিকের এপাশের জমি কিঞ্চিৎ উঁচু বলে ওপাশে কি আছে বোঝার উপায় নেই। ওই ক্রিক অ্যালার্ডের পানির প্রধান উৎস, ওর রেঞ্জের ওপর দিয়ে সোজা চলে গেছে, পাহাড়ের ঝর্নাগুলো বেয়ে নেমে আসা পানিই ওটার জীবন, পুশমোলাইন রিভারে গিয়ে পড়েছে ক্রিকটা।

'কনরয় বোধ হয় সত্যিকারের ম্যাসাকারের পাঁয়তারা করছে,' গম্ভীর চেহারায় বলল এড গ্রাহাম।

'এবং তার জন্যে এরচেয়ে উপযুক্ত জায়গা আর হতে পারে না,' সায় দিল অ্যালার্ড। 'আমাদের সবাইকে একসঙ্গে শেষ করার সেরা উপায়। কনরয় ক্রিকবেডে আছে, তুমি কিভাবে জানলে, হোমস?'

'খরগোশকে সব সময় শিকারি কুকুরের ওপর নজর রাখতে হয়, তাই না?' জবাবে পাল্টা প্রশ্ন করল হোমস। 'সে র‍্যাঞ্চ থেকে বেরিয়ে আসার আগে থেকেই ওর ওপর নজর রাখছিলাম আমি।'

তার মানে, ভাবল অ্যালার্ড, মুখে বলল না, হোমস নিশ্চয়ই কনরয়ের র‍্যাঞ্চে দেখেছে ওকে।

'আচ্ছা, ধন্যবাদ, হোমস,' বলল ও, 'তুমি আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছ—আর একটু হলেই সোজা ওদের ফাঁদে গিয়ে পড়তাম আমরা।'

'আমি শুধু তোমাকে জানাতে চেয়েছি কাল রাতে আমাকে ভয় দেখানোয় তোমার ওপর আমি রাগ করিনি। আসলে তুমি জোর করার আগেই সবকিছু খুলে বলা উচিত ছিল আমার।'

'বাদ দাও,' বলল অ্যালার্ড। 'আচ্ছা, আমরা তো ঘরে ফিরে যাচ্ছি, পথেই আবহাওয়া গরম হয়ে উঠতে পারে। তোমাকে আর আটকে রাখতে চাই না আমি।'

'তুমি যদি আপত্তি না কর, আমি তোমাদের সঙ্গে থাকতে চাই,' বলল হোমস, 'আমার জন্যে একটু খাবারের ব্যবস্থা করা যাবে না?'

'তুমি আমাদের সঙ্গে খেলে খুশিই হব,' বলল অ্যালার্ড। 'কিন্তু আমি ভাবছি ক্রিক পার হবার কথা—বিপদ হবে হয়তো!'

'জানি,' জবাব দিল হোমস, 'কিন্তু আমার কাছে একটা রাইফেল আছে। তুমি হয়তো বুঝবে, খাওয়ার সময় কনরয় বাধা দিতে এলে অস্ত্রটা কাজে লাগাতে একটুও দ্বিধা করব না আমি।'

'তোমার যা মর্জি,' বলল অ্যালার্ড, 'তবে তুমিও চোট পেতে পার। কনরয়ের তুলনায় আমাদের লোকবল কম।'

জবাব দেয়ার সময় হোমসের কণ্ঠে বিদ্বেষের ছোঁয়া টের পেল অ্যালার্ড, বিস্মিত হলো, ঝট করে তাকাল তার দিকে।

'আমি চোট পেলেও,' বলল হোমস, 'কিছু আসে যায় না। অন্য লোকের লড়াইতে সব সময় আমার মত লোকেরাই চোট পেয়ে থাকে, এটাই নিয়ম। কারণ নিজেদের লড়াই চালানোর শক্তি নেই আমাদের। কথাটা একটু দেরিতে বুঝেছি আরকি। যা হোক কনরয়ের সঙ্গে এখন আমিও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছি। এমনিতে তো নিজের কাছে কি বউ বাচ্চার কাছে—এমনকি বন্ধুদের কাছেও—আমার কোন গুরুত্ব নেই, তবু আমার মত লোকও অন্যের পায়ের নিচে পিষ্ট হতে হতে এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে, আমিও তেমনি ক্লান্ত। এই লড়াইয়ের পর যদি বেঁচে থাকি হয়তো আবার খানিকটা ইজ্জত ফিরে পাব, নাও পেতে পারি। তবে একটা কথা জলের মত পরিষ্কার, আমাকে গেড়ে ফেলার জন্যে একটা কবর খুঁড়ে রেখেছে কনরয়, আমি তাতে শুতে রাজি নই। তার মানে ওর সঙ্গেই এখন লড়াই চলছে আমার, এ লড়াইতে হারি-জিতি, পরোয়া নেই। ওরা হামলা করলে শুধু বলে দেবে আমাকে কি করতে হবে, ব্যস, আর কিছু লাগবে না।'

কথা শেষ করে সিগারেট টানতে লাগল হোমস, ঘন ঘন দম নিচ্ছে সে। অ্যালার্ড বুঝতে পারল দারুণ মানসিক চাপের মধ্যে আছে লোকটা। হোমসের অনুভূতির গভীরতা টের পেয়ে বিস্মিত হলো অ্যালার্ড।

'সিদ্ধান্তটা তোমার নিজের,' জবাব দিল ও।

সূর্য এখন ব্যাডল্যান্ডসের ওপাশে ডুব দিতে যাচ্ছে, আর অল্প বাকি, তাপ-তরঙ্গের ভেতর দিয়ে এখন ওটাকে তামার বলের মত লাগছে। ঘুরে বেড়ানো রাইডারদের দীর্ঘ ছায়া পড়ছে মাটিতে, স্যাডলে প্রায় ঝুঁকে আছে তারা, সারাদিন প্রচণ্ড ধকল গেছে, তাছাড়া মানসিক চাপের মধ্যে ছিল। মানুষ আর ঘোড়া, দুই-ই পরিশ্রান্ত।

নিজের সমস্যা নিয়ে ভাবতে গিয়ে এসব কথা এল অ্যালার্ডের মনে। বিশ্রাম প্রয়োজন ওদের। ঘুরপথে গেলে সংঘর্ষ এড়ানো যায়। গাছে ছাওয়া ক্রিকের তীর, কনরয় সেখানে সদলে ঘাপটি মেরে আছে, বিপজ্জনক জায়গাটা পাশ কাটিয়ে যেতে পারে। লড়াইটা তাহলে পণ্ড করে দেয়া যাবে অনায়াসে।

কিন্তু কেন যেন অ্যালার্ডের মনে হলো চাইলেও লড়াই এড়ানো যাবে না। সকালে কনরয়ের চেহারায় এমন এক অভিব্যক্তি দেখেছে যা আগে কখনও চোখে পড়েনি। কনরয়ের ঔদ্ধত্বের নগ্ন প্রকাশ ঘটেছে। অ্যালার্ড জানে, কনরয় কি চায়, পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছে সে।

সবাইকে নিজের মত জানাল অ্যালার্ড। ওর সঙ্গে একমত হলো ওরা। স্যাডল থেকে নেমে পড়ে ঘোড়াগুলোকে বিশ্রামের সুযোগ দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসেছিল সবাই, সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে বিশ্রাম নিচ্ছিল, হোমসের বয়ে আনা খবরটা এতক্ষণ মনে মনে ওজন করে দেখছিল।

হোমস যোগ দিল তাদের সঙ্গে, কিন্তু অ্যালার্ড লক্ষ করল, প্রতিরক্ষা-বৃত্তের খানিকটা পেছনে অবস্থান নিয়েছে লোকটা, সবার সঙ্গে মিশে যায়নি।

হোমস জানে এখন সে ওদের সহযোদ্ধা হলেও ওকে পুরোপুরি গ্রহণ করা

হয়নি, সত্যিকার পুরুষ হিসাবে গুরুত্বের সঙ্গে নেয়নি। তবে যা-ই হোক, জীবনে একবারের জন্যে হলেও একটা লক্ষ্য সামনে নিয়ে এগোতে যাচ্ছে হোমস, এই লোকগুলো তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়ক হবে, সেজন্যেই ওদের অবহেলা গায়ে মাখল না সে, এসব তার কাছে পুরনো। নিজেকে এখন সত্যিকারের পুরুষ বলে ভাবছে হোমস, এতদিন যা পারেনি, কারণ সে জানত চারপাশের জীবন প্রবাহের সে তুচ্ছ একটা অংশ মাত্র, বড় কোন ভূমিকা তার নেই।

অ্যালার্ডের স্বল্পভাষী সতর্ক ফোরম্যান এড গ্রাহাম হঠাৎ জানতে চাইল, 'আমরা কি করব এখন, বস্? গাছপালার ওধারে গাঢাকা দেয়া লোকগুলোর দিকে সোজা এগিয়ে গিয়ে কচুকাটা হব?'

'মোটেও না। আমরা যদি এখন এগিয়ে যাই, চোখের আড়ালে থাকার সুবিধাটা পুরোপুরি কাজে লাগাবে কনরয়। কিন্তু একটু পরেই রাত নামবে, তখন আর সুবিধাটা পাবে না। তখন সোজাসুজি ওদিকে না গিয়ে বাম দিক দিয়ে ক্রিকের দিকে যেতে পারব আমরা। এইভাবে যখন ক্রিকের ফোর্ড-এ পৌঁছুব, গাছপালার আড়াল পেয়ে যাব আমরাও। অন্তত সমানে সমানে লড়তে পারব তখন।'

সহজ ভঙ্গিতে সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দিল হোমস, দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল, তারপর সাবলীল পা ফেলে এগিয়ে গেল নিজের ঘোড়ার কাছে। স্যাডলবুট থেকে রাইফেলটা বের করে নিল, আবার আগের জায়গায় ফিরে গিয়ে অস্ত্রটা কোলের ওপর রেখে বসল।

চট করে ওর দিকে তাকাল অ্যালার্ড, কিন্তু লোকটার আচরণের কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পেল না। এত সহজ স্বাভাবিক আচরণ, সত্যি ভাবতে কষ্ট হচ্ছে। হোমসের ওপর নজর রাখতে লাগল ও, সবার অজান্তে। এমনভাবে রাইফেলের যত্ন করছে হোমস, দেখে মনে হচ্ছে কোলের বাচ্চার পরিচর্যা করছে ইণ্ডিয়ান মা।

সবাই যখন আলোচনায় মগ্ন, হঠাৎ অ্যালার্ড দেখল, রাইফেল তুলেছে হোমস, এবারও খুব সহজ ভঙ্গি, তার নড়াচড়ায় কারও দৃষ্টি আকর্ষণ হতে পারে, ভয় পাচ্ছে যেন। হোমসের কোন মতলব আছে, এখন আর অ্যালার্ডের সংশয় নেই, কিন্তু সেটা কি ধরতে পারছে না।

আচমকা প্রায় নিপুণ ক্ষিপ্রতায় রাইফেলের স্টক কাঁধে ঠেকাল হোমস; হ্যাপ হার্বার্ট আর লর্ড ফরেস্টের মাঝখানের ফাঁকায় তাক করল, মাত্র তিনফুট দূরত্বে রয়েছে দু'জনের মাথা।

ট্রিগারে টান দিল হোমস, চিৎকার করে মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল হ্যাপ; ঠাণ্ডা মাথার লোক ফরেস্ট, ঘাড় ফিরিয়ে একবার চাইল শুধু হোমসের দিকে। গর্জে উঠল হোমসের অস্ত্র।

ফরেস্টদের মাঝখানের ফাঁক দিয়ে বাতাসে শিস কেটে তেড়ে গেল বুলেট, সোজা ক্রিকের এপাশের উঁচু ঢালের দিকে। আগেই পিস্তল বের করে নিয়েছিল অ্যালার্ড, কিন্তু হোমসকে নিশানা করবে কিনা স্থির করতে পারছে না এখন।

এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে আসলে হ্যাপকে গুলি করার উদ্দেশ্য ছিল না হোমসের, আরও কয়েকশো গজ দূরের উঁচু জায়গাটা ছিল তার লক্ষ্য। সেদিকে তাকাল অ্যালার্ড।

ঢালের ঠিক চূড়ায় একটা লোকের মাথা দেখতে পেল প্রথমে; হোমসের রাইফেলে গর্জে ওঠামাত্র লাফিয়ে উঠল ঢালের আড়ালে লুকিয়ে থাকা লোকটা। দুহাত আকাশের দিকে তুলে দিল সে, একটা থেকে ছিটকে পড়ল রাইফেল, পরক্ষণে পড়ে গেল মুখ থুবড়ে। ঢালের ওপর পুরো শরীরটাই দেখা যাচ্ছে এখন।

'শালা গুপ্তচর!' বলল হোমস, 'আমাদের ওপর নজর রাখতে এসেছিল!' সক্রোধে অকেজো গুলির খোসাটা লিভার টেনে বের করে ফেলল সে, নতুন একটা বুলেট ঢোকাল, সেফটি ক্যাচ অফ করল টান মেরে। 'আর কোনদিন নজর রাখতে হবে না!'

গুলির শব্দে লাফিয়ে উঠেছিল সবাই, ব্যাপার কি বুঝতে পারল এবার। হাত বাড়িয়ে হোমসের ফেলে দেয়া গুলির খোসাটা তুলে নিল অ্যালার্ড, উঠে দাঁড়াল।

'আমাদের অবস্থান জেনে গেছে ওরা,' বলল জনসন, 'লোকটা ওদের সঙ্কেত দেয়ার সুযোগ যদি পেয়ে থাকে, কিংবা ওরা যদি মরতে দেখে থাকে তাকে।'

'হ্যাঁ,' বলল অ্যালার্ড, 'জেনে গেছে।' হোমসের দিকে তাকাল ও। 'আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি তোমাকে। খুব কড়া নজর তোমার।'

'মহা আনন্দে কাজটা করেছি আমি,' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল হোমস, 'কি যে মজা পেয়েছি কোনদিন বুঝতে পারবে না তোমরা।'

স্লেটের মত ধূসর-রঙা গোধূলি লগ্ন এল। আর কতক্ষণ আলো থাকতে পারে আন্দাজ করার চেষ্টা করল অ্যালার্ড। 'কনরয় জেনে গেছে এখন আর ফোর্ড-এ আমাদের ভড়কে দিয়ে কায়দা করতে পারবে না সে,' বন্ধুদের বলল ও, 'নিজের পাতা ফাঁদে আটকা পড়ার ঝুঁকি নেবে না কিছুতেই। এবার সম্ভবত সরাসরি হামলা চালাবে। তোমাদের কাছে যথেষ্ট কার্তুজ আছে না?'

কয়েকজনের স্যাডলব্যাগে বাড়তি অ্যামুনিশন বক্স ছিল, অন্যদের পকেটে, কেউ আবার গানবেল্ট থেকে বাড়তি কার্তুজ নিয়ে পকেটে রাখল, তাড়াতাড়ি নাগাল পাওয়ার জন্যে। স্যাডলবুট থেকে রাইফেল নামিয়ে নিল একজন, নিশানা পরীক্ষা করার জন্যে একটা প্রেইরি-আউলের দিকে পরপর কয়েকটা ফাঁকা গুলি করল; তারপর জায়গামত বসে যত্নের সঙ্গে তামাকের গুলি বানাল কয়েকটা, ঢুকিয়ে রাখল পকেটে।

পিস্তল আর রাইফেলের গুলির দুটো করে বাক্স এনেছে অ্যালার্ড। পিস্তলের গুলিগুলো শার্টের ডান পকেটে রাখল ও, রাইফেলের গুলি রাখল বাম পকেটে; স্যাডলবুট থেকে রাইফেলটা তুলে নিল, গুলি ভরল ম্যাগাজিনে।

হাত-পায়ে ভর দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল হোমস, একটা কান মাটিতে ঠেকাল, ইণ্ডিয়ান কায়দায় শোনার চেষ্টা।

'আসছে!' জানাল সে।

'বেড়ার খুঁটির সঙ্গে ঘোড়া বেঁধে ফেল সবাই!' বলল অ্যালার্ড, 'লড়াইয়ের সময় ভয়ে পালিয়ে যেতে পারবে না তাহলে। আর ঘোড়ায় চাপবে না কেউ, কারণ যাকে স্যাডলে দেখব তার দিকেই গুলি করব আমরা। ছড়িয়ে পড়! মাটির সঙ্গে মিশে যাও!'

দশ

অ্যালার্ডের সঙ্গীরা অন্ধকারে ছুটছে এখন, রাতের নিকষ অন্ধকারে মিশে যাচ্ছে ওদের ছায়া। ঘড়ির স্প্রিংয়ের মত টানটান হয়ে আছে অ্যালার্ডের স্নায়ু, কোমরের পিস্তলের বাঁটে ঘনঘন চাপড় দিচ্ছে ও। কনরয় রাইডারদের ঘোড়ার খুরের শব্দ ক্রমেই জোড়াল হয়ে উঠছে।

এগিয়ে আসছে কনরয় রাইডারদের ছায়ামূর্তি, দেখল অ্যালার্ড। ঝড়ের মত তেড়ে আসছে ওরা। কনরয়ের চিৎকার শুনতে পেল ও। 'থাম সবাই!' নির্দেশ দিল সে। একসঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল সবার ঘোড়া, অস্থির ভঙ্গিতে।

হাঁটু গেড়ে বসে আছে অ্যালার্ড, তাই কনরয়ের রাইডার কিংবা তাদের ঘোড়াগুলোর মত দিগন্তের পটভূমিতে দেখা যাচ্ছে না ওকে। সে জন্যেই সতর্ক হয়ে উঠেছে কনরয়, নিজের লোকদের থামতে বলেছে অ্যাম্বুশের আশঙ্কায়।

'অ্যালার্ড!' আন্দাজ শখানেক ফুট দূর থেকে চেঁচিয়ে ডাকল কনরয়। 'ফাঁকায় এসে দাঁড়াও!'

নড়ল না অ্যালার্ড, মৃদু কণ্ঠে জবাব দিল, 'কি চাও, কনরয়?'

'নির্দেশ অগ্রাহ্য করে আমার রেঞ্জ থেকে গরু সরিয়ে এনেছ তুমি। কাজটা করতে মানা করেছিলাম, তবু তোমাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করব না। গরুগুলো একবার পরখ করে দেখব আমি। আমার কোন গরু মিশে গেল কি না নিশ্চিত হতে চাই।'

'কাল দিনের বেলায় এস,' বলল অ্যালার্ড, 'ঘুরে দেখতে পারবে অনায়াসে। এমনিতেও তো চাঁদ না ওঠা পর্যন্ত কিছু দেখা যাবে না।'

'সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারব না আমি,' জবাব দিল কনরয়। 'আমার কোন গরু যদি এখানে থাকেও ততক্ষণে সোজা পাহাড়ে নিয়ে লুকিয়ে ফেলবে তোমরা, সুতরাং এখুনি দেখতে চাই। নইলে বল দেখতে দিতে অস্বীকার করার কারণটা কি? রেঞ্জের নিয়ম তো ভাল করেই জান তুমি।'

'নিয়মটা নিজেই ভেঙেছ তুমি, হ্যারিসন। গরু সরিয়ে আনার সম্পূর্ণ অধিকার আমাদের ছিল, কিন্তু আনতে পারব না বলে তুমিই নিয়মটা বদলে দিয়েছ। তোমাকে এখন পরিবর্তনটা মানতেই হবে। কাল সকালে এস—একা। গরুর পালের ওপর নজর বোলাতে দেব তোমাকে।'

'এখুনি গরুর পালে তল্লাশি চালাব আমি,' রাগে চেঁচিয়ে উঠল কনরয়।

'তোমার অনেক যন্ত্রণা সহ্য করেছি, অ্যালার্ড, আর না! এবার গেটের দিকে আসছি আমরা!'

'দেখ, কাভার দেয়ার জন্যে পেছনে যেন লোক থাকে,' জবাব দিল অ্যালার্ড, 'কারণ গেটের দিকে আর এক পা এগোলে তোমার ওপর গুলি চালাব আমি।'

রাগে আবার চিৎকার ছাড়ল কনরয়। 'ওদের নাশ করে দাও!' চড়া গলায় বলল সে, 'মিশিয়ে দাও মাটির সঙ্গে! চল সবাই!'

শোরগোল আর খিস্তি করতে করতে আবার সামনে বাড়ল কনরয় রাইডারদের আবছা অবয়ব, প্রচণ্ড হয়ে উঠল ঘোড়ার খুরের শব্দ। অ্যালার্ডের নাকে বালির সুড়সুড়ি লাগছে। পিস্তল বের করে বুড়ো আঙুলে হ্যামার পেছনে আনল ও। রাইফেলের পাশেই হাঁটু গেড়ে বসে আছে, ঘাসের ওপর পড়ে আছে অস্ত্রটা।

পিস্তল তাক করল অ্যালার্ড, হানাদার রাইডারদের সবচেয়ে কাছের লোকটার দিকে চালাল একটা গুলি। আর্তচিৎকার কানে এল ওর। স্যাডল থেকে হুড়মুড় করে পিছলে পড়ে গেল লোকটা, দড়াম করে আছাড় খেল মাটিতে। আরোহীহীন ঘোড়াটা এবার একেবারে কাছে চলে এল ওর। খুরের আঘাত থেকে বাঁচতে দ্রুত গড়িয়ে একপাশে সরে গেল অ্যালার্ড, রাইফেল তুলে নিয়ে।

এবার হ্যাপ হার্বার্টের খ্যাপাটে চিৎকার কানে এল অ্যালার্ডের, লড়াইয়ে দারুণ আনন্দ পায় সে, তারই প্রকাশ। পরক্ষণে পুরো তৃণপ্রান্তর জুড়ে প্রচণ্ড গুলি বিনিময় শুরু হলো, চারদিক কেঁপে উঠল গুলির শব্দে। বিশ থেকে ত্রিশটা বন্দুকের মায্‌লে আগুনের ঝলক দেখা যাচ্ছে। আগুনে-ভীমরুল হাওয়ায় উড়ে বেড়াচ্ছে যেন। ক্রমাগত আগুন উগরে দিচ্ছে অগুণতি অস্ত্র।

গাঢ় অন্ধকারে কোথায় যেন দু'জন লোকের রণহুঙ্কার শোনা গেল, আগুয়ান দুই হানাদারের দিকে গুলি করল তারা। হাঁটু গেড়ে বসেই ধীরে সুস্থে আবার গুলি চালাল রন অ্যালার্ড, পরক্ষণে ফের দ্রুত অবস্থান পরিবর্তন করল। বারবার একই কায়দায় গুলি চালাচ্ছে ও। একজন রাইডার অস্ত্র তুলল ওর দিকে, তাকে গুলি করেই নিমেষে একপাশে সরে গেল অ্যালার্ড। গুলি করল আবার। স্যাডল থেকে পড়ে গেল লোকটা। সে-ও গুলি করেছিল, লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো সেটা। পতনের সময় রেকাবে আটকে গেল লোকটার পা, চিঁহি করে চেঁচিয়ে উঠল ঘোড়াটা, তারপর ছুটল ঝড়ের মত। লোকটার আর্তনাদে চরাচর কেঁপে উঠল, টেনে-হিঁচড়ে তাকে নিয়ে ছুটতে লাগল জানোয়ারটা, লোকটার মাথা বারবার মাটিতে বাড়ি খাচ্ছে। অচিরেই মারা গেল সে, চিৎকারও থেমে গেল। অন্ধকারে আবার কোথায় যেন একটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে পড়ল শব্দ তুলে, পড়ে গেল পরক্ষণে; আতঙ্কিত সওয়ারী ওটার নিচে চাপা পড়ল।

নিকষ অন্ধকারে উত্তেজনা আর উৎকণ্ঠা আরও বেড়ে গেল। মারাত্মক ঝুঁকি নিচ্ছে সবাই। ভূতের মত উদয় হচ্ছে রাইডারদের সামনে, মুখের ওপর টেনে দিচ্ছে পিস্তলের ট্রিগার; খুরের নিচে চাপা পড়ার আশঙ্কা আছে, তোয়াক্কা করছে না তার; চারপাশে শিস কাটছে বুলেট, আমলই দিচ্ছে না। প্রত্যেকটা রাইডারকে

গুলি করছে অ্যালার্ডরা, প্রত্যেকটা খুরের শব্দ লক্ষ্য করে ট্রিগার টানছে। বারবার অবস্থান বদল করে গুলি চালাচ্ছে ওরা। এদিকে সদলে ওদের মধ্যে দিয়েই একবার অনেক দূরে চলে যাচ্ছে কনরয়রা, তারপর ঘোড়া ঘুরিয়ে ফিরে আসছে আবার, মৃত্যু-ঝুঁকি নিয়েই।'

অনিশ্চিত এই পরিস্থিতিতে অন্যদের যেমন বলে দিয়েছিল তেমনি যাকে ঘোড়ার পিঠে দেখছে তাকেই কনরয়ের লোক ধরে নিয়ে আস্তে ধীরে তাদের ওপর অস্ত্র খালি করতে লাগল অ্যালার্ড। অন্ধকারে যে-ই এগিয়ে আসছে কাছে, ওর লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হচ্ছে।

আসছে, দূরে সরে যাচ্ছে, আবার ঘুরে এসে হামলা চালানোর চেষ্টা করছে কনরয় বাহিনী। অদৃশ্য প্রতিপক্ষের মাঝ দিয়েই এক নাগাড়ে ঘুরে মরছে তারা, অসহায়ের মত। রাতের অন্ধকার ছাড়া কোন আশ্রয় নেই এখানে।

বন্দুকের ধোঁয়া আর বারুদের উৎকট গন্ধে দম বন্ধ হবার জোগাড় অ্যালার্ডের। প্রচণ্ড আওয়াজ বাড়ি মারছে কানের পর্দায়। সংযত থেকে যুদ্ধ করছে ও। এ যুদ্ধের যেন কোন শুরু নেই, শেষও নেই বোধ হয়! ঘোড়ার আর্তনাদ আর পতনের শব্দ শোনা যাচ্ছে, আহতদের কাতরানি আসছে কানে, কিন্তু কিছুই পরিষ্কার নয়; যেন আবছা একটা ছবি; গুলির শব্দ আর বারুদের গন্ধে আঁকা। বন্দুকের মায্‌ল থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা যাচ্ছে শুধু। অ্যালার্ড বুঝতে পারছে না, এখনও কিভাবে চলছে এ-লড়াই! বোঝার কোন উপায় নেই।

হঠাৎ নীরবতা নেমে এল তৃণপ্রান্তরে। প্রতিরোধ বাহিনীর মধ্য দিয়ে ছুটে চলে যাওয়া ঘোড়ার দল নিয়মিত বিরতি শেষে আবার ফিরে আসার অপেক্ষায় কেটে যেতে লাগল উত্তেজনাকর একেকটা মুহূর্ত, অসহনীয় হয়ে উঠল ক্রমশ। জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসতে চাইছে এখন নৈঃশব্দ। অন্ধকারে উঠে দাঁড়াল অ্যালার্ড, একহাতে শক্ত করে ধরে রেখেছে রাইফেলটা, আরেক হাতে পিস্তল। কান পেতে কিছু শোনা যায় কিনা বোঝার চেষ্টা করল।

কনরয়ের গলার আওয়াজ কানে এল অ্যালার্ডের, কাকে যেন চেঁচিয়ে নির্দেশ দিচ্ছে, ফিরে এসে আবার হামলা করার জন্যে বলল রাইডারদের। অপমানসূচক জবাবটাও কানে এল। 'জাহান্নামে যাও তুমি, কনরয়! আমি আর একরজোড়া অস্ত্রের মধ্যে যাচ্ছি না। কিছুই দেখা যায় না। কার সঙ্গে লড়ছি, জানতে হবে তো! চল, বয়েজ। আমি আর এর মধ্যে নেই!'

আরও কিছুক্ষণ বাক্য বিনিময় হলো। কথাগুলো ধরতে পারল না অ্যালার্ড। তারপর হঠাৎ ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল, ক্রমশ অস্পষ্ট হতে হতে মিলিয়ে গেল এক সময়। শিক্ষা হয়ে গেছে কনরয় বাহিনীর। এখন তাকে পেছনে ফেলে চলে যাচ্ছে আউলহুটাররা। কনরয়ও তাদের সঙ্গী হয়েছে কিনা বোঝার উপায় নেই, তার উপস্থিতির কোন আভাসও মিলছে না।

পলায়নপর রাইডারদের খুরের শব্দ একেবারে দূরান্তে মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল অ্যালার্ড। এবার আশপাশের শব্দগুলোর দিকে মনোযোগ দিল। অন্ধকারে কোথাও পা ছুঁড়ল একটা ঘোড়া, গোঙাচ্ছে কেউ একজন; গজগজ

করছে আরেকজন।

এখানে ওখানে দেশলাই জ্বলে উঠছে; গেটের কাছে কয়েকশো গজ এলাকায় মানুষের কথাবার্তার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। হ্যাপ হার্বার্ট চেঁচিয়ে উঠল হঠাৎ—কিন্তু কণ্ঠে বরাবরের উৎফুল্লতা নেই। 'অ্যাই, রন! ম্যাক চোট পেয়েছে!'

হাঁটু গেড়ে বসে ম্যাক জনসনকে বসানোর চেষ্টা করছে হ্যাপ হার্বার্ট। সেদিকে এগিয়ে গেল অ্যালার্ড। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় নীল হয়ে গেছে জনসনের চেহারা, খিস্তি করে উঠল সে, 'ধেত্তের, হ্যাপ, মেরে ফেলছ তো!'

'কোথায় লেগেছে?' ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে জানতে চাইল অ্যালার্ড।

'বুকের পাশে,' জবাব দিল জনসন। 'পাঁজরের একটা হাড় গেছে বোধ হয়! তোমার সিগারেটটা একটু দেবে, রন?'

'এখন সিগারেট না খেলেই বোধ হয় ভাল, তোমার ফুসফুসে চোট লেগে থাকতে পারে,' উদ্বেগের সঙ্গে বলল হ্যাপ। 'মুখের মধ্যে কোন নোনা স্বাদ পাচ্ছ—রক্তের মত?'

হ্যাপকে গাল দিল জনসন। 'না, ব্যাটা শকুনের বাচ্চা! ফুসফুসে লাগেনি গুলিটা, পাঁজরে লেগে থাকতে পারে। আমার জন্যে শোকগীতি গাইবার জন্যে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে তোমাকে। এবার ধরে দাঁড় করাও দেখি আমাকে! আর সবার অবস্থা?'

এবার এগিয়ে এল লর্ড ফরেস্ট, কেমন যেন অস্বাভাবিক শোনাল তার কণ্ঠস্বর, কথা বলতে কষ্ট পাচ্ছে। 'ব্র্যান্ডলিজ আর টারলি! আমি—ওদের দুজনকেই—পেয়েছি—' থেমে গেল সে।

'দুজনই?' জানতে চাইল অ্যালার্ড।

'হ্যাঁ। একসঙ্গেই মারা গেছে ওরা, বরাবরের মত।'

বিজনেস পার্টনারের চেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল ব্র্যান্ডলিজ আর টারলির। ছোট বেলায় বাবা মায়ের হাত ধরে এখানে আসার পর থেকে বলতে গেলে প্রতিমুহূর্তে একসঙ্গে কাটিয়েছে ওরা। বাবা-মা মারা যাবার পর ওরা র‍্যাঞ্চ দুটো একত্রিত করে ফেলেছিল, সেই থেকে একসঙ্গে কাজ করে আসছিল। ওদের খুব কমই আলাদা দেখা গেছে, কেউ কখনও ওদের মধ্যে ঝগড়া কিংবা কথা কাটাকাটি হতে দেখেনি। শান্ত, স্থির মাথার মানুষ ছিল; পরিশ্রমি, সৎপ্রতিবেশী।

দুঃসংবাদটা যেন সবার ওপর নীরবতার একটা চাদর বিছিয়ে দিয়েছে। পরিস্থিতির বাস্তব চেহারাটা হঠাৎ উপলব্ধি করে একেবারে পাথর বনে গেছে। নিঃশব্দে যার যার ঘোড়া প্রস্তুত করতে শুরু করল ওরা: জনসনকে ঘোড়ায় চাপতে সাহায্য করল।

রণক্ষেত্রে একটা চক্কর দিল ওরা, পাঁচজন পাহাড়ী আউট-লয়ের লাশ পাওয়া গেল; আহত অবস্থায় পাওয়া গেল একটাকে, কাঁধে গুলি খেয়েছিল, অন্ধকারে পায়ে হেঁটে পালানোর চেষ্টা করছে। তাকে আটকাল ফরেস্ট, অ্যালার্ডকে ডাকল, এগিয়ে গেল ও।

'ওকে নিয়ে কি করা?' জানতে চাইল ফরেস্ট।

আহত জানোয়ারের গর্জনের মত শোনাল আউট-লয়ের জবাব। 'আর কি

করবে?' পাল্টা প্রশ্ন করল সে। 'আমার ডান হাত গেছে চিরদিনের মত! রক্তক্ষরণে আমার মরণও হতে পারে। করার আর বাকি রেখেছ কি?'

'তোমার গানহ্যাণ্ড অচল হলে দেশের খুব একটা ক্ষতি হবে না,' শুকনো গলায় জবাব দিল অ্যালার্ড।

'আমার ওপর খামোকা রাগ কোরো না,' বলল লোকটা। 'তোমাদের বিরুদ্ধে আমার ব্যক্তিগত কোন আক্রোশ নেই। সামান্য কটা টাকা রুজির চেষ্টা করার জন্যে কাউকে দোষ দেয়া যায়?'

ফরেস্ট বলল, 'এই জাতের লোককে নিয়ে কি করবে?'

'জানি না' জবাব দিল অ্যালার্ড। 'আমাদের ওপর গুলি চালিয়েছে, সুতরাং এখানে তাকে গুলি করে মারতে হাত কাঁপবে না আমার। কাউকে বন্দী করে রাখার তো উপায় নেই আমাদের।'

ক্ষতস্থানের যন্ত্রণা আর লড়াইয়ের পরিশ্রমে ক্লান্ত আউট-ল। নিজের জাতকে সে চেনে, অ্যালার্ডকেও একই রকম ভাবছে সে। অ্যালার্ড তাকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করবে ধরে নিল। লড়াই করতে গিয়ে প্রচুর ধকল পোহাতে হয়েছে তাকে, আর টিকতে পারল না সে, কোন-রকম চাপ ছাড়াই হার মেনে নিল।

'দেখ,' ফুঁপিয়ে উঠল সে, 'আমাকে একটা সুযোগ দাও। আহত অবস্থায় ফেলে যে পালিয়ে যায় তার হয়ে আর লড়াই করব না কোনদিন। এবারের মত ছেড়ে দাও, তাহলে তোমাদের কাজে লাগার মত কয়েকটা তথ্য দেব আমি।'

'এখুনি কোন কথা দিচ্ছি না আমি,' কড়া কণ্ঠে বলল অ্যালার্ড, 'তবু তোমার কি বলার আছে বল, কাজের কথা মনে হলে চিন্তা করে দেখব ছাড়া যায় কি-না।'

'বেশ, বলছি! কনরয় আমাদের এখানে এসে সার্কেল-সি ব্র্যাণ্ড বাদে আর সব গরু রেঞ্জ থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে বলেছিল। গরুগুলো মুফতে পাওয়ার কথা ছিল আমাদের। কিন্তু আজ সকালে তুমি তার র‍্যাঞ্চে যাবার পর আমাদের মাথাপিছু দৈনিক পাঁচ ডলার হিসাবে দেবার কথা বলে ওর হয়ে লড়াই করার প্রস্তাব দেয়। ওর মতলব ছিল লড়াইয়ের পর সমস্ত গরু পর্বতমালার ওধারে একটা হাইডআউট র‍্যাঞ্চে নিয়ে যাওয়া। ওয়াইল্ডক্যাটের ওপর দিয়ে চলে যাওয়া ক্রিকটার ঠিক মাথায় হাইডআউটটা। গরুগুলো ওখানে লুকিয়ে রাখার কথা ছিল আমাদের। ওখান থেকেই পরে বিক্রি করা হত।'

'ঠিক আছে, যেতে পার, তুমি,' বলল অ্যালার্ড। 'কিন্তু ফের যদি তোমাকে একাজে দেখি, লাশ বানিয়ে ফেলব!'

ব্র্যান্ডলিজ আর টারলির লাশ স্যাডলে তুলে অ্যালার্ডরা রওনা দেয়ার পর মাত্র একজন কথা বলল।

'হ্যারিসন কনরয়ের নিকুচি করি!' বলল হ্যাপ হার্বার্ট।

লড়াইয়ের কুৎসিত চেহারা দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে ওদের মধ্যে, মনের ভাবনা গুছিয়ে প্রকাশ করতে পারছে না কেউ; কাজের কথাও বের হচ্ছে না কারও মুখ থেকে। তেতো হয়ে গেছে সবার মন, এই অভিজ্ঞতা ভাষায় বর্ণনা

করার নয়।

গম্ভীর চেহারায় নীরবে অ্যালার্ডের র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে এগিয়ে চলল ওরা। সামনে কি অপেক্ষা করে আছে আঁচ করার চেষ্টা করছে।

এগারো

আরও আধমাইলটাক এগোনোর পর ক্রিক-বটম ছেড়ে অ্যালার্ডের র‍্যাঞ্চহাউসমুখী ট্রেইলের কাছে পৌঁছুল ওরা। দলের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল সহসা। রন অ্যালার্ডের র‍্যাঞ্চহাউসে আলো দেখা যাচ্ছে।

'মেহ্‌মান এসেছে,' বলল এড গ্রাহাম, 'নতুন কোন আপদ?'

র‍্যাঞ্চহাউসে সত্যিই আলো জ্বলছে দেখে আবার উত্তেজিত হয়ে উঠল অ্যালার্ডের স্নায়ু। বিভ্রান্ত বোধ করছে, কারণ ওর অনুপস্থিতিতে বাড়িতে ঢুকে বাতি জ্বালার মত কারও কথা মনে করতে পারছে না। বছর পাঁচেক আগে বাবার মৃত্যুর পর থেকেই অ্যালার্ড কাউহ্যাণ্ডদের সঙ্গে মিলেমিশে বাংকহাউসে থাকে; সবাই ভাগাভাগি করে কাজ চালিয়ে নেয়, ওর র‍্যাঞ্চে কোন বাবুর্চি নেই। সকালে এখান থেকে বেরিয়ে যাবার সময় কাউকে পাহারায়ও রেখে যায়নি সে।

গতিক সুবিধার ঠেকল না অ্যালার্ডের কাছে। সারাদিন স্যাডলে কেটেছে আজ ওদের, মারাত্মক একটা লড়াইয়ে অংশ নিতে হয়েছে। এখন সবাই অবসন্ন, দুশ্চিন্তায় ডুবে আছে। দু-দুজন বন্ধুর লাশ বয়ে ফিরে আসছে ওরা—আহতও আছে একজন।

এড গ্রাহাম জানতে চাইল, 'কে, আন্দাজ করতে পারছ কিছু?'

'নাহ্!' বলল অ্যালার্ড, 'কনরয় আর যা-ই করুক ঘরে ঢুকে বাতি জ্বেলে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে না।'

উত্তেজিত আর উদ্বিগ্ন অবস্থায় র‍্যাঞ্চহাউসের কাছে পৌঁছুল অ্যালার্ডরা, জোট বেঁধে আছে সবাই, সহ্যের শেষসীমায় পৌঁছে গেছে ওদের স্নায়ু। সামনে বাড়ল অ্যালার্ড, হার্বার্ট আর ফরেস্ট ঘোড়া নিয়ে ওর পাশে চলে এল, একসঙ্গে এগোল পোর্চের দিকে। বাকিরা ব্র্যান্ডলিজ আর টারলির লাশসহ আস্তে আস্তে এগোতে লাগল জনসনের সঙ্গে। র‍্যাঞ্চহাউসের পেছন-দরজার দিকে এগিয়ে গেল অ্যালার্ড, দ্রুত।

ঘোড়ার খুরের শব্দ পেয়ে খোলা দরজাপথে এসে দাঁড়াল একটা মেয়ে। বেরিয়ে এল বারান্দায়। সাবধানে রাশ টেনে ঘোড়া থামিয়েছে তিন রাইডার, এগিয়ে এল ওদের দিকে, তারপর জানতে চাইল, 'মিস্টার অ্যালার্ড কে?'

অন্ধকারে কণ্ঠস্বর শুনে মেয়েটাকে চিনতে পারল না অ্যালার্ড, তবু জবাব দিল, 'আমি অ্যালার্ড।'

স্বস্তির আভাস পাওয়া গেল এবার মেয়েটার কণ্ঠে। 'ওহ্, তুমি ফিরে এসেছ

বলে খুব খুশি হয়েছি। আমি কেটি হোমস, ডিক হোমস আমার বাবা। মিস্টার লকরিজের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে তাকে ওখানে নিয়ে এসেছি।'

বিভ্রান্ত অ্যালার্ড বলল, 'এখুনি চলে আসবে তোমার বাবা,' তারপর আবার জিজ্ঞেস করল, 'মিস্টার লকরিজের কি হয়েছে?'

'গুলি খেয়েছে,' জবাব দিল কেটি হোমস। 'মিস্টার কনরয়ের রাইডাররা ওর কেবিন পুড়িয়ে দিয়েছে, তার আগে গুলি করেছে ওকে। সকালে এদিকে আসার সময় ওপথে গিয়েছিল আমার ভাই; আহত অবস্থায় দেখতে পায় লকরিজকে, তারপর একটা ওয়্যাগনে তুলে নিয়ে এসেছে এখানে। ওকে এখানে আনায় আমাদের ওপর নিশ্চয়ই রাগ করনি? ওকে নেয়ার মত আর কোন জায়গা নেই যে!'

'মোটেই না,' জবাব দিল অ্যালার্ড, 'আচ্ছা, ঠিক আছে, একটু পরেই ওকে দেখতে যাব আমি। আমাদের সঙ্গেও একজন আহত লোক আছে, ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা করি আগে।' হার্বার্টের দিকে তাকাল অ্যালার্ড। 'হ্যাপ, শহরে গিয়ে ডাক্তারকে ডেকে আন, কেমন?'

কেটি কথা বলে উঠল, 'ওকে আর যেতে হবে না। আগেই এসে পড়েছে ডাক্তার। আমার ভাই বব ডেকে এনেছে তাকে।

'তাহলে তো ভালই হলো,' বলল অ্যালার্ড। অন্য রাইডাররাও এসে গেছে ওদের কাছাকাছি। 'ও এখন আমাদের কাজে লাগবে।'

'তুমি অনুমতি দিলে তোমাদের জন্যে রান্নার ব্যবস্থা করতে পারি আমি,' বলল কেটি। 'তোমাদের কিছু খাবার অবশ্য ইতিমধ্যে রান্না করে নিয়েছি আমরা। ডাক্তার নরটন আমাকে বলল, সেজন্যে কিছু মনে করবে না তুমি।'

'তোমরা কিছু খেলে খুশিই হব আমরা,' কেটিকে বলল অ্যালার্ড, তারপর ঘুরে দাঁড়াল। রাইডাররা আহত জনসনকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামতে সাহায্য করছে; এরপর জোড়া লাশ নামাতে গেল, ওদের সঙ্গে হাত মেলাল অ্যালার্ড।

বিশাল সাইড রুমে এনে একটা বিছানায় শুইয়ে দিল ওরা ম্যাক জনসনকে, লাশদুটো অন্য একটা বিছানায় পাশাপাশি রেখে ঢেকে দিল। ছোটখাট পাতলা গড়নের মানুষ ডাক্তার নরটন, থুতনিতে ছাগল-দাড়ি, চেহারায় সঙ্কোচের ছাপ। লকরিজের পায়ের ক্ষতের পরিচর্যা মাত্র শেষ করেছে সে। অ্যালার্ডের বিছানায় শুয়ে আছে লকরিজ, নেতিয়ে পড়েছে লোকটার বিশাল শরীর, তামাটে চেহারা এখন ফ্যাকাসে। ডাক্তার এসে আরাম দেয়ার আগে পর্যন্ত নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে বেচারাকে, মানসিক নিপীড়নেরও শিকার হয়েছে সে।

লকরিজের চিকিৎসা শেষ করে জনসনের দিকে এগিয়ে গেল ডাক্তার নরটন, ওর গায়ের শার্টটা টান মেরে ছিঁড়ে ফেলল, তারপর বুকের পাশের ক্ষতটা পরীক্ষা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ছোট আঙুলে জোরে খোঁচা মারল, ককিয়ে উঠল জনসন।

নাক কোঁচকাল ডাক্তার নরটন। 'আমার আঙুলের খোঁচায় ব্যথা পাচ্ছ বোলো না যেন!' আরও কিছুক্ষণ গুঁতোগুঁতি চালিয়ে গেল সে, তারপর ডাক্তারি ভঙ্গিতে

মুখ তুলে তাকাল। 'হুম, একটা পাঁজর থাকার কথা এখানে, কিন্তু নেই। নিশ্চয়ই শরীরের আরও ভেতরে কোথাও ঢুকে গেছে। আমরা আগে ক্ষতটা পরিষ্কার করে নেব, তারপর একজোড়া ফেন্সস্ট্রেচার্স দিয়ে হারানো হাড়টা টেনে এনে আগের জায়গায় বসিয়ে আটকে দেব অ্যাডেসিভ টেপের সাহায্যে। ঠিক মেরুদণ্ডের কাছ থেকে জোড়া ছুটে গেছে হাড়টার।'

এগিয়ে গেল অ্যালার্ড, একটা চেয়ার টেনে ব্ল্যাকস্মিথ লকরিজের বিছানার পাশে বসল।

'এখন কেমন লাগছে, ভাল?' জানতে চাইল। লকরিজকে ভাল করে চেনে না অ্যালার্ড, কারণ এখানে এসে বসবাস শুরু করার পর থেকেই র‍্যাঞ্চারদের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে আসছে সে। শুরু থেকেই হয়তো বুঝতে পেরেছিল পুশমোলাইনে ওরা অনাহূত।

সন্দেহভরা দৃষ্টিতে অ্যালার্ডকে জরিপ করল লকরিজ, যেন জবাব দেয়ার আগে নিশ্চিত হতে চাইল অ্যালার্ড তার জন্যে বিপদ হয়ে দাঁড়াবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্রেফ ভদ্রতার খাতিরেই যেন জবাব দিল লোকটা। 'হ্যাঁ, ধন্যবাদ। আমাকে এখানে থাকার অনুমতি দেয়ায় তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।' তারপর যেহেতু হোমসের ছেলে ওর অনুমতি ছাড়াই ওকে এখানে এনেছে তাই ফের বলল, 'তোমার বিছানাটা দখল করে নিয়েছি বলে কিছু মনে কোরো না। কোন একটা ব্যবস্থা করতে পারলেই চলে যাব।'

'আহা, আমার কথা শোন,' চট করে বলল অ্যালার্ড, 'আমি আর আমার রাইডাররা ছাড়া এখানে থাকার লোক নেই। বেশির ভাগ সময়ই বাইরে কাটে আমাদের। তোমার যতদিন ইচ্ছা থাকতে পার। কনরয় তোমার ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে, জানি আমি।'

'হ্যাঁ,' তিক্ত কণ্ঠে সায় দিল লকরিজ। 'সকালে তার ফোরম্যান করেছে দুষ্কর্মটা। আমার মেয়েটাকেও নিয়ে গেছে!'

হঠাৎ অ্যালার্ডের বুকে যেন টান পড়ল একটা, ও বুঝতে পারল, ব্যাপারটা অস্বাভাবিক, অন্য কেউ হলে হয়তো এতখানি উদ্বেগ বোধ করত না। সারাদিন জোডির কথা ভাববার অবকাশ হয়নি, কিন্তু এখন বুঝতে পারছে মেয়েটার প্রতি অন্য রকম একটা আকর্ষণ আছে ওর, যদিও মাত্র একবারই দেখা হয়েছে দুজনের।

'মানে অপহরণ করেছে ওকে?'

'ব্যাপারটা সেরকমই দাঁড়ায়,' জবাব দিল লকরিজ। 'লোকটা কিন্তু ভাল করেই জানত জোর জবরদস্তি না করে এমনিতে ওকে নিতে পারবে না, মেয়েটার মাথা খুব গরম তো! আগেই আমাকে গুলি করেছিল সেগান। জোডি তার লোক ফ্রিম্যানের সঙ্গে পাহাড়ে যেতে রাজি না হলে আমাকে খুন করবে বলে হুমকি দেয় সে। চমৎকার ছিল কৌশলটা, কারণ জোডিকে মারার কথা বললে যেত না ও এবং হয়তো ওকে মেরে ফেলতে বাধ্য হত সেগান। কিন্তু আমাকে বাঁচাতেই ফ্রিম্যানের সঙ্গে যেতে রাজি হয়েছে জোডি। মেয়েটাকে খুন করলে সেগানের প্রতি হয়তো এতটা ঘৃণা বোধ করতাম না আমি, অমন বাজে একটা কৌশল খাটানোর জন্যে

এখন যতটা ঘৃণা করছি।'

'বুঝতে পারছি,' বলল অ্যালার্ড, 'কিন্তু তুমি ওর খোঁজে বেরোবার মত সুস্থ হয়ে ওঠা পর্যন্ত জোডিকে পাহাড়ে পড়ে থাকতে দেয়া যায় না। আমি যাচ্ছি ওকে খুঁজে আনতে।'

'এমনিতেই তোমার ওপর অনেক অত্যাচার করেছি আমরা,' জবাব দিল লকরিজ, 'এটা আমার সমস্যা, তাছাড়া তুমি অপরিচিত লোক, নিজেকে এসবে এভাবে জড়িয়ে ফেলা কি ঠিক হবে? বিশেষ করে তোমরা তো এমনিই একটা লড়াইতে জড়িয়ে আছ।'

'এখানে আমরা সবাই প্রতিবেশী,' জবাব দিল অ্যালার্ড, 'আমাদের সেভাবে থাকার চেষ্টা করা উচিত। লড়াই চালানোর জন্যে লোক থাকছে, তাছাড়া জোডিকে উদ্ধার করতে যাবার মত আর কেউ তো নেই। খেয়েদেয়ে তৈরি হয়েই বেরিয়ে পড়ব আমি।'

কিচেনে চলে এল অ্যালার্ড, হোমসের মেয়ে কেটি আভন থেকে এক প্যান বিস্কুট নামাচ্ছে আর আরেকটা প্যান থেকে প্লেটে স্টেক বাড়ছে বব, ইতিমধ্যে অর্ধেক ভরে গেছে প্লেটটা। গরম কফির গন্ধ নাকে যেতে অ্যালার্ডের মনে পড়ল সেই সকালে নাশতার পর আর ওর ভাগ্যে কফি জোটেনি, কিন্তু চিন্তাটা দূর করে দিল ও।

'তোমার বাবা কোথায়?' ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করল অ্যালার্ড।

'কাল রাতে কোথায় যেন চলে গেছে,' জবাব দিল বব, 'বলে যায়নি কিছু।'

'আমি জানতে চেয়েছি—আমার রাইডারদের সঙ্গে আসেনি ও?'

'কই, দেখলাম না তো!'

র‍্যাঞ্চহাউসের পেছনে চলে এল অ্যালার্ড। কুয়োর পাশে পাতা বেঞ্চে বসে মুখ হাত পরিষ্কার করছে রাইডাররা। 'হোমস কোথায় গেল?' জিজ্ঞেস করল ও। 'লড়াইয়ের আগে ওর সঙ্গে শেষ বারের মত কথা বলেছিলাম আমি। তারপর আর ওর কথা মনে ছিল না। তোমরা কেউ দেখেছ ওকে?'

'লড়াইয়ের সময় একবার ঠিক আমার পাশেই ছিল,' জবাব দিল ফরেস্টের রাইডার হিক টাওয়ার। 'কনরয়কে গাল দিচ্ছিল আর রাইডারদের দিকে পাগলের মত গুলি চালাচ্ছিল। লড়াই করতে বেশ মজাই পাচ্ছিল বলে মনে হয়েছে আমার। একাই সবাইকে মেরে শেষ করে ফেলতে চাইছিল। পারলে খালিহাতেই মেরে ফেলত! এরপর আর দেখিনি ওকে। ওর লাশও তো খুঁজে পাইনি আমরা, তার মানে মারা যায়নি।'

কেউ বলতে পারল না হোমসের কথা। ওদের সঙ্গে ফেরেনি লোকটা, এটা পরিষ্কার।

'আশ্চর্য,' বলল টাওয়ার, 'অথচ আমি নিজ কানে শুনেছি আমাদের সঙ্গে এখানে এসে খেতে চেয়েছিল সে। ব্যাপারটা আমার কাছে একটু অদ্ভুতই ঠেকেছিল তখন, স্রেফ সামান্য খাবারের জন্যে একটা লোক দুর্ধর্ষ একদল আউট-লয়ের বিরুদ্ধে অমন বেপরোয়া লড়াইতে যোগ দিতে চায়!'

প্যান্টের পকেটে হাত রেখে আবার র‍্যাঞ্চহাউসে ফিরে এল অ্যালার্ড। পকেটের ভেতর ওর হাতের আঙুল একজোড়া রাইফেলের অকেজো খোসা নাড়াচাড়া করছে। মনে মনে হোমস সম্পর্কে টুকরো টুকরো কয়েকটা তথ্য এক সুতায় গাঁথার চেষ্টা করছে। কিচেনে একবার থামল ও, হোমসের ছেলে আর মেয়ে দুজনে মিলে কামরার মাঝখানের লম্বা টেবিলে থালাবাসন সাজাচ্ছে।

'কেটি,' বলল অ্যালার্ড, 'তুমি কয়েকদিন এখানে থেকে কাজকর্ম দেখাশোনা করলে আমার খুব উপকার হয়। আমার বাড়িতে দু-দুজন আহত লোক, তাছাড়া সবাই ব্যস্ত, তুমি সাহায্য করতে আপত্তি না করলে খুব খুশি হব। বব, সাপারের পর আমার বাগিটা নিয়ে যাবে, মাকে নিয়ে আসবে এখানে। তোমাদের সাহায্য করার কথা বলবে তাকে। এখানে নিরাপদে থাকবে সে, তবে সেকথা তাকে বলার প্রয়োজন নেই। নিজেদের মধ্যে মিথ্যা বলে লাভ নেই বলেই তোমাকে বলছি, মারাত্মক একটা গোলমাল শুরু হতে যাচ্ছে এখানে—শিগগিরই।'

আবার বিশাল বেডরুমে ফিরে এল অ্যালার্ড, বিছানায় শুয়ে আছে ম্যাক জনসন, কোমরের ওপরে কোন কাপড় নেই, ডানপাশে বুকের পাশ থেকে পিছনে শিরদাঁড়া পর্যন্ত অ্যাডেসিভ টেপের ব্যান্ডেজ। চিকিৎসা সেরে ফেলেছে ডাক্তার নরটন। বিছানার পাশে বসে আছে ফরেস্ট আর হার্বার্ট, যদিও ওদের কিছু করার নেই এখানে।

এড গ্রাহাম এগিয়ে এল, গোড়ালিতে ভর দিয়ে বসল। 'একটা জিনিস বুঝতে পারছি না,' বলল সে, 'এত দ্রুত কিভাবে ঘটে গেল সব? আমার ধারণা ছিল আস্তে আস্তে চূড়ান্ত একটা রূপ নেবে ব্যাপারটা, অথচ ঝামেলা বাধতে যাচ্ছে বুঝে ওঠার আগেই যেন পিঠের ওপর হালুম করে এসে পড়ল বাঘের মত। বুদ্ধি ঘোলা হয়ে যাচ্ছে আমার!'

'আমার হচ্ছে না,' জবাব দিল অ্যালার্ড।

পকেট থেকে রাইফেলের খালি খোসা দুটো বের করল অ্যালার্ড, পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে আলোর নিচে ধরল, পারকুশন ক্যাপের দাগে আলো পড়ল, রাইফেলের ফায়ারিং পিনের দাগ।

'কিছু বুঝতে পারছ?' জিজ্ঞেস করল অ্যালার্ড। এড গ্রাহামের হাতে দিল খোসা দুটো।

ওগুলো নিল গ্রাহাম, আলোর নিচে ধরল আবার, পরখ করল, ওর কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ল ফরেস্ট আর হার্বার্ট।

'একই রাইফেল থেকে ছোঁড়া হয়েছে এ-দুটো, সন্দেহ নেই,' বলল গ্রাহাম। 'রাইফেলটার ফায়ারিং পিন বোধ হয় ঘরে বানানো, একটু বেশি লম্বা, খোসা ফুটো করে দিয়েছে একেবারে।'

'ঠিক,' যোগ করল হার্বার্ট, 'আর ক্যাপের ফুটোর সাইজ দেখে যেন মনে হচ্ছে পিনের ডগাটা আসল জায়গা থেকে একটু সরে আছে, আর ওটার একপাশে সামান্য থ্যাবড়ানো, বোধ হয় রেতি দিয়ে ঘষে সাইজ করেছে কেউ। কিন্তু কি বোঝা যায় এ-থেকে? আমরা সবাইই লড়াইয়ের সময় কয়েক বাক্স কার্তুজ

ব্যবহার করেছি। কোথায় পেয়েছ এগুলো?'

'দুটো আলাদা জায়গায়,' জবাব দিল অ্যালার্ড। 'আজ সকালে মরা গরুগুলোর কাছে পেয়েছি একটা শেল। গরুগুলো মেরে ফেলার পর খোসা তুলে নিতে গিয়ে আর সময় নষ্ট করেনি লোকটা, যতবার রাইফেল লোড করেছে ততবার একটা করে খোসা পড়েছে মাটিতে। একটা তুলে নিয়েছিলাম আমি।'

ভুরু তুলে অ্যালার্ডের দিকে তাকাল এড গ্রাহাম। 'বুঝতে পেরেছি,' বলল সে। 'আরেকটা খোসা পেয়েছ কোরাল-গেটে।'

মাথা দোলাল অ্যালার্ড।

'তারমানে গরুগুলোর হত্যাকারী ওখানে ছিল লড়াইয়ের সময়!'

'তা-ই দাঁড়ায় ব্যাপারটা,' সায় দিল অ্যালার্ড।

সাগ্রহে কি যেন বলতে গেল হার্বার্ট, কিন্তু কি ভেবে বিরত রাখল নিজেকে, তারপর বলল, 'আমি ভেবেছিলাম এটা দিয়ে ক্রিমিনালকে পাকড়াও করা যাবে। কিন্তু, খোদা, লড়াইয়ের সময় বিশজনেরও বেশি লোক ছিল ওখানে!'

কিচেনের দিকে তাকাল অ্যালার্ড। 'বব! একটু আসবে এখানে?'

দরজার কাছে এসে দাঁড়াল হোমসের ছেলেটা। 'কি?'

'বব,' জিজ্ঞেস করল অ্যালার্ড, 'তোমার বাবা কি উইনচেস্টারের জন্যে একটা নতুন পিন বানিয়ে দিতে পারবে?'

'কেন পারবে না!' জবাব দিল বব, 'মাসখানেক আগেই তো নিজের রাইফেলের পিন বানাল! আসল পিনের মতই কাজ দেয় ওটা!'

'ধন্যবাদ,' জবাব দিল অ্যালার্ড। আবার কিচেনে ফিরে গেল বব।

লম্বা একটা দম ছাড়ল হার্বার্ট। এড গ্রাহাম জনসন আর লর্ড ফরেস্ট কোন মন্তব্য করল না। শেষে হার্বার্ট জিজ্ঞেস করল, 'তুমি জানলে কিভাবে কাজটা ওর, রন?'

'লড়াই বাধার ঠিক আগে ঢিবির চূড়ার লোকটাকে গুলি করে মেরেছিল হোমস, মনে আছে? তখন তার রাইফেল থেকে ইজেক্ট করা শেলটা রয়েছে এখানে। মাটিতে পড়ামাত্র তুলে নিয়েছিলাম।'

এক মুহূর্ত চুপ থাকল ওরা। তারপর বাক্সে শোয়ানো চাদরে ঢাকা ব্র্যান্ডলিজ আর টারলির লাশের দিকে তাকাল হ্যাপ। 'কিন্তু কে? কেন এমন একটা কাজ করতে গেল সে?'

'আমার ধারণা,' আস্তে করে বলল অ্যালার্ড, 'হোমসকে বুঝতে ভুল হয়েছে আমাদের। কনরয়কে ঘৃণা করার একশো একটা কারণ আছে ওর। সে কনরয়ের মৃত্যু দেখতে চাইলে তাকে দোষ দেয়া যাবে না। আমাকেও ফাঁকি দিয়েছে সে। গরু মেরে আমাদেরকে কনরয়ের বিরুদ্ধে খেপিয়ে দেয়ার সাহস বা শক্তি তার আছে, একথা আমার মাথায়ই আসেনি। কৌশলটা কাজে লেগে গিয়েছিল প্রায়! সকালে কনরয়ের রেঞ্জেই যুদ্ধ করতে ছুটে গিয়েছিলাম আমরা; ভুলে যেয়ো না, আমরা সবাই খেপে উঠেছিলাম কনরয়কে হত্যা করার জন্যে।'

'সত্যি, অবাক না হয়ে পারছি না,' ফোঁস করে দম ফেলে বলল হ্যাপ হার্বার্ট।

'হোমস! কে ভাবতে পারে হোমসের মত একটা লোক যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়ে আমাদের হাতে তার লড়াই করাবে!'

'সে জানত কনরয়ের বিরুদ্ধে নেমেছি আমরা,' বলল গ্রাহাম, 'তো, বলা যায়, আমাদের ব্যবহার করেছে সে, লড়াইটাকে এগিয়ে এনেছে, কিছুক্ষণ অংশও নিয়েছে, লড়াই শেষ হওয়ামাত্র উধাও হয়ে গেছে আবার। যে লোকটাকে এতদিন হদ্দ বোকা ভেবে এসেছি সে-ই কিনা একেবারে বেকুব বানিয়ে ছাড়ল আমাদের!'

'অত খারাপভাবে নিয়ো না ব্যাপারটা,' বলল অ্যালার্ড। 'এমনিতেও আমাদের লড়াই করতে হত; হোমসের চালে কনরয় বোধ হয় দিশাহারা হয়ে পড়েছিল, কারণ তার পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে তখন, তাছাড়া হোমস আমাদেরকে ক্রিকে পাতা কনরয়ের ফাঁদে গিয়ে পা দেয়ার বিপদ থেকে রক্ষা করেছে। এক দিক দিয়ে ভালই হয়েছে!'

কেটি এসে জানাল সাপার দেয়া হয়েছে।

বারো

পাহাড়ী আউট-লয়ের দল অ্যালার্ডদের ওপর আরও একবার হামলা চালাতে অস্বীকার করে সোজা ফিরতি পথ ধরল। রাগে ফুঁসতে লাগল হ্যারিসন কনরয়। কিন্তু লোকগুলোকে পরে আবার কাজে লাগানো যাবে ভেবে ক্ষোভ প্রকাশ করল না। বরং ওদের সঙ্গেই ক্রসরোডের উদ্দেশে ঘোড়া হাঁকিয়ে এগিয়ে চলল।

রাস্তা লাগোয়া ঢিবির কাছে পৌঁছার পরই সেগানের চিৎকার শোনা গেল। 'আরে ওটা কিসের আলো, দেখা যায়?'

'আগুন!' জবাব দিল পানচো ম্যালোনি।

ঘোড়া থামাল সবাই। আনুমানিক মাইল তিনেক দূরে কনরয়ের কোয়ার্টারের দিকে তাকাল। মিটমিটে আলোটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এখান থেকে, আলোকিত জানালার চেয়ে ঢের বড়, তবে আকাশ উজ্জ্বল করে তোলার মত নয়। সন্দেহ নেই কনরয়ের কোন ঘরে আগুন জ্বলছে।

এক মুহূর্ত চুপ থাকল কনরয়, আস্তে আস্তে তার মাথায় ঢুকল ব্যাপারটা, অবশেষে খেঁকিয়ে উঠে নির্দেশ দিল সে। 'চল!' ঘোড়ায় স্পার দাবাল সবাই, লাফ দিয়ে সামনে ছুটল ওগুলো।

যতই এগোচ্ছে ওরা, বড় হয়ে উঠছে আগুনের আকার। র‍্যাঞ্চের কাছে পৌঁছার পর দেখা গেল কনরয়ের বিশাল হে-বার্নে দাউ দাউ আগুন জ্বলছে; আকাশে ছিটকে যাচ্ছে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, কালো ধোঁয়ার বিশাল মেঘ সৃষ্টি হচ্ছে। কট কট শব্দ তুলছে আগুন, যেন বিরাট একটা স্টেক ঝলসানো হচ্ছে। আগুনের লালচে আভায় র‍্যাঞ্চহাউস আর অন্যান্য আউটবিল্ডিং আলোকিত হয়ে গেছে।

পাশের কোরালে আতঙ্কিত ঘোড়াগুলোর ওপরও পড়েছে আলো।

বার্নটার প্রায় অর্ধেক পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, ওটা রক্ষা করার আর কোন উপায় নেই এখন। নিরাপদ দূরত্বে ঘোড়া থামিয়েছে রাইডাররা। ক্লান্ত ঘোড়ার পিঠে বসে রয়েছে, বোকার মত তাকিয়ে আছে আগুনের দিকে, অবাক সবাই; আগুনটা কি করে লাগল বোঝার চেষ্টা করছে। দাঁড়িয়েই থাকল ওরা, জ্বলতে জ্বলতে ছাইয়ের গাদায় পরিণত হলো বার্নটা। কিছুই করল না কেউ।

পুরো সময়টা আশ্চর্যজনকভাবে চুপ থাকল কনরয়। অবশেষে তার দিকে তাকিয়ে কার্ল সেগান বলল:

'ব্যাপারটা কিভাবে ঘটল ভাবছি।'

'জবাবটা পরিষ্কার!' ধমকে উঠল কনরয়। 'অ্যালার্ড কিভাবে আজ সকালে মরা গরুর খোঁজ পেয়েছিল, আমাদের ফাঁদ থেকে সে কিভাবে রক্ষা পেল, সব বোঝা যাচ্ছে এখন। হোমস!'

'হোমস!' পুনরাবৃত্তি করল সেগান; কণ্ঠে বিস্ময়ের ছাপ। একটু চুপ করে থাকল সে, তারপর আবার বলল, 'বুঝতে পারলাম না, সামান্য এক নেস্টর, যার কিনা নিজের খাবার জোগাড় করারই সাধ্য নেই সে এই কাজ করবে কিভাবে! আমার মাথায় ঢুকছে না। হোমসের বুদ্ধিতে একাজ হবার নয়। হয়তো অ্যালার্ড—'

'নিজের মনকে চোখ ঠেরো না!' সংক্ষেপে বলল কনরয়। 'অনেক সময় হোমসের মত অপদার্থগুলোই ক্রমাগত অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পাল্টা আঘাত হানে। অ্যালার্ড তখন বাদ না সাধলে এখন তিনহাত মাটির নিচে শুয়ে থাকত হোমস, কথাটা সে জানে; এ-ও জানে ওকে খুঁজে বের করে ঠিকই কাজটা শেষ করব আমরা। সেজন্যেই আমাদের ওপর চোরাগোপ্তা হামলা চালিয়ে যাচ্ছে এখন। এখন থেকে একের পর এক ঝামেলা করতেই থাকবে লোকটা, যতক্ষণ না তাকে সরিয়ে দিচ্ছি আমরা।'

'কাজটা হোমসের, কোন প্রমাণ নেই আমাদের কাছে। অ্যালার্ড হতে পারে! ওদের সবার ধারণা তুমিই গরুগুলোকে হত্যা করেছ। কাজটা তারাও তো করতে পারে, নাকি?'

'এখনও লোক চিনতে শিখলে না তুমি,' জবাব দিল কনরয়। 'আমরা অ্যালার্ডদের হামলা করতে গিয়েছিলাম, আবারও যাব, শেষ পর্যন্ত হার মানতে বাধ্য করব তাকে। কিন্তু ওরা তাই বলে বার্নে আগুন দিতে আসবে না, তেমন লোক নয়; তোমার সঙ্গে লড়াই করবে ওরা, প্রয়োজনে সামনাসামনি লড়বে। কিন্তু হোমস একেবারে আলাদা জাতের, ছোটলোক—মনটাও ছোট—নীচ। প্রকাশ্যে লড়াই করার মুরোদ নেই তার। না, সেগান, অ্যালার্ডদের কাজ নয় এটা। হোমসের। সে অন্ধকার থেকে গুলি করতে থাকবে আমাদের তা হতে দেয়া যায় না। যত জলদি সম্ভব এর ব্যবস্থা নিতে হবে।'

সারাদিন ওয়াইল্ডক্যাটে যাবার একটা উসিলা খুঁজে বেড়িয়েছে সেগান মনে মনে; ফ্রিম্যানের সঙ্গে জোড়ি লকরিজকে ওখানে পাঠিয়েছে সে। এবার সুযোগটা পেয়ে গেল সে, লুফে নিল চট করে, তবে কনরয়ের প্রতি আনুগত্য দেখাতে ভুল

করল না।

'হ্যাঁ,' চিন্তিত চেহারায় বলল সেগান, 'বোধ হয় ঠিকই সন্দেহ করেছ তুমি। যদিও আমি ক্লান্ত, তবু বলব, হোমসকে যত তাড়াতাড়ি আমাদের পথ থেকে সরানো যাবে তত তাড়াতাড়ি তার গুপ্ত হামলা থেকে নিস্তার পাব আমরা, ওকে নিয়ে আর মাথা ঘামাতে হবে না। এখুনি পর্বতমালার দিকে যাচ্ছি আমি, ব্যাটা বেশি দূর যাবার আগেই ধরতে হবে। রসদপত্রের জন্যে ওয়াইল্ডক্যাটে যেতে পারে সে।'

সেগান মেয়েটাকে ওয়াইল্ডক্যাটে পাঠিয়েছে, কথাটা কনরয়ের জানা না থাকায় ফোরম্যানের ইচ্ছা জানতে পেরে খুশিই হলো। 'তাহলে তো ভালই হয়,' বলল। 'হোমস নিরাপদে আছে জানতে পারলে বাড়তি কিছু সুবিধা পাব আমি। তৈরি হয়েই বেরিয়ে পড় তুমি।'

'সামান্য কিছু মুখে দিয়ে নতুন একটা ঘোড়া নিয়ে শিগগিরই বেরিয়ে পড়ছি,' সাগ্রহে বলল সেগান।

ঘুরে দাঁড়াল কনরয়, এগিয়ে গেল র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে। পাহাড়ী আউট-লরা একটু দূরে দল বেঁধে দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ, নিচু গলায় নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিল। কনরয় সামনে বাড়তেই দল ছেড়ে এগিয়ে এল জোশ তার কাছে।

'একটা কথা ছিল,' বলল সে, 'সন্ধ্যার কাজের জন্যে মাথাপিছু পাঁচ ডলার করে দেবে বলেছিলে তুমি। এখুনি আমরা আমাদের মজুরি চাই।'

রাগের সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল কনরয়, কিন্তু রাগ প্রকাশ পাওয়ার আগেই নিজেকে সংযত করল।

'ঠিক আছে,' জবাব দিল সে। 'ঘর থেকে নিয়ে আসছি আমি এখুনি।' পেছন দরজার দিকে এগিয়ে গেল সে, সেগানের সঙ্গে যোগ দিল।

আবার নিজের লোকদের কাছে ফিরে এসে জোশ বলল, 'আমাদের খাটুনির তুলনায় পাঁচ ডলার মজুরি নেহাতই কম। খালিহাতে ফেরত যেতে চাই না আমি।'

'তোমার মতলবটা কি?' জানতে চাইল একজন।

'ছোট মাঠটায় অ্যালার্ড আর তার সঙ্গীদের আটকে রাখা গরুগুলোর কথা ভাবছিলাম। জড়ো করে আমাদের জন্যেই তৈরি করে রেখেছে, শুধু নেবার অপেক্ষা।'

'আর আমি ভাবছি র‍্যাঞ্চারদের বুলেটের কথা, কতক্ষণ আগেই বৃষ্টির মত আমাদের দিকে ছুঁড়ছিল ওরা।' আপত্তি জানাল আরেকজন।

'ওসব ভাবতে হবে না,' বলল জোশ। 'ওরা এখন একেবারে হয়রান হয়ে গেছে। বাজি রাখতে পার আমাদের গুলিগুলো একেবারে জলে যায়নি। এতক্ষণে হয়তো আস্তানায় ফিরে গেছে ওরা, ক্ষতস্থান চাটার জন্যে। যা-ই হোক, যাবার পথে একটু ওদিকে নজর বুলিয়ে যাব আরকি। যদি কোন পাহারা থাকে ফিরে এসে কনরয়ের কিছু গরু নিয়ে যাব। কিছু খুচরো জিনিস না নিয়ে এরকম সুন্দর অন্ধকার একটা রাত বরবাদ করতে চাই না আমি।'

'আমরা লাশ ফেলে এসেছি, ওগুলোর কি হবে? ওয়াইল্ডক্যাটে নিয়ে কবর দিতে হবে?'

'অ্যালার্ডরা মেরেছে ওদের, তাই না? ওদেরই কবরের ব্যবস্থা করতে দাও।'

খানিক পর বেরিয়ে এল কনরয়, মজুরি মিটিয়ে দিল জোশের হাতে। জোশ্ বলল, 'কয়েকজনের টাকা বাদ পড়ে গেল না?'

'না,' জবাব দিল কনরয়, 'সবার টাকাই দিয়েছি!'

'আমাদের পাঁচজন মজুরি নিতে ফিরে আসতে পারেনি,' জবাব দিল জোশ। 'ওদের টাকা আমরা ভাগাভাগি করে নিতে চাই। আমি তোমার জন্যে বারোজন লোক নিয়ে এসেছিলাম, সবার মজুরি দিতে হবে। কাজ করেই মরেছে ওরা, তো টাকাটা ওদের প্রাপ্য বলে মনে করি আমি। আরও পঁচিশ ডলার দাও।'

বিরক্তিতে নাক সিঁটকাল কনরয়, তবে বিনা বাক্যব্যয়ে মিটিয়ে দিল টাকাটা। বিদায় নিল আউট-লরা।

র‍্যাঞ্চের কিচেনে বসে ঠাণ্ডা মাংস আর কফি দিয়ে ঝটপট নাশতা সেরে নিল সেগান। ফ্রিম্যানকে দিয়ে ওয়াইল্ডক্যাটে পাঠিয়ে দেয়া মেয়েটার কাছে যাবার জন্যে উদ্‌গ্রীব সে, এক ধরনের পুলক বোধ করছে। কিচেন থেকে বেরিয়ে সার্কল-সি র‍্যামরড, স্যাডল চাপাল ঘোড়ায়। তাকে অনুসরণ করল কনরয়, এই মুহূর্তে কি করা উচিত স্থির করতে পারছে না যেন।

'কিছু লাগবে তোমার?' জিজ্ঞেস করল সেগান। 'জুনিয়র আর পানচো থাকছে এখানে, কোন দরকার হলে ওদের বোলো।'

'না,' জবাব দিল কনরয়। 'আজ রাতে ব্যস্ত থাকব আমি। হোমস আর অ্যালার্ড একটু বেসামাল করে দিয়েছে আমাকে, পুরোপুরি তৈরি হওয়ার আগেই লড়াই বাধিয়ে বসেছে ওরা। এখন আবার ভেবেচিন্তে নতুন করে পরিকল্পনা করতে হবে আমাকে।'

'আমার এখনও মনে হচ্ছে—ওই কাগতাড়ুয়ার বুদ্ধিতে হয়নি কাজটা,' আবার বলল কার্ল সেগান, হোমসের আচরণে সত্যি অবাক হয়েছে সে।

'একটা লোককে কোণঠাসা করার আগে পর্যন্ত তার আসল চেহারা জানা যায় না, বোঝা যায় না সে কতদূর যেতে পারে,' জবাব দিল কনরয়। 'যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন হোমস। ও যতক্ষণ কাছেপিঠে আছে স্বস্তি পাব না আমি।'

'আমার হাতে ছেড়ে দাও তাকে,' জবাব দিল সেগান, 'হয়তো দিন দুই লাগবে, তবে আশা করি সমস্যাটা মিটিয়েই ফিরতে পারব।'

'ওকে অবহেলা কোরো না যেন!' সতর্ক করল কনরয়, তারপর র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে পা বাড়াল, চিন্তায় ঝুলে পড়েছে মাথাটা, ইতিমধ্যে নতুন ফন্দি আঁটতে শুরু করেছে সে।

মাঝরাতের পর নিজের জায়গা ছাড়ল অ্যালার্ড। একটা তাজা ঘোড়া নিয়ে চাঁদের আলোয় পথে নামল।

গ্রীষ্মের রাত ওর ভাল লাগে, কিন্তু এই মুহূর্তে রাগ আর উদ্বেগ নিয়ে

এগোচ্ছে ও; প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করার মানসিকতা নেই।

ওকে বাধা দেয়ার মত কোন আইন নেই এদেশে। মার্শাল ব্র্যাডফোর্ডের এখতিয়ার শহরেই সীমাবদ্ধ; আর টেরিটোরিয়াল গভর্নমেন্ট বসে আছে এখান থেকে একশো মাইল দূরে, ফেডারেল কর্তৃত্বের নামমাত্র প্রতিনিধি, আইন প্রয়োগকারী কোন সংস্থা নেই ওদের।

এটা একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ অঞ্চল, এখানে নিজের সমস্যা নিজেকেই মেটাতে হয়। নিজের পছন্দমাফিক জীবনযাপন করে ওরা। লড়াই করে এখানে অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হয়; নিজের বিশ্বাস রক্ষা করতে যুঝতে হয়—সেটা ভুল হোক কিংবা ঠিক—লড়াই করতে পিছপা হয় না কেউ।

পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছে গেল অ্যালার্ড, থামল না, ওপরে উঠে যাওয়া একটা সর্পিল ডিয়ার—ট্রেইল ধরল। এই এলাকা ওর নখদর্পণে, এখানকার প্রতি ইঞ্চি জমি, জালের মত বিছানো ঝর্না আর ট্রেইল সব চেনে, ছোট ছোট পাহাড়ী মাঠ, লেক আর ন্যাড়া ঢাল—অন্ধকারেও নিজের বাড়ির পেছনের উঠানের মত চিনতে পারবে অনায়াসে।

দিনের আলো ফোটার পরপরই ওয়াইল্ডক্যাটে পৌঁছুল অ্যালার্ড। গাছপালার আড়ালে ঘোড়া থামিয়ে দীর্ঘ রাস্তাটা জরিপ করল সবার আগে। পাহাড়ী রিজের একটা ফোকরের ঠিক নিচে চ্যাপ্টা চাতালের ওপর দিয়ে চলে গেছে রাস্তাটা। ওয়াইল্ডক্যাট মূলত একটা জেনারেল স্টোর ছিল শুরুতে—ভবঘুরে ট্র্যাপার আর হোমস্টিডারদের সুবিধার কথা চিন্তা করে স্টোরটা বসানো হয়েছিল তখন, কালে কালে সেটার পাশে অনেকেই কেবিন বানিয়েছে—আস্তে আস্তে গোটা বার বোর্ড আর লগ শেল্টার তৈরি হয়েছে এখানে। স্টোর মালিকের নাম গ্রিজলি।

গ্রিজলির আসল নাম কিংবা তার আদি নিবাস জানে না কেউ, এ নিয়ে মাথাও ঘামায় না। ওর অধিকাংশ খদ্দেরই আইন আর ব্যক্তিগত শত্রুর নাগাল থেকে বাঁচতে পাহাড়ে আত্মগোপন করে থাকা আউট-ল। এখানকার পাহাড়গুলো জঙ্গলে ঢাকা, কত লোক যে গা ঢাকা দিয়ে আছে খোদা মালুম। অরণ্যচারীরা গ্রিজলির কাছ থেকে মদ আর রসদ পায়। মাঝে মাঝে গ্রিজলির স্টোরের দোতলার কোন কামরায় রাতও কাটায়। গ্রিজলি এখন বেআইনী কাজে জড়িত না থাকলেও কোন এক সময় হয়তো ছিল, আউট-লদের সঙ্গে কাজ কারবার তার; তাদের গোপনীয়তা রক্ষা করে এবং এজন্যে তাকে বিশ্বাস করে তারা। নিরপেক্ষ লোক গ্রিজলি, মুখ বন্ধ রাখার ব্যাপারে তাকে খলিফা লোক বলা যায়; ওর মত অবস্থানে থাকা লোকের জন্যে গুণটা খুবই দরকারী।

স্টোরের দিকে এগিয়ে গেল অ্যালার্ড, ঘোড়াটা বাইরে বাঁধল, তারপর ঢুকে পড়ল ভেতরে। স্টোরের ভেতরটা অন্ধকারাচ্ছন্ন, নানারকম জিনিসে ভরা শেলফগুলো। কেমন একটা গন্ধও লাগছে নাকে। সামনের এককোণে একটা পাইন কাঠের টেবিলে বিশালদেহী এক লোক বসে আছে, চামচ দিয়ে কাপের কফি নাড়ছে আর ডিমের খোসার মত হলদে হয়ে যাওয়া পুরনো *'লেসলি'স উইকলি'র* একটা সংখ্যা পড়ছে।

'সকালে উঠেই পড়তে বসেছ!' মন্তব্য করল অ্যালার্ড, 'নতুন কোন খবর

লিখেছে নাকি কাগজে?'

চামচ থেকে কফির শেষ ফোঁটাটাও ঝেড়ে কাপে ফেলল গ্রিজলি, মুখের থলথলে মাংসে প্রায় হারিয়ে গেছে তার চোখজোড়া। থলথলে হাতে ঠোঁটের ওপর থেকে পেল্লায় গোঁফজোড়া সরাল সে, যাতে কথা বলার সময় ওগুলো বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।

'নিউ ইয়র্কে একটা তুষার ঝড়ের কথা আছে, খতরনাক অবস্থা,' জবাব দিল, 'তবে এ কাগজটা ছয়মাসের পুরনো তো, এতদিনে বোধ হয় বরফ গলে পানি হয়ে গেছে। স্টোভে কফি আছে।'

গ্রিজলিকে অনেক দিন থেকে চেনে অ্যালার্ড, পরস্পরকে বোঝে ওরা। অ্যালার্ড জানে গ্রিজলিকে সরাসরি প্রশ্ন করে ফায়দা নেই। সবই জানে গ্রিজলি, কিন্তু প্রকাশ করে না। নিজের জন্যে এক কাপ কফি ঢেলে নিল অ্যালার্ড, ক্যান থেকে দুধ ঢালল, গ্রিজলি : চামচ দিয়েই নাড়ল। ভাবছে গ্রিজলির কাছ থেকে কিভাবে কথা আদায় করা যায়।

'গ্রিজলি,' বলল ও, 'মোটা হয়ে গেছ তুমি। বোধ হয় ব্যবসার অবস্থা তেমন সুবিধার না, খাটতে পারছ না।'

'ব্যবসা আগের মতই আছে,' অলস জবাব দিল গ্রিজলি, পত্রিকার পাতা ওল্টাল। 'যথেষ্ট খাটায় খদ্দেররা।'

'তবু খুব বেশি না বোধ হয়; মনে হচ্ছে তোমার খদ্দেরদের মধ্যে মেয়ে-টেয়ে নেই। ওদের অনেক খাতির যত্ন করতে হয়, খাটিয়ে মারে!'

মুহূর্তের জন্যে অ্যালার্ডের দিকে ফিরল গ্রিজলির দৃষ্টি, কিন্তু তার দৃষ্টির মানে উদ্ধার করতে পারল না অ্যালার্ড, ফের ম্যাগাজিনের পাতায় মন দিয়েছে লোকটা। 'কি জানি,' বলল সে।

কথাটা উল্টেপাল্টে দেখল অ্যালার্ড মনে মনে। গ্রিজলিকে ও চেনে। কোন মন্তব্য অর্থহীন হলে সাধারণত ঝটপট জবাব দেয় সে, একথাটাও সেভাবে বলতে পারত সে। মেয়েদের সম্পর্কে সাধারণত অবজ্ঞাসূচক মন্তব্য করে থাকে লোকটা, বেশ গুরুত্বের সঙ্গে। স্বাধীনভাবে অসঙ্কোচে নিজের মতামত প্রকাশ করে।

কফিতে চুমুক দিতে দিতে অ্যালার্ড ভাবল: সম্ভাবনা খুবই প্রবল, জোডিকে এখানে এনে আটকে রাখা হয়েছিল। কিন্তু গ্রিজলিকে দিয়ে তা স্বীকার করানো এক কথায় অসম্ভব, তার কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার তো প্রশ্নই আসে না!

কি করা যায়, তখনও স্থির করতে পারেনি অ্যালার্ড, হঠাৎ একটা ঘোড়ার এগিয়ে আসার শব্দ শুনতে পেল। গ্রিজলিও শুনেছে নিশ্চয়ই, কিন্তু তার কোন আভাস দিল না সে।

'বেশ দ্রুত বেড়ে উঠছে শহরটা,' মন্তব্য করল অ্যালার্ড, 'অনেক লোকের ভিড় দেখা যাচ্ছে।'

'দুজন লোকের ভিড় আগেও দেখেছি,' জবাব দিল গ্রিজলি, 'বেশ বড়ই বলা যায়!'

স্টোরের সামনে থেমেছে রাইডার। দরজা খুলে ভেতরে পা রাখল সে, তারপর পেছনে আটকে দিল কবাট। আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে চোখ সইয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে।

'হ্যাঁ, বেশ বড়ই বলা যায়,' আবার বলল গ্রিজলি, পাতা ওল্টাল পত্রিকার। স্টোরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে কার্ল সেগান।

তেরো

সেগানের দিকে একবার তাকিয়েই তার এখানে আসার উদ্দেশ্য বুঝে ফেলল অ্যালার্ড। আগেভাগে চালান দেয়া মেয়েটার কাছে এসেছে সে। ওই লোকের চেহারায় পরিষ্কার লেখা আছে যেন কথাটা। অন্ধকারাচ্ছন্ন কামরাটার ফ্যাকাসে পরিবেশে দৃষ্টি সয়ে আসছে। টেবিলের পাশে দেয়ালের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো অ্যালার্ডকে দেখে বিস্ময়ে ছানাবড়া হয়ে গেল তার চোখজোড়া।

'বেশ সকালেই ঘুরতে বেরিয়ে পড়েছ মনে হচ্ছে, সেগান!' বাঁকা কণ্ঠে বলল অ্যালার্ড, সেগানের চেহারার দিকে খেয়াল রাখল প্রতিক্রিয়া দেখার জন্যে।

বেদিশা হয়ে গেল যেন সেগান। দ্রুত চিন্তা করার ক্ষমতা নেই তার, তাই অ্যালার্ডের তির্যক কথায় হতবাক হয়ে গেছে, গোপন করতে পারল না সেটা। ক্রোধে রক্ত জমে লাল হয়ে উঠল তার চেহারা, কোন কথাই জোগাল না মুখে; পরিষ্কার দ্বিধায় পড়ে গেছে।

কাগজ তামাক বের করে সিগারেট রোল করতে শুরু করল অ্যালার্ড। এভাবে অবহেলার ভাব দেখানোয় সেগানের মেজাজ আরও চড়ে গেল। জিভের ডগা দিয়ে কাগজের প্রান্ত ভিজিয়ে সিগারেট তৈরি শেষ করে ঠোঁটে ঝোলাল অ্যালার্ড, প্রচুর সময় নিয়ে ধরাল ওটা। অবশেষে আবার বলল, 'কি ব্যাপার, সেগান? মাথার চুল ধরে টেনে গর্তে না এনে মেয়েদের মন জয় করতে পার না নাকি?'

সেগানের মুখের রেখাগুলো এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ক্রমাগত টিটকারি শুনে। আর সহ্য করতে পারছে না সে। এখানে আসার উদ্দেশ্য বেমালুম ভুলে গেল। অ্যালার্ডের প্রতি ঘৃণায় ভরে গেল তার সারা শরীর।

'আমার সঙ্গে ঝামেলা বাধাতে চাও?' জিজ্ঞেস করল সে ভাঙা গলায়।

ঠাণ্ডা হাসল অ্যালার্ড। 'ঝামেলা বাধতে কি বাকি আছে, সেগান? আমি লক্ষ্য করেছি কাল রাতে লড়াইয়ের সময় আমার ত্রিসীমানায় আসনি তুমি!'

'কাল রাতে তোমাকে সামনে পেলে আজ আর এখানে দাঁড়িয়ে বকবক করতে পারতে না তুমি,' জবাব দিল সেগান।

'কিন্তু এখন তো সামনেই আছি,' পাল্টা জবাব অ্যালার্ডের। 'তোমার মত একই উদ্দেশ্যে আসা—মেয়েটার কাছে। তোমার কোন আপত্তি আছে?'

সেগানের বিশাল ডান হাতটা পিস্তলের বাঁটের ওপর খেলে বেড়াচ্ছে, নিজের অজান্তেই বারবার আঁকড়ে ধরছে বাঁটটা, আবার ছেড়ে দিচ্ছে; মনে হচ্ছে হাতটা বুঝি তার শরীর থেকে আলাদা, নিজের ইচ্ছায় কাজ করতে চায়। কিন্তু খুব ধীরে হলেও সমস্যাটা নিয়ে ভাবনা চলছে সেগানের মাথায়। সঙ্গে পিস্তল আছে তার, অ্যালার্ডকে খুন করার তীব্র আকাঙ্ক্ষাও বোধ করছে, কিন্তু অ্যালার্ডও সশস্ত্র এবং ড্র-এ তার তুলনায় অনেক ফাস্ট। অস্ত্রের মুখে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ রেখেছে অ্যালার্ড, সেগান এখনও সেটা পারেনি।

আরও গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার বিরত রাখল সেগানকে: তার অবচেতন মনে ফুটে উঠল সেই অন্ধকার রাতের ছবিটা—ট্রেইলের ওপর মুখোমুখি হয়েছিল ওরা, তাকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল অ্যালার্ড, কিন্তু মোকাবিলা না করে পিঠটান দিয়েছিল সে তখন। সেই ঘটনাটা দারুণ আঁচড় কেটেছে সেগানের মনে; এখন সেজন্যেই অ্যালার্ডের বিরুদ্ধে পিস্তল বের করার সাহস পেল না সে। গান-হ্যান্ডে সিগারেট ধরে রেখে পরিষ্কার অপমান করেছে ওকে অ্যালার্ড। নিজেকে প্রায় অচল করে রেখেছে, কিন্তু সেগান স্পষ্ট জানে নিজের অস্ত্র হোলস্টার থেকে বের করার আগেই ড্র করবে অ্যালার্ড, রেহাই পাওয়া যাবে না।

কিন্তু কেউ ওর মুখের ওপর কথা বলে হারিয়ে দেবে আর তা সহ্য করে যাবে, সেগানের এই মানসিকতা নেই। চারপাশে উত্তেজনা জমে উঠছে, টের পেল সে। তার নিজের লোকজনের সামনে তাকে যে অপদস্থ করেছে তার মধ্যেও অস্থিরতার ছাপ। সেগান উপলব্ধি করল, ব্যাটাকে চিরতরে খতম করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই তার।

'অ্যালার্ড,' বলল সে, 'আজকাল নিজেকে বড় কাপ্তান ভাবতে শুরু করেছ তুমি, কম জ্বালাতন করছ না আমাকে। সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেছে আমার!'

'তাতে আমার বয়েই গেল!' বিদ্রূপের সুরে বলল অ্যালার্ড। 'তোমার কোন্ কায়দা পছন্দ বল, তারপর নেমে যাও কাজে। আমি তৈরি!'

'পিস্তলে তোমার হাত দারুণ চলে,' প্রশংসার সুরে জবাব দিল সেগান, 'কিন্তু হাত থেকে ওটা ফেলে দাও, দেখা যাবে তাহলে আর তেমন কিছু বাকি থাকে না তোমার। কথাটা অনেকবার ভেবেছি আমি, এখনও সেটাই ভাবছি।'

'এ-ব্যাপারে একটা কিছু করতে চাও, এই তো?'

'হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ!' জবাব দিল সেগান। কৌশল স্থির করে ফেলেছে সে। টসে জিত হয়েছে তার। কোমরের কাছে হাত নামাল সে, বেল্টের বাক্‌ল খুলতে লাগল। 'খালিহাতে তোমাকে ছিঁড়ে ফানাফানা করব আজ, তারপর দেখব কি আছে ভেতরে যার জোরে এত তড়পানোর সাহস পাও তুমি, বিরাট ভাব নিজেকে!'

হোলস্টারসহ পিস্তল খুলে ফেলল সেগান, কামরার একপাশে গিয়ে কাউন্টারের ওপর নামিয়ে রাখল। 'এবার,' বলে ঘুরে দাঁড়াল সে অ্যালার্ডের দিকে, 'তোমার হোলস্টার খোল। তারপর দেখা যাবে নিজের জোরে নাকি ওই হোলস্টার মদদে এত চোটপাট তোমার!'

সেগানের জন্যে বুদ্ধিটা অভাবনীয়ই বলতে হবে। এতে করে পরিস্থিতি

নিজের অনুকূলে নিয়ে যেতে পেরেছে সে। কারণ অ্যালার্ডের তুলনায় সেগানের ওজন অন্ততপক্ষে ষাট—সত্তর পাউন্ড বেশি হবে, রাফ-অ্যাণ্ড-টাম্বল ফাইটে তাকে ওস্তাদ বলা যায়—মারে কোন ব্যথাই পায় না সে বলতে গেলে। সারা শরীরে কিলবিল করছে পেশী, বাড়তি কোন মেদ নেই। হিংস্র বাদামী একটা ভালুক যেন এবং বুনো জানোয়ারের মতই লড়তে জানে।

খুঁচিয়ে তাকে খ্যাপা পাগল করে দিয়েছে অ্যালার্ড. কিন্তু তারপরও ওর সঙ্গে গানফাইটে নামার বোকামি করেনি সে, বরং বুদ্ধিতে টেক্কা দিয়েছে অ্যালার্ডের ওপর। ওর সামনে অটল পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে আছে এখন দৈত্যটা, পা দুটো ফাঁক করে রেখেছে, মোটা নাক দিয়ে ফোঁস-ফোঁস শব্দে শ্বাস টানছে। অ্যালার্ড নিরস্ত্র অবস্থায় তাকে গুলি করবে না—এই আস্থা তার আছে। সে জানে এখন অস্ত্র ত্যাগ করতে বাধ্য হবে অ্যালার্ড, খালিহাতে মারপিট করবে তার সঙ্গে—এটাই চেয়েছিল সে—আর তা নাহলে গ্রিজলির সামনে হার স্বীকার করে পিছিয়ে যেতে হবে, মানসম্মান যাবে!

'সেগান,' গানবেল্টের বাক্‌ল খুলতে খুলতে বলল অ্যালার্ড, 'বুড়ো এক নেস্টরের ঘর পুড়িয়ে তার মেয়েকে যে অপহরণ করে নিজের পৌরুষের প্রমাণ দেয় অনায়াসে তাকে পিটিয়ে তক্তা বানাতে পারি আমি। তুমি আসলে পুরুষ নামের কলঙ্ক, নিজের চিন্তা করার যোগ্যতা পর্যন্ত নেই! তুমি কনরয়ের বিশাল ডান হাত, কনরয়ের মাথা থেকে যেসব নোংরা কাজের বুদ্ধি বের হয় নিজের হাতে না করে তোমাকে দিয়ে করায় সে। তোমার হয়ে চিন্তা করার জন্যে কনরয় না থাকলে বাদবাকি গরুর সঙ্গে তোমাকেও রেঞ্জে গিয়ে ঘাস চিবাতে হত নির্ঘাত। নিজেকে পুরুষ ভাবলে এস, প্রমাণ কর!'

অ্যালার্ড যা আশা করেছিল, ওর কথায় রাগে ক্রোধে একেবারে অন্ধ হয়ে গেল সেগান। নিমেষে পাগলের মত হয়ে গেল বিশালদেহী লোকটার দৃষ্টি, পাহাড়ী সিংহের মত জ্বলজ্বল করতে লাগল। অ্যালার্ডের দিকে তেড়ে এল সে, অন্ধ অদম্য ক্রোধের এক স্রোতের মত। অ্যালার্ডকে নিরস্ত্র করার বুদ্ধিটা কাজ দিয়েছে, এখন ওকে শেষ করার সুযোগটা পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে।

তৈরি ছিল অ্যালার্ড, জানে অবস্থা ওর প্রতিকূলে; এ-ও জানে ওকে গুলি করে মারতে পারবে জানা থাকলে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অন্য চেহারা নিত! অ্যালার্ড জানে শক্তি আর স্বাস্থ্যে সেগানের অবস্থা ওর চেয়ে অনেক সংহত।

সেগান কাছে আসামাত্র তার বাড়ানো ডান হাতটা ওপর দিকে ঠেলে দিল অ্যালার্ড, চট করে সরে গেল একপাশে, সেগান ওকে পাশ কাটিয়ে যাবার সময় মওকা পেয়ে তার কানের ওপর দড়াম করে একটা রদ্দা ঝেড়ে দিল।

আরও বেড়ে গেল সেগানের চলার গতি। অ্যালার্ডের মনেও ঝাঁকুনি লাগল, ও বুঝতে পারল সেগানকে কেন খেপিয়ে তুলে লড়াইতে নামিয়েছে—আসলে জোডিকে অপহরণ করার অপরাধের শাস্তি দিতে চায় ও লোকটাকে। চিন্তাটা মাথায় আসায় অবাক হলো অ্যালার্ড। সেই সঙ্গে দানবটাকে আঘাত করার নতুন প্রেরণা পেল মনে।

ছুটন্ত ঘোড়ার মত আচমকা থমকে দাঁড়াল সেগান, পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল

পরক্ষণে। তারপর খ্যাপা ষাঁড়ের মত মাথা নিচু করে তেড়ে এল আবার। এখন ঘনঘন জায়গা পরিবর্তন করছে অ্যালার্ড। সদর দরজা আর স্যাডল র‍্যাকের মাঝখানের ফাঁকা জায়গায় সেগানের মুখোমুখি হলো ও। মাথা দিয়ে বুকে আঘাত করল সেগান, চোখ বন্ধ করে রেখেছে। বেমক্কা ধাক্কা খেয়ে স্যাডল র‍্যাকের ওপর গিয়ে পড়ল অ্যালার্ড, র‍্যাকসহ উল্টে পড়ে গেল নিচে।

স্যাডলের স্তূপে লুটিয়ে পড়ল অ্যালার্ড, পড়ার আগেই জাপ্টে ধরেছিল সেগানের ভেস্ট, টানের চোটে পড়ল সে-ও। পূর্ণ ওজন নিয়ে ওর গায়ের ওপরই পড়ল লোকটা; পিঠ মেঝে স্পর্শ করার সময় দুহাঁটু ভাঁজ করে ফেলল অ্যালার্ড, সেগানের পেটে ঠেকাল; হাঁটুর ওপর পড়ে 'আঁক' করে উঠল দানবটা, ভুশ্ করে অনেকখানি দম বেরিয়ে গেল তার ফুসফুস থেকে। স্যাডলের স্তূপ থেকে নিজেকে আলাদা করার চেষ্টা করছে সেগান, সে যখন ব্যস্ত, এই অবসরে গড়ান দিয়ে উঠে দাঁড়াল অ্যালার্ড।

পরক্ষণে মুক্ত হলো সেগান, গড়িয়ে চার হাতপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল মুহূর্তের জন্যে, তারপর সোজা হলো আবার, তেড়ে এল অ্যালার্ডের দিকে, আগের মত মাথা নিচু করে। কিন্তু অ্যালার্ডের কাছে এসেই থমকে দাঁড়াল হঠাৎ, একটা পা উঠিয়ে লাথি বসিয়ে দিল ওর পেটে।

দুভাঁজ হয়ে গেল অ্যালার্ড, সব বাতাস বেরিয়ে গেল ফুসফুসের। আবার লাথি চালাল সেগান, বুটের ডগা লেগে ছাল উঠে গেল অ্যালার্ডের মুখের। ভাগ্যিস, বেশি জোরে লাগেনি আঘাতটা! লাগলে দফারফা হয়ে যেত! তবে চামড়া ফাঁক হয়ে গেল অ্যালার্ডের, লুটিয়ে পড়ল ও। বাচ্চা ছেলে যেভাবে পানিতে ঝাঁপ দেয় ঠিক তেমনি অ্যালার্ডের ওপর লাফিয়ে পড়ল সেগান; দুই পা শূন্যে তুলে দিল সে, তারপর বসার ভঙ্গিতে শরীরের সমস্ত ওজন নিয়ে নেমে এল অ্যালার্ডের বুকের ওপর, দম বন্ধ হবার দশা হলো ওর।

অ্যালার্ডের ফুসফুস এখন বাতাস শূন্য, অসাড়, শ্বাস নিতে পারছে না ও, থরথর করে কাঁপছে শরীরের প্রতিটি পেশী, বেপরোয়া হয়ে বাতাস টেনে নেয়ার চেষ্টা করছে বুক, হাঁসফাঁস অবস্থা, অন্ধকার হয়ে আসছে পুরো ঘর, ছোট ছোট তারা নেচে বেড়াচ্ছে মাথার চারপাশে।

জলদি এই শোচনীয় অবস্থা থেকে উদ্ধার পেতে হবে!

চিত হয়ে শুয়ে সেগানের মাথা বরাবর জোড়াপায়ে পরপর দুটো লাথি মারল অ্যালার্ড। ওর বুটের ডগা লাগল সেগানের কানের পাশে, মাথা নুয়ে এল তার। খপ করে চুল ধরে ফেলল অ্যালার্ড, এক হাতে টেনে মাথাটা নিচু করে রেখে আরেক হাতে দমাদম ঘুসি মারতে লাগল লোকটার নাকে। নাকের ফুটো দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরোতে শুরু করল এবার। মুহূর্তের জন্যে অন্ধ হয়ে গেল সেগান, নজর পরিষ্কার করতে চোখ বুজে এপাশ-ওপাশ মাথা ঝাঁকাল।

সেগান যখন মাথা ঝাঁকাচ্ছে, ঠিক তখনই আচমকা তার চুল ধরে মাথাটা মুচড়ে দিল অ্যালার্ড। ওর ওপর থেকে পড়ে গেল ভালুকটা মেঝেয়। ঝট করে সেগানের পায়ের নাগালের বাইরে চলে এল অ্যালার্ড, টলতে টলতে সোজা হয়ে

দাঁড়াল, মাংসের কাউন্টারে হেলান দিল। আবার উঠে দাঁড়াল সেগান, তেড়ে এল।

ছুটন্ত সেগানের ঘাড়ে একটা রদ্দা হানল অ্যালার্ড, জায়গায় জমে গেল লোকটা; মাথাটা ঝাঁকি খেল উল্টো দিকে। সামনে বাড়ল অ্যালার্ড, পটাপট গোটা কয়েক ঘুসি বসিয়ে দিল সেগানের পাঁজরে—লোকটার দম শেষ করে দেয়ার চেষ্টা করছে। সেগানের দুই হাত ইস্পাতের মত ভারি হয়ে গেছে, এক মুহূর্ত শরীরের পাশে ঝুলে থাকল ওগুলো। পরের ঘুসিটা ঠিক মুখে মারল অ্যালার্ড। প্রচণ্ড আঘাতে সেগানের ঠোঁট থেঁতলে গেল দাঁতের সঙ্গে লেগে, গাল বেয়ে রক্ত ঝরতে লাগল।

ফ্যাকাসে হয়ে গেল সেগানের চেহারা, মাতালের মত এপাশ-ওপাশ দুলছে সে। এদিকে সেগানের নিষ্ঠুরতায় খেপে উঠেছে অ্যালার্ড, ওকে শেষ করে দেয়ার প্রতিজ্ঞায় আবার সামনে বাড়ল ও।

ষাঁড়ের মত শক্তি ধরে সেগান। স্রেফ সহজাত প্রবৃত্তির বশেই চলাফেরা করছে এখন। হাত বাড়িয়ে হঠাৎ অ্যালার্ডের কোমর জড়িয়ে ধরল, এমন জোরে চাপ দিল, ঘুসি চালানোর উপায় থাকল না আর। ওকে জাপটে ধরে রেখে আবার দম ফিরে পেল সেগান, মাথা পরিষ্কার হয়ে এল তার।

সেগানের কঠিন বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা চালাল অ্যালার্ড। কিন্তু পিঠের ওপর চেপে বসেছে লোকটার বিশাল দুহাত: কেবল শক্তিক্ষয়ই সার হলো অ্যালার্ডের। মুক্তি পাওয়া দূরে থাক, চেষ্টা করতে গিয়ে আরও দুর্বল হয়ে পড়ল সে।

এবার মরিয়া হয়ে উঠল অ্যালার্ড। এক হাঁটু উঁচু করে শরীরের সব শক্তি জড়ো করে সেগানের পেটে আঘাত হানল। শুয়োরের মত ঘোঁৎ করে উঠল সেগান, মুহূর্তের জন্যে হাত আলগা হলো তার, মুক্তি পেয়ে হার্ডওয়্যার কাউন্টারের ওপর আছড়ে পড়ল অ্যালার্ড।

ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে এখন ওরা। কেবলমাত্র প্রবল ইচ্ছা শক্তির জোরে এখনও দুপায়ে দাঁড়িয়ে আছে। অ্যালার্ড বুঝতে পারল দুর্বলতা গ্রাস করে নিচ্ছে ওকে, সীসার মত ভারি হয়ে আসছে দুহাত; শরীরের ভার সইতে পারছে না অবশ পা জোড়া। মন্থর হয়ে গেছে সেগানও, বুঝতে পারল ও, তাই লড়াই চালানোর জন্যে আবার সামনে বাড়ল।

অন্ধের মত যেন চলাফেরা করছে এখন সেগান, মারবে কিংবা মরবে—আর কিছু জানে না সে, আদিমকালের কোন জানোয়ার বনে গেছে। শারীরিক কোন যন্ত্রণা তাকে আর স্পর্শ করছে না যেন। কাউন্টার থেকে সরে এল লোকটা, তবে খুব ধীর গতিতে এখন সামনে বাড়ছে, নিজেকে সোজা রাখার জন্যে পা দুটো ছড়িয়ে দিয়েছে আবার। অ্যালার্ডের দিকে এগিয়ে আসছে সে।

গানর‍্যাকের সঙ্গে পায়ের সাহায্যে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল অ্যালার্ড। সেগান ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই তার বুকের ওপর দুহাত রাখল ও। তারপর আচমকা অবশিষ্ট শক্তি এক করে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ধাক্কা মারল।

তাল হারাল সেগান, সামনে পাক খেল, গানর‍্যাকটা পড়ে গেল তার ধাক্কা লেগে, মেঝেয় ছড়ানো অস্ত্রের ওপর লুটিয়ে পড়ল সে।

উঠে গেল সেগান। অস্ত্রগুলোর দিকে প্রায় ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে তাকাল। লোকটার চিন্তাধারা যেন পরিষ্কার পড়তে পারল অ্যালার্ড। মেঝেয় হাত নামাল সেগান, হাত পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল, দেখা গেল একটা শটগানের ব্যারেল ধরে আছে সে। পালা করে দুহাতে থুতু ফেলল লোকটা, কোদাল দিয়ে মাটি কাটার সময় লোকে যেমন করে, তারপর ধরল বন্দুকটা শক্ত করে, ভীতিকর ভঙ্গিতে নাচাতে লাগল। অ্যালার্ডের দিকে তাকাল আবার, তার থ্যাঁতলানো নিচের ঠোঁটটা ঝুলছে ল্যাগব্যাগ করে, হলদে দাঁত দেখা যাচ্ছে, চক-চক করছে দুচোখ।

আত্মরক্ষার খাতিরে কোন একটা হাতিয়ারের সন্ধানে দ্রুত চারপাশে নজর বোলাল অ্যালার্ড, তারপর হাত বাড়িয়ে একটা হিকরি কাঠের ডাণ্ডা তুলে নিল, নাগালের মধ্যে আর কিছু পাওয়া গেল না। ডাণ্ডাটার ওজন বোঝার চেষ্টা করল ও। এই সময় আবার পাগলা কুকুরের মত এগিয়ে এল সেগান, কাঁধের ওপর তুলে ধরেছে শটগান, কুড়োলের মত।

পিছিয়ে এল অ্যালার্ড, ডাণ্ডাটা নাচাচ্ছে। ওকে অনুসরণ করে স্টোরের পেছন দিকে চলে এল সেগান। স্টোরের কোথায় যেন গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে, অস্পষ্ট, দূরাগত। কে কথা বলছে জানার চেষ্টা করল না অ্যালার্ড। সেগানের অস্ত্রের নাগালের বাইরে থাকার দিকে সমস্ত মনোযোগ।

অবশেষে শুকনো জিনিসের কাউন্টারে পিঠ ঠেকে গেল অ্যালার্ডের, আর পিছু হটার উপায় নেই। সন্তোষসূচক একটা শব্দ করল সেগান। বিরাট একটা বৃত্তচাপের আকারে অ্যালার্ডের মাথা বরাবর চালাল শটগানটা। হাঁটু ভাঁজ করে নিচু হয়ে গেল অ্যালার্ড। ওর মাথার ওপর দিয়ে সাঁই করে চলে গেল বন্দুকটা।

আবার সোজা হলো অ্যালার্ড, গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে এগিয়ে গেল সামনে, সজোরে চালাল ডাণ্ডাটা, সেগানের ঠিক চাঁদিতে লাগল আঘাতটা, একটা কানের প্রায় অর্ধেকটা ছিঁড়ে নিয়ে নেমে এল কাঁধের দিকে। পরের আঘাতটা কাঠুরের কুড়োল চালানোর কায়দায় চালাল অ্যালার্ড।

অসাড় হয়ে গেল সেগানের হাত, মেঝের ওপর খসে পড়ে গেল শটগানটা। জ্যাকনাইফের মত দুভাঁজ হলো সেগানের হাঁটু, মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সে। বার কয়েক পা নাচল তার, কাত হলো সে, তারপর আবার চিত হয়ে শুলো; ডাঙায় তোলা মাছের মত খাবি খাচ্ছে।

হাতের ডাণ্ডাটা ফেলে দিল অ্যালার্ড, আর সামলাতে পারছে না ওটার ওজন। শ্বাস নিতে গিয়ে বুকে ব্যথা পেল ও। ন্যাকড়ার মত নাজুক মনে হচ্ছে পা দুটোকে। একটা পেরেকের বাক্সের ওপর কোনমতে বসে পড়ল সে, দুহাতে মাথা ধরে রাখল, বড় বড় দম ফেলছে, সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে ব্যথার স্রোত।

সেগান আর উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে না।

আরও কিছুক্ষণ যাবার পর চারপাশের নীরবতার ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠল অ্যালার্ড, মারপিটের সময় কানে আসা কণ্ঠস্বরের কথা মনে পড়ল। হাত থেকে মাথা তুলে চারপাশে নজর বোলাল ও। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে স্টোরটা: স্যাডল আর হারনেস র‍্যাক উল্টে পড়েছে; ডানদিকের শেলফগুলোর কৌটার জিনিসপত্র মেঝেময় ছড়িয়ে আছে; বামদিকে অভারঅলস জাম্পার আর হর্স-ব্ল্যাঙ্কেটের স্তূপ, কাউন্টার থেকে ছিটকে পড়েছে, ছিটিয়ে আছে মেঝের ওপর।

অবশেষে বিশালদেহী গ্রিজলির ওপর স্থির হলো অ্যালার্ডের দৃষ্টি। স্টোরের সামনে ডান কোণে আগের মতই নিজের টেবিলে বসে আছে, তবে তার হাতে এখন কফির কাপটা নেই, একটা উইনচেস্টার ধরে রেখেছে, টেবিলের প্রান্তে ঠেকানো ওটার ব্যারেল, নিশানা করে রেখেছে স্টোরের পেছনে বাম দিকের সিঁড়ির দিকে। অবস্থানটা এমন যে, প্রয়োজন হলেই নিমেষে আবার সেগানের দিকে লক্ষ্য স্থির করতে পারবে। একটা পোকার টেবিলের পাশে মেঝেতে নিথর পড়ে আছে সেগান।

মেয়েদের প্রতি বিতৃষ্ণা প্রকাশ করার সময়টা বাদে অন্য কোন সময় গ্রিজলির চেহারায় ভাবান্তর ঘটে না। অ্যালার্ডের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সে এবার, জিজ্ঞেস করল, 'মেরে ফেলেছ নাকি ব্যাটাকে?'

'নাহ্,' জবাব দিল অ্যালার্ড, সারা শরীরে ব্যথা নিয়ে উঠে দাঁড়াল, 'ফাঁসিতে ঝোলার জন্যে বেঁচে থাকবে বোধ হয়।'

'তাহলে বলতে হবে নিজের লোকের প্রতি অবহেলা দেখাচ্ছ তুমি,' বিড়বিড় করে বলল গ্রিজলি, 'লজ্জা হওয়া উচিত তোমার!'

'কার কথা বলছ তুমি?' এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল অ্যালার্ড, পট থেকে এক কাপ কফি ঢেলে নিল। 'নাকি এসব কথার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই?'

'আরেকটু হলেই সম্পর্ক হয়ে যেত অবশ্য,' জবাব দিল গ্রিজলি। 'সেগানের কাজ করে তালপাতার সেপাইটা—কি যেন নাম?—ফ্রিম্যান—সিঁড়ির মাথা থেকে উঁকি দিয়েছিল তখন, গুলি করতে চেয়েছিল তোমাকে। কিন্তু সেগানের সঙ্গে তোমার মারপিটে যাতে বাগড়া দিতে না পারে সে ব্যবস্থা করেছি আমি। আমি চেয়েছি তোমাদের বিবাদ তোমরাই ফয়সালা কর।'

'তোমার গুলির আওয়াজ তো পাইনি!'

'গুলি করার সুযোগ হয়নি, আগেই উধাও হয়ে গেছে—তাছাড়া আরেকজনের গায়ে গুলি লাগার ভয় ছিল!'

'মেয়েটার কথা বলতে যাচ্ছিলে তুমি!'

'কিছুই বলতে যাচ্ছিলাম না। তবে তোমার আগ্রহ থাকলে দোতলায় গিয়ে সিঁড়ির মাথা থেকে দুনম্বর কামরায় গিয়ে একবার ঢুঁ মেরে আসতে পার!'

উত্তপ্ত কফিটুকু শেষ করল অ্যালার্ড, তারপর এগিয়ে গেল ওঅশ বেসিনের দিকে, মুখ থেকে রক্ত ধুয়ে পরিষ্কার করল ঝটপট। গানবেল্ট তুলে নিয়ে বাঁধল আবার কোমরে। তারপর চিন্তিত চেহারায় সেগানের দিকে তাকাল একবার। ওর মনের কথা বুঝতে পারল গ্রিজলি।

'সেগান আর তোমাকে বিরক্ত করবে বলে মনে হয় না,' বলল। 'মেয়েটাকে ফেয়ার ফাইটে জিতে নিয়েছ তুমি। সেগান যাতে নাক না গলায় আমি দেখব সেটা।'

'তুমি একটা ফাজিল বুড়ো!' জবাব দিল অ্যালার্ড, তারপর সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে শুরু করল।

দ্বিতীয় কামরার দরজা আধখোলা। টোকা দিল অ্যালার্ড, কোন সাড়া না পেয়ে পুরোপুরি খুলে ফেলল কবাট। লোক ছিল এখানে, কিন্তু এখন খাঁ খাঁ করছে। বিছানার দিকে তাকাল অ্যালার্ড, বোঝা যাচ্ছে বেডকাভার না সরিয়েই ওটায় শুয়ে বিশ্রাম নিয়েছে কেউ। বালিশের পাশে একটা চুলের কাঁটা পেল অ্যালার্ড। বেরিয়ে এসে অন্য কামরাগুলোয় তল্লাশি চালাল। কোথাও কেউ নেই।

আবার নিচে নেমে এল অ্যালার্ড। 'খাঁচা ছেড়ে পালিয়েছে ওরা,' বলল গ্রিজলিকে, 'কেউ নেই ওখানে!'

বিশাল গোঁফে তা দিল গ্রিজলি। 'হুম, আমারই ভুল হয়েছে দেখতে পাচ্ছি,' জোর গলায় বলল। 'তোমাদের মারপিট দেখতে ব্যস্ত ছিলাম তো, সেই সুযোগে মেয়েটাকে নিয়ে পেছন দিকের সিঁড়ি বেয়ে নেমে কেটে পড়েছে ফ্রিম্যান, বুঝতেই পারিনি। এখন কি করবে তুমি?'

'ওদের খোঁজে যাব।'

'পাহাড়গুলো একেবারে গোলক ধাঁধার মত,' ওকে মনে করিয়ে দিল গ্রিজলি।

'এদিককার প্রত্যেকটা ঝোপই আমার চেনা,' জবাব দিল অ্যালার্ড।

'কিন্তু ঝোপের আড়ালে কে গা ঢাকা দিয়ে আছে জান না তুমি,' মন্তব্য করল গ্রিজলি।

'যথাসময়ে জেনে নেয়া যাবে,' বলল অ্যালার্ড। 'এখুনি ট্র্যাক করতে বাইরে যাচ্ছি আমি। তোমার যা ক্ষতি হয়েছে তার অর্ধেক আমার নামে লিখে রেখ। আবার যখন এদিকে আসব, পাওনা মিটিয়ে দেব।'

'আমার কাছে তোমার কোন দায় নেই। মারপিটটা দারুণ উপভোগ করেছি। সেগানের একটা শিক্ষা হয়েছে দেখার জন্যে দশ বছর ধরে অপেক্ষা করেছিলাম আমি।'

সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল অ্যালার্ড, ঘোড়াটা আলগা করে নিল রেইল থেকে, তারপর কোণ ঘুরে স্টোরের পেছনে চলে এল। এখানে একজন পুরুষ আর একজন মহিলার পায়ের ছাপ পেল ও, পোল কোরালের দিকে গেছে। ঝটপট ঘটনাটা আন্দাজ করে নিল অ্যালার্ড। ফ্রিম্যান আগেই ঘোড়ার জিন চাপিয়ে তৈরি করে রেখেছিল, মেয়েটাকে নিয়ে তাই দ্রুত পালিয়ে যেতে পেরেছে। ওদের ট্র্যাক অনুসরণ করে জঙ্গলে ঢুকল অ্যালার্ড। চওড়া বহুলব্যবহৃত ট্রেইল ধরে পাহাড় বাইতে শুরু করল।

হঠাৎ আরেকটা ঘোড়ার ট্র্যাক দেখে দ্বিধায় পড়ে গেল অ্যালার্ড, গাছপালার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে ঘোড়সওয়ার, তারপর ফ্রিম্যানদের পিছু নিয়েছে। শেষ রাইডারের ঘোড়ার খুরের ছাপ ফ্রিম্যান আর জোডির ঘোড়ার খুরের ছাপের ওপর পড়েছে। এগোতে এগোতে ব্যাপারটার মানে বোঝার চেষ্টা করল অ্যালার্ড, কিন্তু কোন জবাব খুঁজে পেল না।

পাইন আর ব্ল্যাকজ্যাকের সারি দুপাশে, চওড়া ট্রেইল বরাবর আরও অনেকটা ওপরে উঠল অ্যালার্ড। খানিক পর একটা ঘোড়ার ট্র্যাকের একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ল ওর। প্রতি তিন চারশো গজ পর পর কেমন যেন হয়ে গেছে ছাপগুলো, যেন আরোহী ঘোড়া থামিয়ে কয়েককদম আগুপিছু করেছে।

এগোনোর সময় এদিকে বিশেষ খেয়াল রাখল অ্যালার্ড, অদ্ভুত ট্র্যাক একটা নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। অ্যালার্ড পরিষ্কার বুঝল রাইডারদের একজন ট্রেইল রেখে যেতে ইচ্ছাকৃতভাবে ঘোড়াকে নাচাচ্ছে।

কিন্তু কাজটা কোন্ রাইডারের? কার জন্যে চিহ্ন রেখে যাচ্ছে?

একসারি নিবিড় পাইনের ঝোপে পৌঁছুল অ্যালার্ড, ওক গাছ পাতলা হয়ে এসেছে এদিকটায়। অ্যালার্ড লক্ষ করল তৃতীয় রাইডারের ট্র্যাক হঠাৎ একটা সংকীর্ণ ডিয়ার-ট্রেইলের দিকে চলে গেছে এখানে এসে, ট্রেইলটা প্রায় দুর্গম ঝোপ আর গ্রন্থিল চারা গাছের মধ্য দিয়ে গেছে । বাকি ঘোড়া দুটো মেইন ট্রেইল বরাবর এগিয়ে গেছে।

ঘোড়া থামাল অ্যালার্ড, ঘটনার তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুই স্পষ্ট হলো না ওর কাছে। আবার জোড়া ঘোড়ার পিছু নিল ও, ওদিকেই তার আসল আগ্রহ।

কিন্তু সরাসরি ট্রেইল ধরে এগোল না অ্যালার্ড, কারণ তৃতীয় রাইডার বিদায় নেয়ায় এখন বিপদের আশঙ্কা বেড়ে গেছে। কে জানে, ওই লোকটা হয়তো কোন ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে আছে এখন। গ্রিজলির সাবধানবাণী মনে পড়ল: 'কিন্তু ঝোপের আড়ালে কে গা ঢাকা দিয়ে আছে জান না তুমি।' কথাটা মনে পড়তেই ট্রেইল থেকে ডান দিকে সরে গেল অ্যালার্ড, তারপর ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে ট্রেইলের সমান্তরালে পোয়া মাইলের মত সামনে বাড়ল একটানা।

অবশেষে একটা শাখা-ঝর্নার কাছে পৌঁছুল অ্যালার্ড, থেমে পানি খাওয়াল ঘোড়াকে। সামনের ঘোড়া দুটোকেও এখানে পানি খাওয়ানো হয়েছে। ঝোপ থেকে না বেরিয়ে ঘোড়া থামাল অ্যালার্ড। সামনে একটা খোলা মাঠ রয়েছে, ওটার ওধারে পাইন-লগের একটা কেবিন দেখা যাচ্ছে।

স্যাডল থেকে নামল অ্যালার্ড, ঘোড়া নিয়ে আবার গাছপালার আরও গভীরে ফিরে এল, বাঁধল জানোয়ারটাকে, তারপর ফের এগোল গাছপালার সীমানার দিকে। যে কোন লোকের জন্যে এই কেবিন দুর্গের মত, বিপদের ঝুঁকি না নিয়ে ওটার ধারে কাছে যাবার উপায় নেই কারও।

কেবিনের সামনে একটা দরজা আছে, তবে কোন পাল্লা নেই; জানালার অবস্থাও তাই। খোলা মাঠের ওপর দিয়ে দরজার দিকে যাবার মানে হবে স্রেফ আত্মহত্যা। আপাতত তা না করার সিদ্ধান্ত নিল অ্যালার্ড।

পায়ে হেঁটে খোলামাঠের পুরো সীমানা চক্কর দিল ও, গাছপালার আড়াল থেকে কেবিনের চারপাশটা জরিপ করল। পাশে বা পেছনে কোন জানালা নেই, সুতরাং পেছন থেকে ওখানে ঢুকে ফ্রিম্যানকে ভড়কে দেয়া যাবে না। ওদিক দিয়ে কোন কাজ হবার নয়। আবার ঘোড়ার কাছে ফিরে এল অ্যালার্ড।

সেগানের সঙ্গে মারপিট করতে গিয়ে কতখানি শক্তি হারিয়েছে এতক্ষণ বুঝতে পারেনি ও।

দানবটার সাঁড়াশীর চাপে আরেকটু হলেই ভাঙত ওর পাঁজর। স্যাডলে চাপতে গিয়ে ব্যথা টের পেল। হাতের পেশীও ব্যথা করছে। পায়ের অবস্থা থেকে মনে হচ্ছে এইমাত্র বুঝি পঞ্চাশ মাইল রাস্তা দৌড়ে এসেছে। ওর মুখটা একেবারে থেঁতলে গেছে। দুর্বল বোধ করছে সে। মারপিটের পরিশ্রমে ক্লান্তি ভর করেছে শরীরে। এখন ওর বিশ্রাম দরকার, কিন্তু জানে আরও অনেকক্ষণ বিশ্রামের সুযোগ পাবে না।

আবার কেবিনের দিকে মনোযোগ দিল অ্যালার্ড। আক্রমণের কৌশল স্থির করার চেষ্টা করল। একের পর এক পরিকল্পনা বাতিল করে দিল, আত্মহত্যার সামিল বলে মনে হচ্ছে প্রত্যেকটা কৌশল। জোডিকে ওখানে আটকে রেখেছে কনরয়ের লোক, ওটুকু পরিষ্কার জানে ও। কিন্তু ওকে উদ্ধার করা বিরাট এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেবিনের দিকে অবিরাম গুলি ছুঁড়ে ফ্রিম্যানকে বের করে আনার চেষ্টা করতে পারছে না, কারণ জোডিও আহত হতে পারে।

অবশেষে সামনের দরজা দিয়ে কেবিনে ঢুকে ফ্রিম্যানকে কাবু করার সিদ্ধান্ত নিল অ্যালার্ড। আর কোন উপায় নেই। ঝোপের আড়ালে একটা লোক গা ঢাকা দিয়ে আছে, তাছাড়া আগে হোক পরে হোক সেগানের হাজির হবার ষোল আনা আশঙ্কা রয়েছে।

আবার গাছপালার আড়ালে আড়ালে চলে কেবিনের একপাশে চলে এল অ্যালার্ড, তারপর পা বাড়াল জানালাবিহীন দেয়ালের দিকে। ফ্রিম্যানের অস্ত্র থেকে বাঁচতে খোলা মাঠের ওপর দিয়ে এঁকে-বেঁকে ছোটার পরিশ্রম থেকে রেহাই পেল ও। এখন বাকিটা নির্ভর করছে সম্পূর্ণ ভাগ্যের ওপর।

ফাঁকা জায়গাটা নিরাপদেই পার হলো অ্যালার্ড। কেবিনের দরজার দূরবর্তী কোণে পৌঁছুল, এগোল সামনের দরজার উদ্দেশে। মুহূর্তের জন্যেও না থেমে কেবিনের কোণ ঘুরল। খোলা দরজা মুখে কেউ নেই। দ্রুত দশ-বারো কদম সামনে বাড়ল ও। ঠিক এই সময় আচমকা পিস্তলের গুলির আওয়াজ হলো। অ্যালার্ডের পা দুটো যেন উধাও হয়ে গেল। দড়াম করে মাটি স্পর্শ করল ও।

কেবিনের দরজা থেকে পঞ্চাশ কদম দূরের একটা বাকব্রুশের ঝোপ থেকে এসেছে গুলিটা, কেবিন থেকে নয়। মাটিতে স্থির শুয়ে থেকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল অ্যালার্ড, পিস্তলও ঘোরাল। পিস্তল হাতে ঝোপের আড়াল থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে ফ্রিম্যান।

ওর দিকে লক্ষ্যস্থির করার জন্যেই উঠে দাঁড়িয়েছে সে, আর দেরি করল না অ্যালার্ড, কৃশ লোকটার উদ্দেশে চট করে একটা গুলি চালাল। ফ্রিম্যানের মাথার

টুপিটা উড়ে গিয়ে পড়ল পেছনে, ঝুপ করে আবার বসে পরল ফ্রিম্যান

ঝোপ লক্ষ্য করে ঝটপট দুটো গুলি করল অ্যালার্ড, ফ্রিম্যানের আর্তনাদ শুনতে পেল। ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল ফ্রিম্যান, তার শার্টের বাম হাতা থেকে দরদর রক্ত ঝরছে। গা ঢাকা দেয়ার কোন জায়গা নেই, পিছু হটতে পারল না সে, সোজা ছুটে এল অ্যালার্ডেরই দিকে। দৌড়ের ওপরই গুলি ছুঁড়ছে!

অ্যালার্ডের পিস্তলে গুলি কম, তাছাড়া ওর লক্ষ্যবস্তু স্থির নয়, গুলি লাগানো প্রায় অসম্ভব। গুলি করা থেকে বিরত রাখল নিজেকে। কিন্তু ফ্রিম্যান এখন আর বুদ্ধি খাটানোর অবস্থায় নেই। গুলি করতে করতে দৌড়ে আসছে!

হঠাৎ একটা গুলি এসে লাগল অ্যালার্ডের বাম কাঁধে, বুলেটের ধাক্কায় চিত হয়ে গেল ও। ওর দেহ যখন মাটি স্পর্শ করল ঠিক তখনই পর পর দুটো গুলির আওয়াজ পেল। একটা ফ্রিম্যানের পিস্তলের আওয়াজ; অন্যটা রাইফেলের কান ফাটানো গর্জন।

গড়িয়ে উপুড় হলো অ্যালার্ড। পিস্তল উঁচু করল ফ্রিম্যানের দিকে। ট্রিগারের ওপর চাপ বাড়ায় বাহুর পেশীতে টান পড়ল, নিজেকে আবার সংযত করল ও, সযত্নে লক্ষ্যস্থির করল, ফ্রিম্যানের মাথায় গুলি করল।

বিচিত্র ভঙ্গিতে ছুটে আসছিল ফ্রিম্যান, চলার ওপরই ভাঁজ হতে শুরু করেছে তার হাঁটু, ছোট হয়ে এল পদক্ষেপগুলো; পিস্তল ধরে থাকা হাতটা নিচু হয়ে গেল। তারপরই মুখ থুবড়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সে, আগেই খসে পড়েছে পিস্তলটা তার হাত থেকে। এমনভাবে পা নাড়তে লাগল যেন এখনও দৌড়াচ্ছে। একসময় নিথর হয়ে গেল সে।

গাছপালার দিকে চোখ ফেরাল অ্যালার্ড, বিভ্রান্ত। সকালের হাওয়ায় বন্দুকের ধূসর ধোঁয়া অলসভাবে ভাসছে। চারদিক নীরব।

স্থির পড়ে থাকল অ্যালার্ড, ধোঁয়ার কুণ্ডলীর দিকে পিস্তল তাক করে রেখেছে। উত্তেজিত অবস্থায় অপেক্ষা করছে। কিন্তু কারও নড়াচড়া নজরে এল না। জঙ্গলের দিক থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে নিজের শরীর পরীক্ষা করল অ্যালার্ড। সাবধানে হাত পা নাড়ার চেষ্টা করল। নড়েচড়ে মারাত্মক কোন চোট লেগেছে কিনা বোঝার প্রয়াস পেল। সেগানের সঙ্গে মারপিট করতে গিয়ে আগেই ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে সারা শরীর, নতুন ক্ষত খুঁজে পেতে বেশ বেগ পেতে হলো। শরীরের প্রতি ইঞ্চি জায়গা ব্যথা করছে।

বাহু নেড়ে পরখ করল অ্যালার্ড, হাত দিয়ে কাঁধ স্পর্শ করল, সামান্য মাংস খুবলে তুলে নিয়ে চলে গেছে গুলিটা। এছাড়া মারাত্মক কোন ক্ষত খুঁজে পেল না গায়ে। গড়ান দিয়ে উঠে বসল সে, এবার পা পরীক্ষা করল। ঠিক কাফে একটা টাটকা গুলির ফুটো দেখতে পেল। গুলিটা হাড় স্পর্শ করেনি, বেরিয়ে গেছে। প্রচণ্ড ধকল গেছে ওর শরীরের ওপর দিয়ে, গুলিও খেয়েছে এখন, কিন্তু চিরদিনের মত পঙ্গু হয়ে যাবার মত মারাত্মক কিছু হবে বলে মনে হয় না। এবার ঘুরে হামা দিয়ে কেবিনের দরজার দিকে এগোল অ্যালার্ড, যদিও গাছপালার দিকে নজর ওর। খোলা দরজা পথে পৌঁছুল, হামা দিয়েই মাটি—লেপা মেঝের আশ্রয়ে ঢুকে পড়ল। গাছপালার ওপাশ থেকে আর কোন গুলি ছুটে এল না ওর দিকে।

কেবিনের অন্ধকার অভ্যন্তরে আসার পর স্বস্তির সঙ্গে লম্বা একটা শ্বাস ফেলল অ্যালার্ড। একটা কণ্ঠস্বর কানে এল।

'তুমি ঠিক আছ, রন?'

জোডি লকরিজ। কেবিনের ওপাশে পুরনো বাংকে শুয়ে আছে, একটা ল্যারিয়েট দিয়ে হাত পা বাঁধা।

'এখনও আস্ত আছি,' জবাব দিল অ্যালার্ড, দরজার চৌকাঠে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

জোডির কাছে এসে ওর পাশেই বাংকের ওপর বসে পড়ল। দড়ির বাঁধন থেকে মুক্ত করল মেয়েটাকে। পায়ের দপদপানি বাড়ছে ক্রমশ, প্রচণ্ড ক্লান্তি গ্রাস করে নিচ্ছে ওকে, উঠে দাঁড়ানোর শক্তি পাচ্ছে না আর।

'ফ্রিম্যান তোমার সঙ্গে কোন দুর্ব্যবহার করেছে?' জিজ্ঞেস করল ও।

'না,' জবাব দিল জোডি, উঠে দাঁড়াল। 'বেচারা বুড়ো মানুষ, ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজটা করতে বাধ্য হয়েছে। আমাকে তা-ই বলেছে, আমি বিশ্বাস করেছি ওর কথা।'

কেবিনের বাইরে পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। হোলস্টার থেকে চট করে আবার পিস্তল বের করল অ্যালার্ড। এক কোণে গিয়ে আশ্রয় নিল জোডি। খোলা দরজা-পথে পিস্তল তাক করে অপেক্ষায় থাকল অ্যালার্ড।

কেবিন থেকে সামান্য দূরে থামল পায়ের শব্দ, চিৎকার করে উঠল একটা পুরুষ কণ্ঠ, 'অ্যালার্ড?'

অ্যালার্ড জানতে চাইল, 'কে?'

'আমি ডিক হোমস। ভেতরে ঢুকব?'

'ঢোক,' জবাব দিল অ্যালার্ড, পিস্তল নামাল।

কেবিনের ভেতরে ঢুকল হোমস, বগলের নিচে একটা উইনচেস্টার চেপে ধরে আছে। প্রথমেই জোডির দিকে তাকাল সে, জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ঠিক আছ তো, মিস?' মাথা দোলাল জোডি। এবার অ্যালার্ডের দিকে ফিরল হোমস।

'ফ্রিম্যানকে ট্রেইল করে দেখা যাচ্ছে ভালই করেছি। নইলে আজ তোমাকে খতম করে ফেলত সে।'

'গাছপালার আড়াল থেকে তাহলে তুমিই গুলি করেছ তখন?' জিজ্ঞেস করল অ্যালার্ড।

'আলবৎ,' সায় দিল হোমস। 'সময় মত ফ্রিম্যানের মাথায় একটা বুলেট গাঁথতে না পারলে সে তোমাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে ফেলত না! আমি ওর নিশানা নষ্ট করে দিয়েছি, যাতে ওকে তুমি কায়দা করতে পার।'

'অ। ধন্যবাদ,' জবাব দিল অ্যালার্ড। হোমসকে বুঝে উঠতে পারছে না ও কিছুতেই। 'তোমার কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করছি আমি।'

'দরকার নেই,' বলল হোমস। 'সেরাতে আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করেছিলে তুমি, তোমার উপকারের প্রতিদান দিতে পেরে খুশি হয়েছি আমি।'

'কিন্তু তুমি ওর ট্রেইলের নাগাল পেলে কিভাবে?'

'সকালে আমার ক্যাম্পের পাশ দিয়েই আসছিল সেগান, ব্যাটার মতলব

জানার জন্যে কৌতূহলী হয়ে উঠলাম আমি, ঘোড়ার পিঠে জিন চাপিয়ে পিছু নিয়ে গ্রিজলির স্টোর পর্যন্ত গেলাম। তোমার আর সেগানের ঘোড়াটা বাইরে বাঁধা রয়েছে দেখতে পেলাম। তোমরা তখন মারপিট শুরু করে দিয়েছ, আওয়াজ শুনেই বুঝেছি। তো লুকিয়ে স্টোরের পেছনে চলে গেলাম আমি, একবার ভাবলাম তোমাকে সাহায্য করতে যাই ভেতরে; তখনই দেখলাম জোডিকে নিয়ে পেছন দরজা গলে বেরিয়ে আসছে ফ্রিম্যান। আমি ভাবলাম ওর পিছু নেয়াই বোধ হয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে—তোমাদের মারপিট দেখার চেয়ে। সেগানকে কায়দা করতে আমার সাহায্যের প্রয়োজন পড়বে না তোমার, ধরে নিলাম। মেয়েটার কোন ক্ষতি হোক চাইনি আমি।'

'আর কেউ হলে ফ্রিম্যান জোডিকে নিয়ে রওনা দেয়ার আগেই গুলি করত,' বলল অ্যালার্ড, সরাসরি প্রশ্নটা করল না।

'আমিও তাই করতে চেয়েছিলাম প্রথমে,' বলল হোমস, 'কিন্তু পরে আবার ভাবলাম ফ্রিম্যানের সুবাদে কোন নতুন তথ্য মিলে যেতে পারে। আসলেও পাওয়া গেছে। কনরয়ের সঙ্গে আউট-লদের আগাগোড়া একটা যোগাযোগ আছে বলে সন্দেহ ছিল আমার। সেটা ঠিক। মানে, আমরা যে ট্রেইলটা ধরে এখানে এসেছি এটাই সামনে পর্বতমালার আরও ওপরে উঠে গেছে, সেদিকে গেলে হাইডআউট র‍্যাঞ্চ ধরনের একটা কিছুর খোঁজ পেয়ে যেতে পারে বলে আমার বিশ্বাস।'

'এ নিয়ে দুবার হাইডআউটের প্রসঙ্গ উঠল,' চিন্তিত চেহারায় বলল অ্যালার্ড, 'ব্যাপারটা সত্যি হতেও পারে।'

'আজ হোক কাল হোক ঠিকই ওটা খুঁজে বের করব আমি,' আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল হোমস।

হোমসের কথাবার্তায় কেমন যেন অস্বাভাবিক ঠেকছে অ্যালার্ডের কানে। ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না ও। মনে হচ্ছে এই হোমস বুঝি অন্য কেউ, ওর পরিচিত সেই নগণ্য দুর্বল নেস্টর নয়। এখন তাকে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছে; ওর জানা নেস্টর হোমসের তুলনায় আরও শক্তিশালী লাগছে; এখন নিজের ওপর প্রচণ্ড আস্থাবান সে, ভয় ডরের উর্ধ্বে চলে গেছে যেন।

গুলি করে মারা গরুগুলোর কথা মনে পড়ল অ্যালার্ডের, তবে আপাতত ওই প্রসঙ্গে মন্তব্য করল না ও। সাধারণ পরিস্থিতিতে প্রতিবেশীর গরুবাছুর হত্যা মারাত্মক অন্যায়; কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতি এতই জটিল আর নাজুক যে হোমসকে দোষারোপ করা সহজ হবে না, যদি সে অপরাধটা করেও থাকে।

রাইফেলটা দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখল হোমস। 'আপাতত আমাদের জ্বালাতে আসবে না কেউ,' বলল, 'তবু খোলা মাঠের সীমানার দিকে একটু নজর রাখবে তুমি, মিস? আমি দেখি অ্যালার্ডকে কোনভাবে সাহায্য করা যায় কি-না। দেখে তো মনে হচ্ছে কয়েক জায়গায় ব্যান্ডেজ বাঁধতে হবে ওর!'

পনেরো

শুধু ব্যান্ডেজে পোষাবে না এখন অ্যালার্ডের, প্রয়োজন প্রচুর বিশ্রাম; ইতিমধ্যে প্রচণ্ড পরিশ্রমের প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। অল্প কয়েকটা দিন আর রাতের ব্যবধানে অনেক বিপদের মোকাবিলা করতে হয়েছে ওকে, প্রচুর রক্ত হারিয়েছে ও।

বোর্ডবাংকের এক কিনারে বসে পড়ল রন অ্যালার্ড, মাথাটা এলিয়ে দিল হাতের ওপর, খুব দুর্বল লাগছে, অবশিষ্ট শক্তিটুকু যেন নিঃশেষ হয়ে গেল পলকের মধ্যে। নির্জীব হয়ে গেল অ্যালার্ড।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে জরিপ করল জোডি লকরিজ। ওর মুখের পিঙ্গল ক্ষতগুলো লক্ষ্য করল, সেগানের আঘাতের চিহ্ন। রক্তাক্ত শার্ট-প্যান্ট দেখে আতঙ্কিত হয়ে উঠল মেয়েটা।

'দেখি কতটা মারাত্মক চোট পেয়েছ?' বলল ও।

অ্যালার্ডের রক্তাক্ত শার্ট আর আন্ডারশার্ট খুলে ফেলল হোমস, সাধ্যমত কাঁধের ক্ষতটা পরখ করল। অ্যালার্ডের বাহু ধরে ওপরে তুলে এপাশ-ওপাশ ঘোরাল। 'কোন হাড়ে লেগেছে মনে হয়?' জিজ্ঞেস করল।

'না, শুধু মাংস ভেদ করে গেছে।'

'তাহলে তেমন মারাত্মক কিছু না বোধ হয়,' স্বস্তির সঙ্গে বলল হোমস। 'বুলেট সামান্য মাংস খুবলে নিলে অসুবিধে নেই, অল্পদিনেই আবার ঘাটতি পূরণ হয়ে যাবে। তবু ব্যান্ডেজ বেঁধে দেয়া দরকার।'

ঘুরে জোডিকে একটু জরিপ করল হোমস। 'আমি ক্রিক থেকে পানি আনতে যাচ্ছি,' বলল, 'ওই রাইফেল দিয়ে আমাকে কাভার দিতে পারবে, মিস?' জানতে চাইল। 'এই মুহূর্তে বিপদের আশঙ্কা নেই যদিও, তবু সাবধান থাকা উচিত।'

'পারব,' জবাব দিল জোডি।

কেবিন থেকে বেরিয়ে ক্রিকের দিকে পা বাড়াল হোমস। রাইফেল হাতে নিয়ে ফাঁকা জায়গাটার দিকে নজর রাখতে লাগল জোডি লকরিজ।

একটু পরেই পুরনো একটা লার্ড-বাকেটে করে পরিষ্কার পানি নিয়ে ফিরে এল হোমস। 'তখন এখানে আসার সময় পথে বাকেটটা দেখেছিলাম,' বলল, 'কেউ বোধ হয় ফেলে গেছে ঝর্নার ধারে।'

ছোট ছোট শুকনো ডাল জোগাড় করে আগুন জ্বালল হোমস, পানি ফুটিয়ে নিল। অ্যালার্ডের রক্তাক্ত শার্টের দিকে তাকাল একবার, জরিপ করল আন্ডারশার্টটাও, শেষে মাথা নেড়ে বলল, 'ব্যান্ডেজ বাঁধার জন্যে দরকার পরিষ্কার কাপড়, কিন্তু নাই যখন কি আর করা!'

'এক মিনিট,' জবাব দিল জোডি। তারপর বেরিয়ে গেল; একটু বাদেই ফিরে এসে বলল, 'এটায় চলবে কিনা দেখ।' হোমসের হাতে পেটিকোটটা তুলে

দিল।

হোমস আর জোডি মিলে গরম পানিতে অ্যালার্ডের কাঁধের ক্ষতটা ধুয়ে পরিষ্কার করল, ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল তারপর। এবার হোমস জোডিকে বলল, 'তোমাকে যে একটু বাইরে যেতে হয়। ওর পায়ে ব্যান্ডেজ বাঁধার জন্যে প্যান্টটা খুলতে হবে।'

প্যান্ট খুলে হাত বাড়িয়ে আমাকে দিয়ো,' বলল জোডি, 'আমি ক্রিক থেকে ধুয়ে নিয়ে আসব।'

অস্বস্তি বোধ করলেও প্রবল ইচ্ছাশক্তি আর মনোবল নিয়ে কাজ করে চলল হোমস। ঘুমে ভেঙে পড়তে চাইছে অ্যালার্ডের চোখের পাতা, এখন আর কোন ব্যথা টের পাচ্ছে না ও। মনে হচ্ছে জ্ঞান হারাবে, সবকিছু কেমন যেন অবাস্তব ঠেকছে, স্বপ্নের মত লাগছে। সচেতন থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করল অ্যালার্ড, কিন্তু নিজের অজান্তেই চিত হয়ে বাংকে শুয়ে পড়ল, চারপাশে কি হচ্ছে জানতে পারল না আর, পুরোপুরি সংজ্ঞা হারাল।

আবার যখন জ্ঞান ফিরল, প্রথমেই টের পেল শরীরের প্রত্যেকটা হাড় টনটন করছে ব্যথায়, অসাড় হয়ে গেছে পেশীগুলো। শরীরটা এখন ব্যথা আর বেদনার আধার হয়ে গেছে! নড়ার চেষ্টা করল অ্যালার্ড, সাধ্যের অতীত অত্যাচারের মত মনে হল প্রতিটি প্রয়াস।

অবশেষে সামান্য নড়তে পারল ও। বাইরে থেকে ভেতরে এল জোডি, হোমসও ঢুকল তার পেছন পেছন। এগিয়ে এসে ওর কপালে হাত রাখল জোডি।

'ঠিকই আছ তুমি,' ওকে আশ্বস্ত করল মেয়েটা। 'তাই বলে আবার উঠে বসার চেষ্টা কোরো না।'

শার্ট প্যান্ট ধুয়ে রোদে শুকিয়ে আবার পরিয়ে দেয়া হয়েছে, বুঝতে পেরে অস্বস্তির সঙ্গে জোডির দিকে তাকাল অ্যালার্ড। কিঞ্চিৎ লাল হয়ে গেল মেয়েটার চেহারা। 'যা অবস্থা হয়েছিল তোমার কাপড়ের,' বলল, 'না ধুলে পরতে পারতে না।'

আবার বেরিয়ে গেল হোমস, খালি একটা ম্যাটো ক্যান নিয়ে ফিরে এল খানিক বাদে। 'কিছু সামাফ্রা শেকড় তুলে তোমার জন্যে চা বানিয়েছি আমি,' বলল, 'দুধ চিনি বাদে খেতে খুব একটা ভাল লাগবে না যদিও, তবে গরম আছে, উপকার পাবে তুমি।'

টিনটা হাতে নিয়ে গাছগাছড়ার শেকড়ের চায়ে চুমুক দিল অ্যালার্ড, তারিয়ে তারিয়ে; গরম চায়ের উত্তাপে শক্তি জোগাল শরীরে।

'এবার তাহলে আমি উঠে তোমাদের এসব ঝামেলা থেকে রেহাই দিতে পারি,' ক্যানটা হোমসকে ফিরিয়ে দিয়ে বলল অ্যালার্ড।

'না উঠলেই ভাল,' পরামর্শ দিল হোমস। 'রাত নামতে বেশি দেরি নেই, আর আমাদেরও বেশিক্ষণ এখানে থাকা ঠিক হবে না; যে কোন সময় হাজির হতে পারে হোমস, এখনও এসে পড়েনি কেন সেটাই বুঝতে পারছি না।'

'সারাদিন রাইফেল হাতে ট্রেইলের মাথায় পাহারায় ছিল ডিক হোমস,' বলল জোডি।

হোমস লোকটার আমূল পরিবর্তনে আবার চিন্তায় পড়ে গেল অ্যালার্ড।

'তোমার কাছে আমার দেনার পরিমাণ শুধু বাড়ছেই,' বলল।

'একই শত্রুর মোকাবিলা করছি আমরা,' বলল হোমস। 'আমার সাধ্যমত লড়ে যাচ্ছি আমি, ব্যস।'

'কিন্তু শুধু আমার জন্যে এতসব করেছ তুমি, অথচ ইচ্ছা করলে এই মুহূর্তে নিরাপদ কোন জায়গায় চলে যেতে পারতে!'

হোমস যখন জবাব দিল ওর কণ্ঠে গভীর আবেগের ছোঁয়া পাওয়া গেল। 'যদ্দূর মনে করতে পারি প্রতিবেশী হিসাবে আমি কখনও কারও কোন উপকারে আসিনি,' বলল। 'তবে ইদানাং প্রচুর ভেবেছি। শুধু তোমার জন্যে বোধ হয় এসব করিনি আমি। কে যেন বলেছিল না, আমাদের তো মরতেই হবে, আগে আর পরে! তার মানে তোমাকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করার মানে নিজেকে রক্ষারই চেষ্টা করা।'

'বুঝতে পেরেছি,' বলল অ্যালার্ড। সেগানের কথা ভাবল ও। 'ফ্রিম্যানের ট্র্যাক অনুসরণ করে আরও আগেই এখানে এসে পড়া উচিত ছিল সেগানের,' বলল।

'আমিও সেরকমই মনে করেছিলাম প্রথমে,' বলল হোমস, 'কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে, সেগান একই ট্রেইল ধরে এলে নিশ্চয়ই আমাদের ছজনের ট্র্যাক দেখেছে, তার মানে সে এখন জানে মেয়েটার সঙ্গে ফ্রিম্যান একা নয়। সে আরও জানে আমরা তাকে কাবু করে ফেলতে পারব, আমাদের দুজনের বিরুদ্ধে কিছুতেই পেরে উঠবে না, প্রশ্নই আসে না। তবে এ-ও ঠিক, একটা কথা জানে সে, নিজেকে বিপদের মধ্যে ফেলে দিয়েছে, ওর সম্পর্কে সব কথা জেনে ফেলায় এখন যেভাবে হোক আমাদের ঠেকানোর চেষ্টা করবেই। সেক্ষেত্রে, আমার ধারণা, আমাদের ওপর হামলা চালানোর আগে লোক জোগাড় করবে সেগান। আউট-লদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের কয়েকজনকে ভাড়া করতে পারে, আবার র‍্যাঞ্চ থেকেও লোক আনার চেষ্টা চালাতে পারে।'

'তাহলে আরও কয়েক ঘণ্টা সময় পাব আমরা।'

'হ্যাঁ,' সায় দিল হোমস, 'কিন্তু সময় পাওয়ার আশায় বসে থাকার পক্ষপাতী আমি নই। এখানে আমাদের খুঁজে পেতে সেগানের কোন কষ্ট হবে না, প্রস্তুতি নিয়েই হামলা চালাবে।'

'ঠিক বলেছ,' স্বীকার করল অ্যালার্ড, 'বেরিয়ে পড়া উচিত আমাদের। একটু কষ্ট করে আমার ঘোড়াটা দরজার কাছে নিয়ে এস তুমি।'

অ্যালার্ড জানে না ও কতটা দুর্বল, কিন্তু হোমস জানে, আপত্তি তুলল সে। 'তোমার শরীরের যা অবস্থা, ঘোড়ায় চড়তে কষ্ট হবে খুব। আর এখুনি বেরিয়ে পড়ার দরকারও নেই। অন্ধকার নামা পর্যন্ত এখানেই নিরাপদ আমরা, তারপর রওনা দেয়া যাবে। আরও খানিকক্ষণ বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ পাবে তুমি। সেগান আশপাশে থাকলে সোজা তার খপ্পরে গিয়ে পড়ব, দিনের আলোয় পরিস্থিতি মোটেই আমাদের পক্ষে থাকবে না!'

সামান্য নড়ল অ্যালার্ড। ক্লান্ত সে, যন্ত্রণা বোধ করছে। আরও খানিকক্ষণ

বিশ্রামের সুযোগ পেয়ে মনে মনে কৃতজ্ঞ বোধ করল।

'ঠিক আছে,' সম্মতি দিল।

মাথা ঘোরাল হোমস। দরজা-পথে বাইরে তাকাল জোড়ি লকরিজ। অ্যালার্ডের চেহারা ফ্যাকাসে, বিধ্বস্ত; আঘাতের চিহ্নগুলো কালো কুৎসিত হয়ে আছে এখন; কোটরে বসে গেছে চোখজোড়া-জ্বরের ঘোরে অস্বাভাবিক রকম জ্বলজ্বল করছে। বাংক থেকে উঠে গিয়ে ঘোড়ায় চাপতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না।

একটা সিগারেট বানিয়ে ধরাল হোমস, তারপর ঠেসে দিল অ্যালার্ডের ঠোঁটের ফাঁকে। লম্বা করে টান দিল ও, ব্যথা লাগল পাঁজরে, তবে সিগারেটের ধোঁয়া যেন শান্তি দিল ওকে। এবার দেয়ালের কাছে গেল হোমস, উইনচেস্টারটা পাশে নিয়ে বসে পড়ল, ফাঁকা মাঠের প্রান্তে গাছপালার দিকে তার চোখ। আঁধার নেমে আসার আগে এই নিরাপদ আশ্রয়ে আর ঘণ্টাখানেক থাকা যাবে।

'আচ্ছা, কাল রাতের লড়াইয়ে কনরয় আর তোমাদের পক্ষের কজন মারা গেছে?' খানিক নীরবতার পর জানতে চাইল হোমস। 'আমি জেনে আসতে পারিনি।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হোমসকে মাপল অ্যালার্ড, কিন্তু ওর চোখের দিকে তাকাল না লোকটা, দরজার দিকে স্থির তার নজর। মনটা তেতো হয়ে গেল অ্যালার্ডের, একবার ভাবল হোমসকে বলে দেয় লড়াইটা যে সে-ই পরিকল্পিতভাবে বাধিয়েছিল, ওর কাছে তার প্রমাণ আছে, কিন্তু নিজেকে বিরত রাখল ও। ব্র্যান্ডলিজ আর টারলির চেহারা মনে পড়ল, ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল দুজনই, এতক্ষণে হয়ত অন্ধকার কবরে শুইয়ে দেয়া হয়েছে ওদের! হোমস যুদ্ধ বাধিয়েছিল বলেই ওদের মৃত্যু ঘটেছে!

'ব্র্যান্ডলিজ আর টারলিকে হারিয়েছি আমরা,' হোমসের চেহারা জরিপ করতে করতে সহজ কণ্ঠে বলল অ্যালার্ড। 'কনরয়ের পক্ষের পাঁচজনের লাশ পেয়েছি, সবাই মাউন্টেন ম্যান, রেগুলার ক্রু না।'

'তার মানে,' অ্যালার্ডের দিকে না ফিরেই বলল হোমস, 'কাল ওদের মোটে সাতজন ফেরত এসেছে পাহাড়ে। তোমাদের দুজন মারা গেছে, না?'

'হ্যাঁ। চমৎকার মানুষ ছিল ওরা, আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

অনেকক্ষণ চুপ থাকল হোমস, তারপর বলল, 'বন্ধু হারানো খুব কষ্টের। তবে ব্যাপারটাকে আমরা বোধ হয় একটু ভিন্নভাবে দেখতে পারি। কনরয় অসম্ভব চতুর লোক, জান তুমি, খুবই সতর্কতার সঙ্গে এমনভাবে পরিকল্পনা এঁটেছিল সে যাতে একজন একজন করে সম্ভাব্য শত্রুদের নাশ করা যায়। সোজা কথা, আস্তে আস্তে উপত্যকাটা গিলে ফেলার মতলব ছিল তার। দুর্বলদের ওপর প্রথম আঘাত হানত সে, যাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না কেউ।

'এইভাবে আস্তে আস্তে সবাইকে পথ থেকে সরিয়ে দিত কনরয়, তাহলে আর লোকজন তার ওপর খেপে গিয়ে একট্টা হতে পারত না; আর পরে কেউ তার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর কথা চিন্তা করলেও দেখা যেত সংখ্যার দিক থেকে কুলিয়ে

উঠতে পারছে না—প্রতিপক্ষ সবকিছু বুঝে তার বিরুদ্ধে জোট বেঁধে পাল্টা আঘাত হানার আগেই উপত্যকা দখল করে ফেলত কনরয়, বাধা দিতে পারত না কেউ।

'কিন্তু এখন তার পরিকল্পনায় বাদ সাধা গেছে। যেভাবে সবকিছু ঘটছে তাতে হঠাৎ করে তার ক্ষমতার বাইরে একটা লড়াইতে নিজেকে আবিষ্কার করেছে কনরয়। তাছাড়া এখন সবাই বুঝে ফেলবে তার আসল ফন্দি, লোকটা কতখানি ভয়ঙ্কর তাও টের পাবে; ফলে সময় নষ্ট না করে এবার একজোট হবে সবাই।

'কনরয়কে হয়ত আবার নতু : করে পরিকল্পনা ফাঁদতে হবে, কিন্তু অন্যরাও এখন পাল্টা ব্যবস্থা নেয়ার কথা চিন্তা করার সুযোগ পাবে। তার মানে কনরয় যেমন ভেবেছিল ততটা সুবিধাজনক অবস্থায় আর থাকছে না সে। কেউ কেউ ইতিমধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এটা স্বাভাবিক; কিন্তু কনরয়ের আগের পরিকল্পনা সফল হলে আরও অনেক বেশি লোক মারা যেত। কারণ প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদা আলাদা লড়াই করত সে এবং জিততোও। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ব্র্যান্ডলিজ আর টারলি মারা গেলেও এতে আরও অনেকগুলো জীবন রক্ষা পাওয়ার একটা সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। ব্যাপারটা এভাবে চিন্তা করে দেখা যায় না?'

বাংকে শুয়ে পরিস্থিতিটা এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার প্রয়াস পেল অ্যালার্ড। বন্ধুদের মৃত্যুতে দুঃখ লাগলেও বুঝতে পারল আসলে হোমসের কথায় যুক্তি আছে। বৃহত্তর পর্যায়ে কাউকে না কাউকে তো

প্রাণ দিতেই হবে। ও নিজেও মরতে প্রস্তুত আছে। হোমসের কথার সারমর্ম এটাই, অ্যালার্ডের দ্বিমত পোষণ করার কারণ নেই—কথাটা ও বিশ্বাস করে।

হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠল হোমস। 'অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে,' বলল, 'আমি যাই, ঘোড়া নিয়ে আসি। মিস জোডি, রাইফেলটা একটু ধর, মাঠের দিকে নজর রেখ। সামনে অনেক বিপদ অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে।'

বেরিয়ে গেল হোমস, ফাঁকা জায়গাটা অতিক্রম করল, পিস্তল হাতে এগিয়ে গেল ঘোড়াগুলোর দিকে।

চুপচাপ বসে থাকা জোডির দিকে তাকাল অ্যালার্ড। হাতের তালুতে থুতনি ফেলে রেখেছে মেয়েটা। দৃষ্টি বিনিময় হল ওদের, ভাবের একটা আদান-প্রদান হয়ে গেল পলকে।

দ্বিধান্বিত পায়ে বাংকের কাছে এল জোডি, বসে অ্যালার্ডের কপাল স্পর্শ করল ঠাণ্ডা হাতে, বলল, 'জ্বর আসছে। ঘোড়া চালাতে পারবে?'

'কেন পারব না?' পাল্টা প্রশ্ন করল অ্যালার্ড, 'সামান্য কয়েকটা চোটে মারা যায় না কেউ।'

'রন,' বলল জোডি, 'সেরাতে তুমি জিজ্ঞেস করেছিলে কেন এত বিরক্ত আমি, মনে আছে?'

'আছে। আমার ও-কথা বলা ঠিক হয়নি আসলে। অযাচিতভাবে নাক গলাতে গিয়েছিলাম।'

'এবার হয়ত ব্যাপারটা বুঝবে তুমি,' বলল জোডি। 'মিসৌরি থেকে মনের মত একটা জায়গার খোঁজে এখানে এসেছিলাম আমরা, বসবাস করার জন্যে। কিন্তু গরীবদের জন্যে দুনিয়ার কোথাও জায়গা নেই, আমাদের সহজে গ্রহণ করতে চায় না কেউ। দেখ না, ইতিমধ্যে আমাদের বাড়িটা পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে ওরা, আমার বাবাকে গুলি করেছে। ফ্রিম্যানের সঙ্গে স্বেচ্ছায় এখানে এসেছি আমি, নইলে সেগান বাবাকে হত্যা করবে বলে হুমকি দিয়েছিল। কিন্তু আমি এখনও জানি না বাবা বেঁচে আছে না মারা গেছে!'

'কথাটা আগেই বলা উচিত ছিল তোমাকে,' চট করে বলল অ্যালার্ড, 'তোমার বাবা এখন আমার র‍্যাঞ্চে নিরাপদেই আছে, মানে এ অবস্থায় যতখানি নিরাপদে থাকা সম্ভব আরকি! ডাক্তার নরটন এসে দেখে গেছে, কোন ভয় নেই বলেছে সে। মিসেস হোমস আর কেটি এখন সবকিছু দেখাশোনা করছে।'

জোডির কাঁধের ওপর থেকে যেন বিশাল একটা বোঝা নেমে গেল, চেহারায় পরিষ্কার স্বস্তির ছাপ পড়ল। কথা বলার সময়ও বোঝা গেল সেটা। 'ধন্যবাদ, রন,' বলল সে।

'আসলে হোমসের ছেলেকে ধন্যবাদ দেয়া উচিত তোমার,' জবাব দিল অ্যালার্ড, 'সে-ই ওকে আহত অবস্থায় দেখতে পেয়ে আমার ওখানে নিয়ে গিয়েছিল। ঝামেলা এখনও শেষ হয়নি, তবে সে যদি নিজেকে এসব থেকে দূরে রাখতে চায়—'

'ব্যাপারটা সেরকম নয়,' বলল জোডি, 'লড়াই করতে বাবা কখনও পিছপা হয়নি। আমি নিজেও যে কোন পরিস্থিতি মেনে নিতে তৈরি আছি। তবে তোমরা, মানে তুমি আর তোমার বন্ধুরা, অন্যরকম। তোমরা আমাদের ধ্বংস করতে চাওনি, বরং সাহায্য করতে চেয়েছ। আমরাও এরচেয়ে অতিরিক্ত কিছু চাই না। নিজেদের থাকার মত একটা জায়গা পেলেই আমরা খুশি সুতরাং এখন থেকে আর আমাকে বিরক্ত বা হতাশ বলা যাবে না। কারণ আমি জানি আমাদের সেই সুযোগ করে দেয়ার অনেক লোক আছে এখন, প্রয়োজনে সাহায্যও করবে।'

ঘোড়ার খুরের শব্দ এগিয়ে এল কেবিনের দিকে। তিনটা ঘোড়া-সহ হোমসকে দেখতে পেল ওরা। কেবিনে এসে অ্যালার্ডের দিকে তাকাল সে। 'সেগানের এখনও না আসার ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত ঠেকছে আমার কাছে,' বলল, 'গতিক সুবিধার মনে হচ্ছে না। সে লেজ তুলে পালায়নি, এ ব্যাপারে বাজি রাখতে পার।'

'যা ইচ্ছা করুক সে,' বলল অ্যালার্ড, 'আমাদের বেরোতেই হবে।'

'পারবে?'

'নিশ্চয়ই,' জবাব মিলল।

বাংকের ওপর উঠে বসল অ্যালার্ড, মেঝেতে পা নামাল, তারপর বাংকের কিনারায় দুহাতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে এক হাত বাড়িয়ে স্যাডল হর্ন আঁকড়ে ধরল ঘোড়ার, হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল এক মুহূর্ত, কপাল বেয়ে ঘামের ঠাণ্ডা একটা ধারা নেমে এল। কিন্তু এখন

দুর্বলতার কাছে হার মানার উপায় নেই। আহত পা রেকাবে ঢোকাল অ্যালার্ড, আচমকা লাফ দিল ওপর দিকে, স্যাডলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল প্রায়। লম্বা করে দম নিল ও, তারপর নড়েচড়ে ঠিক হয়ে বসে লাগাম তুলে নিল হাতে। বাকি দুজনও ঘোড়ায় চাপল, অন্ধকার মাঠ পার হয়ে পৌঁছুল ট্রেইলে।

স্যাডলে নুয়ে আছে অ্যালার্ড, সামনে বাড়ছে ওর ঘোড়া আর প্রতি পদক্ষেপে অসহ্য যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ছে শরীরে, নিয়মিত বিরতিতে।

সামনে পথ দেখাচ্ছে হোমস, পেছনে রইল জোডি, মাঝখানে অ্যালার্ডের ঘোড়া। ট্রেইল বরাবর নিচের দিকে নামতে লাগল ওরা। গাছপালার ভেতর নিকষ অন্ধকার, গতি বাড়ানো যাচ্ছে না। ট্রেইল ধরে অন্ধকারে নিচে নামার সময় শুধুমাত্র ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনে পরস্পরের অবস্থান বুঝতে পারছে ওরা, কানে আসছে স্যাডলের খস-খস।

ঘোড়ার একেকটা পদক্ষেপে শরীরের অবশিষ্ট শক্তিও উবে যাচ্ছে একটু একটু করে। স্যাডল হর্ন আঁকড়ে ধরে বসে থাকল অ্যালার্ড। ধীরে ধীরে মিনিট, তারপর ঘণ্টাগুলো পেরিয়ে যাচ্ছে। সকালে এই ট্রেইল দিয়ে মাত্র কয়েক ঘণ্টায় গন্তব্যে পৌঁছে গিয়েছিল ও, যদিও তখন ঢাল বেয়ে ওপর দিকে উঠতে হয়েছে; অথচ এখন নিচে নামার সময় অন্ধকারে ধীরে এগোতে হচ্ছে বলে সময় যেন আর ফুরাতে চাইছে না। মহাকালের মধ্য দিয়ে যেন এগোচ্ছে ওরা—আদি অন্তহীন। প্রতিটি মিনিট যেন আগেরটার চেয়ে মন্থর গতিতে পার হচ্ছে, আরও যন্ত্রণাদায়ক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে বিশ্রামের জন্যে থামছে ওরা। নিজের দুর্বলতা সঙ্গীদের কাছে লুকানোর চেষ্টা করছে অ্যালার্ড, কিন্তু ওরা দুজনই জানে ওর অবস্থা, তাই সারাক্ষণ নজর রাখছে। যে করে হোক স্যাডলে থাকতে হবে ওকে, ভাবছে অ্যালার্ড।

রাত দুটো কি তিনটা নাগাদ একটা জায়গায় পৌঁছে হঠাৎ ঘোড়া থামাল হোমস, ট্রেইলটা একটা পাথুরে ওঅশ অতিক্রম করেছে এখানে।

'এই ওঅশ বরাবর একটু ওপরে গেলে একটা গুহা আছে। আমি আশপাশটা একটু রেকি করতে যাচ্ছি। আমি যতক্ষণ না ফিরছি ততক্ষণ ওখানে গা ঢাকা দিয়ে থাকবে তোমরা,' ওদের বলল সে। 'এখন থেকে আর বেশি আওয়াজ দেয়া যাবে না, কারণ সামনে বাঁক ঘুরলেই ওয়াইল্ডক্যাট, ওখানকার পরিস্থিতি জানি না আমরা।'

'এগিয়ে গেলেই বোধ হয় ভাল হত,' বলল অ্যালার্ড, 'যত জলদি সম্ভব ঘরে ফিরতে চাই আমি। এই পরিস্থিতিতে দীর্ঘ সময় দূরে থাকা মোটেই ঠিক হচ্ছে না।'

'জানি,' জবাব দিল হোমস। 'কিন্তু সকাল না হওয়া পর্যন্ত তো এমনিও সমতলে যাওয়া যাচ্ছে না। সামনে কেউ যদি আমাদের অপেক্ষায় থেকে থাকে সোজা তার খপ্পরে গিয়ে পড়ব। সবচেয়ে বড় কথা, বিশ্রাম না নিয়ে বাড়ি পর্যন্ত যেতেই পারবে না তুমি।'

সেরকমই মনে হচ্ছে অ্যালার্ডেরও, নিজের ওপর জোর খাটাতে চেয়েছিল ও; ওর আশঙ্কা কনরয় সেগান মারফত ওর পাহাড়ে আসার খবর পেলে মওকা বুঝে

র‍্যাঞ্চার আর ফার্মারদের ওপর হামলা করে বসতে পারে! কিন্তু হোমস যুক্তিসঙ্গত কথা বলেছে। সেগান যখন ওদের জন্যে ওত পেতে বসে আছে তখন অন্ধকারে আন্দাজে পাহাড় থেকে নেমে জোডিকে আবার বিপদে ফেলার ঝুঁকি নেয়ার মানে হয় না। হোমসের যুক্তির কাছে হার স্বীকার করল অ্যালার্ড। ড্রাই ওঅশ বরাবর উঠতে শুরু করল ওরা।

কয়েক মিনিটের কষ্টকর যাত্রাশেষে আবার থামল হোমস। 'এখানে কয়েকবার রাত কাটিয়েছি আমি,' বলল, 'ছোট একটা ঝর্না আছে, পানির অভাব নেই। আর গোপন গুহাও আছে, স্রোতের আঘাতে তৈরি হয়েছিল বোধ হয় কোনকালে। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত ওখানে নিরাপদেই থাকবে তোমরা।'

'কোথায় যাচ্ছ তুমি?' জানতে চাইল অ্যালার্ড।

'সোজা ওয়াইল্ডক্যাটে। গন্ধ শুঁকে কি ঘটছে বোঝার চেষ্টা করব,' জবাব দিল হোমস। 'গ্রিজলিকে ঘুম থেকে তুলে খাবার জোগাড়ের কথাও ভাবছি। তার কাছ থেকে কথা আদায়েরও চেষ্টা করব।'

'খাবার পেলেও পেতে পার,' বলল অ্যালার্ড, 'অবশ্য ঘুম তাড়ানোর জন্যে যদি তোমাকে গুলি না করে। তবে খবর পাওয়ার আশা কোরো না, পোষাবে না।'

'হয়ত,' জবাব দিল হোমস, 'আবার বলাও যায় না, কথা বলতেও পারে, দেখাই যাক! মিস জোডি, রাইফেলটা সব সময় হাতের কাছে রেখ, কোন আওয়াজ কানে এলেই গুলি করবে। আমি আসার সময় কয়োটের মত আওয়াজ করব।'

তিনটা ঘোড়ার লাগাম এক করল হোমস। 'এগুলোকে একটু আড়ালে রেখে আসি,' বলল, 'বাকি পথটুকু আমি পায়ে হেঁটে যাব।'

রাইফেলটা ওদের জিম্মায় রেখে ঘোড়া নিয়ে হোমস বিদায় নেয়ার পর গুহার পাথুরে সাইড-ওঅলে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল অ্যালার্ড, চারপাশে নজর বোলাল। বোঝা যায়, ওঅশটা অতীতে বেশ বড় একটা ক্রিকের তলদেশ ছিল, এখানে এসে পাথর কেটে চওড়া পথ করে এগিয়ে গিয়েছিল, প্রায় পঞ্চাশ ফুট চওড়া অথচ ছোট একটা ক্যানিয়নের সৃষ্টি করেছে। পায়ের নিচের মেঝে মসৃণ স্যান্ডস্টোনের, ছোট ছোট লতাপাতা জন্মেছে; বনের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের বদলে এখন এখানে মাথার ওপর তারাজ্বলা এক ফালি আকাশ দেখা যাচ্ছে। তারার আলোয় চারপাশের খানিকটা হলেও দেখা যাচ্ছে।

একটা ঘোড়া-সমান-উঁচু পাথরের আড়ালে ক্যানিয়ন প্রাচীরেই সৃষ্টি হয়েছে গুহাটা, শুকনো ক্রিকবেডের ওপর দিয়ে ঘোড়া নিয়ে যাবার সময়ও, যদি আগে থেকে অবস্থান জানা না থাকে, দেখা যাবার কথা নয়। গুহার অন্ধকার অভ্যন্তরে চলে এল ওরা, তারপর পাথুরে মেঝেতে বসে হোমসের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

'তুমি বরং খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নাও,' অ্যালার্ডকে বলল জোডি।

'এমন কেন করছ বুঝতে পারছি না আমি,' অনুযোগ করল অ্যালার্ড, 'তেমন

মারাত্মক চোট তো পাইনি।'

'তুমি আসলে ক্লান্ত,' বলল জোডি, 'সেগান যেভাবে তোমার গায়ে দাগ ফেলে দিয়েছে তাতেই বোঝা যায়; সাধারণ কেউ হলে অমন একটা মারপিটের পর কমপক্ষে একমাস হাসপাতালে থাকতে হত তাকে। তাছাড়া প্রচুর রক্ত হারিয়েছ তুমি, ওই রক্তে মনে হয় নৌকা ভাসানো যাবে!'

গুহার মেঝেতে শুয়ে পড়ল অ্যালার্ড, জেগে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না, তলিয়ে গেল গভীর ঘুমে। ওর কপালে হাত রাখল জোডি, জ্বর বাড়ছে। গুহামুখের দিকে চোখ রেখে অ্যালার্ডের পাশে বসে থাকল সে, কোলের ওপর রাইফেল ফেলে রেখেছে।

আবার অ্যালার্ডের কপালে হাত রাখল জোডি লকরিজ, তাপমাত্রা দেখতে; যদিও ও জানে অ্যালার্ডকে স্পর্শ করার এটাই একমাত্র কারণ নয়, আসলে অ্যালার্ডের ওপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এটা, কিন্তু নিজের কাছে কথাটা স্বীকার করার সাহস হল না।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল অ্যালার্ডের।

'হোমস এখনও ফেরেনি,' ওকে বলল জোডি, 'ঘুমোও তুমি।'

আবার চোখ বুজল অ্যালার্ড। রাইফেল কোলে পাশে বসে থাকল জোডি। সময় গড়িয়ে চলল। বিগত কয়েক ঘণ্টার ঘটনাগুলো মনে করল জোডি। সেগানের আগেই যদি অ্যালার্ড গ্রিজলির স্টোরে না পৌঁছুত কি যে মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যেত!

অনেকক্ষণ পর কয়োটের তীক্ষ্ণ চিৎকারে চমকে উঠল জোডি, বর্তমানে ফিরে এল ও। বুটের আওয়াজ কানে এল, একটু পরেই হোমসের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। গুহার অন্ধকারে ঢুকল লোকটা, একটা গানিস্যাক নামিয়ে রাখল মেঝেয়। অ্যালার্ডের কাঁধে ঝাঁকুনি দিল, চমকে উঠে বসল অ্যালার্ড, ঘুম টুটে গেছে।

'জলদি করে কিছু খেয়ে নাও,' বলল হোমস। 'দিনের আলোয় এখান থেকে নিচের দিকে চলে যাওয়া প্রত্যেকটা ট্রেইলের ওপর নজর রাখার জন্যে জনা ছয় লোক ভাড়া করেছে সেগান।' ছুরি বের করে কথা বলতে বলতেই একটা টিন ক্যান নিয়ে ওটার ঢাকনা কাটতে শুরু করল।

ঢাকনা খুলে একটা পীচ ক্যান জোডিকে দিল হোমস, একটা টম্যাটো ক্যানের ঢাকনা খুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল তারপর, কিন্তু কথা থামাল না। 'এই খাবারের জন্যে গ্রিজলির কাছে তিন ডলার বাকি পড়েছে তোমার।'

হোমসের কাছ থেকে টম্যাটো ক্যান নিয়ে মুখের সামনে কাত করে ধরল অ্যালার্ড, তৃষ্ণার্তের মত গিলে ফেলল রসটুকু। 'গ্রিজলি তোমাকে আস্ত ছেড়ে দিল, আশ্চর্য!' বলল ও।

'গাল দিয়ে ভূত ছাড়িয়ে দিয়েছে আমার,' স্বীকার গেল হোমস। 'আমি তাকে সবকিছু খুলে বলেছি। ওকে এতদিন ধরে দেখছি কিন্তু আজই প্রথম মানুষের মত আচরণ করতে দেখলাম, নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল। আমাকে বুঝতে দিতে চায়নি, তবে বোঝা গেছে তোমার জন্যে সে খুব উদ্বিগ্ন, মিস জোডি।

নিজের স্টক থেকে তোমার জন্যে পীচ পাঠিয়েছে।' শার্টের পকেট থেকে এক পাইন্ট হুইস্কির বোতল বের করল হোমস, লেবেল আর সীল দেখা যাচ্ছে ওটার। 'তোমার জন্যে পাঠিয়েছে এটা, অ্যালার্ড। এতেই বোঝা যায় ওর মধ্যে মানুষের কিছু গুণ এখনও অবশিষ্ট আছে—এমনিতে তো বেড়ালের ঘাম বিক্রি করে সে—অথচ তোমার জন্যে একেবারে খাঁটি জিনিস দিয়েছে।'

টম্যাটো শেষ করল অ্যালার্ড, তারপর বোতলের ছিপি খুলে এক চুমুক হুইস্কি খেল, শিরায় শিরায় উত্তাপ ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল, হারানো শক্তি যেন অনেকখানি ফিরে এল। বিশ্রাম নেয়ায় অবিশ্বাস্য উপকার হয়েছে ওর, এখন হুইস্কি খাওয়ায় আরও ভাল লাগছে। আবার আগের মত অস্থির হয়ে উঠল অ্যালার্ড, সামনে এগোনো জরুরি, অনুভব করছে।

'সেগানের খবর,' বলল ও, 'গ্রিজলির কাছ থেকেই পাওয়া?'

'হ্যাঁ। ওর কথা বলার কায়দা তো জান—শুধু প্যাঁচায়—সোজাসাপ্টা বলে না কিছুই! আমি যদ্দূর ধরতে পেরেছি, ছয়জন পাহাড়ী আউট-ল জোগাড় করেছে সেগান, আমাদের যে কাউকে ধরিয়ে দিতে পারলে একশো ডলার করে দেবে তাদের; তুমি আর আমি মারা গেলে ক্ষতি নেই, তবে জোডিকে সে জ্যান্ত পেতে চায়।'

'নিজেকে তুচ্ছ মনে হচ্ছে!' পীচের ক্যান শেষ করে বলল জোডি, 'লাশের চেয়ে আমার দাম আরেকটু বেশি হওয়া উচিত ছিল!'

'আমার কিন্তু নিজেকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে এখন,' বলল হোমস, 'জীবনে বোধ হয় এই প্রথম আমার চামড়ার দাম মড়াখেকো কয়োটের চেয়ে বেশি ধরা হল!'

'একবার এক ড্যান্স-হল-গার্ল একটা কথা বলেছিল আমাকে,' বলল অ্যালার্ড, 'দেখা যাচ্ছে মিথ্যা বলেনি সে।' হাসল ও। 'মেয়েটা বলেছিল, কাউকে পাওয়া যত কঠিন তার দামও তত বেশি! সেগান তাহলে সবকটা ট্রেইলে নজর রাখার ব্যবস্থা নিয়েছে?'

'হ্যাঁ, গ্রিজলির কাছেই তো পেলাম তথ্যটা! এটুকু বলেই অন্য প্রসঙ্গে চলে যায় সে, সেই কবে নাকি একবার গাঁটঅলা তিন বুড়ো পাইনের কাছে একটা স্প্রিং থেকে বেরিয়ে আসা শুকনো রেভাইন ধরে একটা হরিণকে ধাওয়া করেছিল, সেই গল্প বলতে শুরু করে হঠাৎ। হরিণটার পিছু নিয়ে সে নাকি একেবারে সমভূমিতে পৌঁছে গিয়েছিল সেদিন। হরিণ শিকারের গল্প বলার উপযুক্ত সময়ই বটে!'

'গল্প না,' সতর্ক হয়ে উঠল অ্যালার্ড, 'গ্রিজলির জানা আছে, পর্বতমালার এপাশের সব জায়গা আমি চিনি। ওই স্প্রিংটা কোথায় জানা আছে আমার। গ্রিজলিও জানে সেটা। আমাদের ওদিকেই যাবার পরামর্শ দিয়েছে। তোমরা তৈরি?'

'নিশ্চয়ই,' জবাব দিল হোমস। 'শ্যামনগুলো শেষ করতে দাও একটু। জীবনে আর কখনও পুরো এক ক্যান শ্যামন খাওয়ার সুযোগ মেলেনি, আবার পাব কিনা সন্দেহ আছে!'

ষোলো

আরও খানিকক্ষণ পর রওনা দিল ওরা। ট্রেইল ধরে নিচে না নেমে ড্রাইওঅশ বরাবর ওদের দুজনকে পথ দেখিয়ে আরও ওপরে নিয়ে এল হোমস। ক্যানিয়নের শেষ মাথায় পৌঁছুল এক সময়, এখানে ক্যানিয়নের মেঝের ওপর দিয়ে একটা ডিয়ার-ট্রেইল চলে গেছে। ওঅশ ছেড়ে ট্রেইলে উঠে এল ওরা, এবার নামতে শুরু করল নিচের দিকে।

'এই ট্রেইলটা এক জায়গায় একটা প্রাকৃতিক সেতুর নিচে আরেকটা হর্সট্রেইলের সঙ্গে মিশে গেছে, ওই পর্যন্ত চেনা আছে আমার,' বলল হোমস। 'হর্স ট্রেইল ধরেই তখন ওয়াইল্ডক্যাটে ফিরে গিয়েছিলাম আমি।'

'ওখান থেকে আমি পথ দেখাতে পারব,' জবাব দিল অ্যালার্ড, 'ওই সেতুটা আমি চিনি, গ্রিজলির পাইনগাছগুলোর অবস্থানও জানি; ভয় নেই, পথ হারাব না।'

সর্পিল ডিয়ার ট্রেইল ধরে অন্ধকারে একলাইনে এগিয়ে চলল তিনজন। এক সময়, হোমস যেমন বলেছিল, একটা পাথুরে সেতুর কাছে পৌঁছুল। পুবের আকাশ ইতিমধ্যে ধূসর হয়ে উঠেছে। প্রাকৃতিক কাঠামোটা চিনতে পারল অ্যালার্ড, ওটার নিচ দিয়েই চলে গেছে ট্রেইলটা। শেষমেশ চেনা জায়গায় আসা গেছে, ভাবল অ্যালার্ড।

স্প্রিংয়ের কাছে পৌঁছে রেভাইনটা খুঁজে পেল ওরা। ওটা বরাবর প্রায় ঘন্টাখানেক একটানা নিচের দিকে নামল, মাথার ওপর ধূসর আকাশ আরও ফর্সা হয়ে উঠল। গাছগাছালি আর ট্রেইলের দুপাশের বোল্ডারগুলোর ছায়া স্পষ্ট হয়ে উঠছে ক্রমশ। এতক্ষণে নিচের তৃণভূমিতে দিনের আলো আরও পরিষ্কার হয়ে গেছে, ভাবল অ্যালার্ড।

রেভাইনে পৌঁছেই সামনে চলে এসেছিল অ্যালার্ড, হঠাৎ ঘোড়া থামাল ও, হাত তুলে সঙ্কেত দিল বাকি দুজনকে; থামল হোমস আর জোডি লকরিজ। সামনে থেকে অস্পষ্ট একটা আওয়াজ কানে এসেছে ওর, সেজন্যেই হেসেছে। যার যার স্যাডলে স্থির বসে অপেক্ষা করতে লাগল তিন রাইডার।

শব্দটা আবার শুনল অ্যালার্ড। হোমসরাও শুনল এবার। তাড়াতাড়ি ঘোড়ার কাঁধে চাপড় দিয়ে ওগুলোকে শান্ত রাখার চেষ্টা করল। স্যাডলের ওপর আড়াআড়িভাবে রাইফেল ফেলে রেখেছিল হোমস, এবার তুলে নিল ওটা, বাঁটটা কাঁধে ঠেকিয়ে হাত রাখল ট্রিগারে। পিস্তল বের করে নিল অ্যালার্ড।

ঠিক সামনেই চুলের কাঁটার মত বাঁক নিয়েছে রেভাইন, সেদিক থেকেই আসছে শব্দটা। আচমকা সোজা ওদের দিকে আরও এগিয়ে এল আওয়াজ, সাদা লেজঅলা একটা হরিণ বাঁক ঘুরে দ্রুত ছুটে আসছিল, সামনে ওদের দেখেই থমকে দাঁড়াল, ভয়ার্ত দৃষ্টিতে জরিপ করতে লাগল তিন রাইডারকে। ভাল করে ওদের দেখল জানোয়ারটা, বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকল এক পলক, ঘাড় ফিরিয়ে

পেছনে তাকাল একবার, যেন ফেরত যাবে কি-না বোঝার চেষ্টা করল; তারপর আচমকা ছুটে গেল রেভাইনের কিনারার কাছে, ঝোপঝাড় ভেঙে চলে গেল ওদের পাশ কাটিয়ে, ফিরতি পথ ধরল না।

ঘোড়া নিয়ে অ্যালার্ডের পাশে চলে এল হোমস, ইতিমধ্যে স্যাডল থেকে নেমে পড়েছে ও। 'নিচ থেকে ওটাকে তাড়িয়ে দিয়েছে কেউ। জলদি ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দাও।'

জোডিও নেমে পড়েছে স্যাডল থেকে, ওদের পাশে এসে দাঁড়াল। ওর দিকে তাকাল অ্যালার্ড, চেহারায় শঙ্কার লেশমাত্র দেখতে পেল না, ওর সিদ্ধান্ত জানতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা।

'ঘোড়া হাঁকিয়ে সামনে যাওয়া চলবে না,' বলল অ্যালার্ড, 'এক মাইল দূর থেকেও আওয়াজ পেয়ে যাবে ওরা—যদি ইতিমধ্যে না পেয়ে থাকে!'

'মুখোমুখি যদি হতেই হয়—দেরি করে কি লাভ?'

'বেশ,' বলল অ্যালার্ড, 'ঘোড়াসহ পায়ে হেঁটে এগোব আমরা। জোডি, তুমি আমাদের দুজনের পেছনে থাক। বিপদের আভাস পেলেই লুকিয়ে পড়বে ঝোপে। চল, এগোই।'

কিন্তু এগোনো হল না ওদের, কারণ ঠিক এই সময় ঘোড়ার খুরের আওয়াজ কানে এল, স্থির হয়ে গেল তিনজনই; পর মুহূর্তে দুজন পাহাড়ী আউট-লকে মোড় ঘুরে হাজির হতে দেখা গেল, ড্র বরাবর এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। স্যাডল হর্নের ওপর আড়াআড়িভাবে রাইফেল ফেলে রেখেছে ওরা, ড্রয়ের দুপাশে নজর বোলাচ্ছে।

অ্যালার্ডদের ঘোড়া দেখে চিৎকার করে উঠল একজনের ঘোড়া, ঝাঁকি দিয়ে ঘোড়া থামাল দুই আউট-ল, হঠাৎ হ্যাঁচকা টান পড়ায় পেছনের পায়ে দাঁড়িয়ে গেল ঘোড়াগুলো।

রাইফেল তুলল হোমস, অ্যালার্ড উঁচু করল পিস্তল, একসঙ্গে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করল ওরা, 'খবরদার!' অ্যালার্ড জানে না ওদেরই খুঁজছে কিনা লোকগুলো, আত্মরক্ষার প্রয়োজন না হলে মারবে না।

আউট-লরা কি করে দেখার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকল ওরা, বেশিক্ষণ দেরি করতে হল না অবশ্য। দুজনের মধ্যে একজন জোশ, রাইফেল তোলার চেষ্টা করল সে, অন্যজন তখনও ঘোড়া সামলাতে ব্যস্ত।

জোশের রাইফেল গর্জে ওঠার এক মুহূর্ত আগে চট করে একপাশে সরে গেল অ্যালার্ড। ড্রয়ের পাথুরে দেয়ালে লাগল রাইফেলের গুলি, তারপর বিঙ শব্দ তুলে ছিটকে গেল। একই সময়ে ঘোড়াকে সামনে বাড়ানোর চেষ্টা করল জোশ। দ্বিতীয় লোকটা হোমস তার দিকে রাইফেল তুলছে দেখে ঘোড়া বাগে আনার চেষ্টা বাদ দিয়ে পিছলে নেমে পড়ল স্যাডল থেকে, অল্পের জন্যে রেহাই পেয়ে গেল গুলির আঘাত থেকে।

জোশের দিকে পিস্তল তাক করল অ্যালার্ড; কিন্তু লোকটার ঘোড়া বারবার এপাশ-ওপাশ করছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে নিশানা। অ্যালার্ড যখন ট্রিগার টানল ঘোড়ার কাঁধে লাগল বুলেটটা, লুটিয়ে পড়ল ওটা, ছিটকে একটা পাথরের আড়ালে উধাও

হয়ে গেল জোশ।

হোমসের রাইফেল গর্জে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে জোশের পতিত ঘোড়ার আড়ালে ঝাঁপিয়ে পড়ে গা ঢাকা দিল দ্বিতীয় লোকটা, পাল্টা গুলি চালাল ওখান থেকে। জোশকে এখন আর দেখা যাচ্ছে না, প্রমাদ গুনল অ্যালার্ড। ঘোড়ার আড়াল থেকে দুনম্বর লোকটার গুলি বর্ষণ উপেক্ষা করে সামনে এগোল ও।

কাটব্যাঙ্কের পাশে ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে জোশ, আওয়াজ শুনে বুঝতে পারল অ্যালার্ড, অনুসরণ করল। পালাতে দেয়া যাবে না লোকটাকে, তাহলে আড়াল থেকে গুলি চালিয়ে ওদের হত্যা করবে।

ঢালের কিনারায় পৌঁছুতেই একটা ঝোপের আড়াল থেকে জোশকে বেরিয়ে আসতে দেখল অ্যালার্ড, থমকে দাঁড়িয়ে তার উদ্দেশে গুলি চালাল ও, পরপর দুবার। পাল্টা একটা গুলি ছুঁড়ল জোশ, তারপর লাফ দিল ড্রয়ে। দৌড়ে গেল অ্যালার্ড, জলের তোড়ে তলা ক্ষয়ে যাওয়া একটা জায়গায় পা পড়ল ওর, সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়ল কিনারার মাটি; পাথর আর মাটির ধস নিয়ে সোজা দশ ফুট নিচে পিছলে পড়ল ও। দ্রুত মাটির স্তূপ থেকে নিজেকে আলাদা করার চেষ্টা চালাল, হাত-পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল।

কিনারা বরাবর আগেই পিছলে নেমে পড়েছে জোশ, অ্যালার্ডের মোকাবিলা করার জন্যে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন। রাইফেল তুলল সে, প্রচুর সময় নিয়ে সযত্নে লক্ষ্য স্থির করল। পিস্তল তাক করার সময় নেই অ্যালার্ডের, মাটির ওপর কনুই রেখেই নিমেষে ট্রিগার টানল ও। একবার, দুবার। অপেক্ষা করল তারপর।

দ্বিতীয় গুলিটা জোশের ঠিক পেটে লাগল, ধাক্কা খেয়ে ড্রয়ের কিনারায় কাত হয়ে পড়ে গেল সে, দুপাশের মাটি আর নুড়ি পাথর আলগা করে ছোটখাট একটা ধস নিয়ে লুটিয়ে পড়ল নিচে। মুহূর্তের জন্যে হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল তার, প্রার্থনার ভঙ্গিতে, তারপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সে। পড়েই থাকল।

এতক্ষণ আরও গোলাগুলির শব্দ পাচ্ছিল অ্যালার্ড, কিন্তু এখন তাও থেমে গেছে। গাছপালায় ছাওয়া পাহাড়ী এলাকায় অলৌকিক নীরবতা বিরাজ করছে। উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল অ্যালার্ড, তবে সেজন্যে কাটব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে আসা একটা গাছের শেকড় আঁকড়ে ধরতে হল। আবার তাজা হয়ে গেছে পুরনো ক্ষতগুলো। হাপরের মত হাঁপাচ্ছে ও। রেভাইনের তলদেশ ধরে হোমসদের অবস্থানের দিকে ফিরে চলল।

ড্রয়ের ওপর ঝোপঝাড়ের আড়ালে দ্বিতীয় লোকটাকে অদৃশ্য হতে দেখল অ্যালার্ড। আরও কয়েক কদম এগিয়ে যাবার পর জোডিকে দেখতে পেল ও, ওর দিকে হোমসের রাইফেলটা তাক করে ড্রয়ের দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে চিনতে পেরে অস্ত্র নামাল সে।

জোডির পায়ের কাছে মাটিতে পড়ে আছে হোমস।

দ্রুত এগিয়ে গেল অ্যালার্ড, হোমসের পাশে বসে পড়ল, জোডিকে জিজ্ঞেস করল, 'মারাত্মক নয় তো আঘাতটা?'

'দেখার সুযোগ পাইনি আমি,' জবাব দিল জোডি। 'ও পড়ে যেতেই

রাইফেলটা ধরে ফেলেছিলাম, তখন থেকে গুণ্ডাটাকে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করছি।'

হোমসের মাথার চুল রক্ত লেগে জমাট বেঁধে গেছে, দেখতে পেল অ্যালার্ড, হাত চালিয়ে ক্ষতস্থানটা খুঁজে বের করল ও। 'সামান্য চামড়া উঠে গেছে,' বলল।

'জ্ঞান ফিরতে বেশিক্ষণ লাগবে না বোধ হয়। সামনে নিচে একটা ঝর্না দেখেছিলাম তখন, ওখান থেকে পানি নিয়ে আসি গিয়ে।'

ঝর্না থেকে অ্যালার্ড টুপিতে করে পানি নিয়ে এল হোমসের কাছে, ক্ষতস্থান ধুয়ে পরিষ্কার করে দিল। আস্তে আস্তে জ্ঞান ফিরে পেয়ে চোখ তুলে তাকাল সে, হোমসের প্রাণ শক্তি অবিশ্বাস্য, অচিরেই নিজের চেষ্টায় উঠে দাঁড়াতে পারল।

'মাথাটাই বোধ হয় আমার শরীরের সবচেয়ে পুরু জায়গা,' বলল সে। 'এখন অবশ্য খুবই যন্ত্রণা হচ্ছে। দুটোকেই ঘায়েল করেছ তো?'

'নাহ্,' গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল অ্যালার্ড। 'একটা কেটে পড়েছে। গুলির শব্দ পেয়ে এবার বাকিগুলো ছুটে আসবে এদিকে। ঘোড়ায় চাপতে পারবে তুমি?'

'অবশ্যই,' জবাব দিল হোমস, 'চোট তো লেগেছে মাথায়, পাছায় না।'

স্যাডলে চেপে এবার আর সতর্কতার ধার ধারল না ওরা, গোপনীয়তা রক্ষার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। ঢাল বরাবর দ্রুত ঘোড়া হাঁকিয়ে এগোল তিনজন, সর্পিল ট্রেইল, খুব দ্রুত এগোনো যাচ্ছে না। আরও উপরে উঠে এল সূর্য। কিছুক্ষণ আলো আবার খানিকক্ষণ ছায়ায়, এইভাবে এগিয়ে চলল ওরা। যখন কোন ফাঁকা জায়গা দিয়ে যাচ্ছে, প্রায় উলঙ্গ হয়ে পড়ছে ওরা; আবার খানিক পরেই গাছপালার ঘন ছায়া গিলে নিচ্ছে ওদের। প্রতি পদক্ষেপে পাহাড়ের পাদদেশের আরও কাছে চলে আসছে ওরা তিনজন।

বাম পাটাকে রেহাই দেয়ার জন্যে রেকাব থেকে বের করে রেখেছে অ্যালার্ড। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বসে রয়েছে হোমস, বুলেটের ঘায়ে দুর্বল হয়ে পড়েছে। ঝিমোচ্ছে। ঘোড়ার পিঠে ঋজু ভঙ্গিতে বসে আছে জোডি, ভয়ের কোন ছাপ নেই চেহারায়।

রেভাইন পেছনে ফেলে এসেছে ওরা, এখন পাইন ছাওয়া প্রায় মসৃণ ঢাল বেয়ে নামছে। ওখানে ক্রমশ লম্বা হয়ে গেছে গাছগুলো, বেড়ে গেছে ওগুলোর মাঝখানের ফাঁক। পাইনের ঝরাপাতায় চাপা পড়ে যাচ্ছে ওদের ঘোড়ার খুরের শব্দ।

ঝড়ে উপড়ে পরা একটা বিশাল গাছের প্রান্ত পাশ কাটিয়ে এপাশে মাত্র এসেছে অ্যালার্ড, আচমকা চেঁচিয়ে উঠল ও। সময় মত রাশ টেনে ঘোড়া না থামালে ঠিক ওর গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ত হোমস আর জোডি। ঘোড়া থামার আগেই ড্র করেছে অ্যালার্ড।

সামনে দুজন স্যাঙ্গাৎসহ গাছপালার আড়াল থেকে উদয় হয়েছে সেগান, নিচ থেকে ওপরে উঠছে ওরা। সেগানের এক সঙ্গী ওদের দেখিয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল অ্যালার্ডরা।

হোমসের উদ্দেশে চিৎকার করে অ্যালার্ড বলল, 'জোডিকে সরিয়ে নাও। আমি ওদের ঠেকাচ্ছি!'

সেগান রাইফেল তোলার সঙ্গে সঙ্গে গুলি করল অ্যালার্ড। ওর পাশ থেকে রাইফেল তুলে পরপর দুবার গুলি করল হোমস, তারপর দ্রুত বড়সড় একটা গাছের আড়ালে আশ্রয় নিতে ছুটল।

ছোটাছুটি শুরু করে দিল সেগানরা, আড়াল খুঁজছে সবাই, ঝুঁকি নিয়ে ঝটপট গুলি করার চেষ্টা করছে অ্যালার্ডদের। সেগানের একটা বুলেট একটা পাইন-গুঁড়িতে লেগে কাঠের চিলতে ছিটাল অ্যালার্ডের চোখেমুখে—জোডি কি করছে দেখার জন্যে ঘাড় ফিরিয়েছিল সে।

গোলাগুলির শব্দ যেন গাছপালার মধ্যে আটকা পড়ে গেছে, প্রচণ্ড শব্দে আলোড়িত হচ্ছে চারপাশের বদ্ধ বাতাস। প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে গুলির শব্দের। সেগানের এক চ্যালা স্যাডল থেকে পিছলে নেমে একটা ওপড়ানো গাছের আড়ালে ঝাঁপিয়ে পড়ল। গা ঢাকা দিয়ে গাছটার গুঁড়ির ওপর রাইফেল রাখল প্রথমে, তারপর মাথা বের করল। কিন্তু সে নিশানা স্থির করার আগেই তার দুচোখের ঠিক মাঝখানে গুলি করল অ্যালার্ড। সবগুলো ঘোড়া আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে, নাচছে রীতিমত, বলগা-ছাড়া হতে চাইছে, ফলে লক্ষ্যভেদ করতে পারছে না কারও গুলি।

অ্যালার্ড বুঝতে পারল এতে করে অযথা মূল্যবান গুলি অপচয় হচ্ছে; চিৎকার করে হোমসকে সামলে থাকতে বলল ও, যত্ন নিয়ে লক্ষ্য স্থির করার নির্দেশ দিল। গাছপালার ফাঁক গলে আসা সূর্যালোকে হেঁয়ালীর মত লাগছে সবকিছু, আবছা ঠেকছে, ছড়ানো ছিটানো পাইনের চারাগুলোর আড়ালে পালিয়ে বেড়াচ্ছে শত্রুরা, গুলি চালানো অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

হোমস আর জোডির সঙ্গে যোগ দিল অ্যালার্ড। 'বাম দিক দিয়ে ওদের পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা কর,' বলল, 'এভাবে পরস্পরের দিকে উল্টাপাল্টা গুলি ছুড়ে ছুটোছুটি করে বেড়ানোর কোন মানে হয় না। এখান থেকে সরে পড়তে হবে আমাদের।'

'পালাতে চাচ্ছ?' বিরক্তির সঙ্গে জিজ্ঞেস করল হোমস।

'না। খোলা জায়গায় যাব আমরা, ওরা আমাদের পিছু নেবে, তখন ঠিকমত নিশানা স্থির করতে পারব।'

গাছপালার ভেতর দিয়ে সেগানদের পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করল ওরা, আড়াল পাওয়ার জন্যে প্রত্যেকটা ঝোপের সাহায্য নিচ্ছে, নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে ক্রমে। গোলাগুলি বন্ধ রয়েছে এখন। পালা করে অস্ত্র রিলোড করে নিল হোমস আর অ্যালার্ড।

মোটামুটি পোয়ামাইলের মত এগিয়েছে, এমন সময় সেগানের এক গানম্যান আচমকা উদয় হল ওদের সামনে, নিমেষে স্যাডল থেকে নেমে একটা বড় পাইন গাছের দিকে দৌড় দিল সে, ওখান থেকে ধীরে সুস্থে শেষ করতে চায় ওদের।

লোকটার দিকে ঝটপট দুটো গুলি চালাল অ্যালার্ড। পাইনের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল আউট-ল, পড়েই রইল; এমনভাবে পা ছুঁড়ছে মাটিতে যেন সাঁতার কাটছে। শেষমেশ বেরিয়ে থাকা পাজোড়া স্থির হয়ে গেল। গাছপালার মাঝে উধাও হল তার ঘোড়াটা।

ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল একটা প্যাঁচা, মাথার ওপর দিয়ে উড়ে পালাল। গোলাগুলির শব্দ বজ্রপাতের আওয়াজের মত পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে যাচ্ছে! আবার ঘোড়ায় স্পার দাবাল অ্যালার্ড।

ছোটার ওপর পিস্তল রিলোড করল অ্যালার্ড, ওকে কাভার দিল হোমস। আচমকা গর্জে উঠল হোমসের রাইফেল, রাশ টেনে চট করে ঘোড়া থামাল সে। ওর দিকে তাকাল অ্যালার্ড। রেকাবের ওপর প্রায় দাঁড়িয়ে পড়েছিল হোমস, এবার রাইফেল নামাল, একটা জুনিপার ঝোপের দিকে নজর।

ঝোপটার দিকে তাকাল অ্যালার্ড, একটা মানুষের অস্পষ্ট অবয়ব দেখতে পেল, ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াচ্ছে। মাথার ওপর হাত তুলে উঠে দাঁড়াল সে, চেহারায় স্পষ্ট বিস্ময়ের ছাপ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল এক মুহূর্ত, পরক্ষণে পড়ে গেল উপুড় হয়ে, যেন ঝর্না থেকে পানি খাচ্ছে—আর নড়ল না।

'আরেকটু হলেই দিয়েছিল শেষ করে!' ঝাঁঝের সঙ্গে বলল হোমস, 'সারা জঙ্গল গিজগিজ করছে যেন!'

'আমার হিসাব মত আশপাশে এখন সেগান ছাড়া কেউ নেই,' বলল অ্যালার্ড, 'আমার মুখোমুখি হবার সাহস তার হবে বলে মনে হয় না। এভাবে কাজ করার লোক সে নয়।'

'সব মিলিয়ে ছয়জন হলেও তো আরও লোক থাকার কথা,' বলল ডিক হোমস। 'গ্রিজলি তো ছয়জনের কথাই বলেছিল।'

'কয়েকজন নিশ্চয়ই অন্য ট্রেইলের ওপর নজর রাখছে,' জবাব দিল অ্যালার্ড। 'যাকগে, এখন উদ্ধার পাবার একটা সুযোগ পেয়েছি আমরা, পাহাড়ের পাদদেশ আর অল্প বাকি। চল জলদি এগোই।'

সঙ্গে সঙ্গে জমে গেল অ্যালার্ড। ট্রেইলের নিচের দিকে কি যেন নড়ে উঠতে দেখেছে ও, কিন্তু আবছা আলোয় চিনতে পারেনি।

'তোমরা এখানে থাক,' বলল অ্যালার্ড, তারপর নামল স্যাডল থেকে। 'একটা জিনিস দেখে আসি।'

সম্ভবত সঙ্গীদের হারিয়ে আর সামনে বাড়ার সাহস করেনি সেগান, পালিয়ে নিচের দিকে সরে গেছে, ওত পেতে আছে এখন, নাগালের মধ্যে গেলেই আড়াল থেকে গুলি শুরু করবে।

মাটিতে নেমে অস্ত্র পরীক্ষা করতে করতে হোমসের সঙ্গে কথা বলল অ্যালার্ড। 'আমি যতক্ষণ না ফিরছি নড়বে না এখান থেকে, চোখ খোলা রেখ।' ট্রেইল বরাবর নামতে শুরু করল ও, হারিয়ে গেল পাইনের আড়ালে।

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামছে অ্যালার্ড, পাইনের ঝরা পাতায় সাবধানে পা ফেলছে, মাটির দিকে নজর ওর, গাছপালার দিকে তাকাচ্ছে বারবার—জ্যান্ত বা ওপড়ানো—কোনটাই বাদ দিচ্ছে না। গুপ্তঘাতকের জন্যে আদর্শ জায়গা এটা,

সেগানের ভাল করেই জানা থাকার কথা। তখন আবছা নড়াচড়াটা সেগানের কালো ঘোড়াটার ছিল বলে ওর ধারণা। ওদিকে কোথাও ঘাপটি মেরে আছে সেগান, অপেক্ষা করছে অস্ত্রের নাগালের মধ্যে ওদের পাওয়ার জন্যে।

দুশো ফুট নিচে ইয়া বড় বোল্ডারের পাশে জন্মানো বিশাল এক ওক গাছের ওপর ঝগড়া বাধিয়েছে দুটো কাঠবেড়ালী। থেমে কান খাড়া করল অ্যালার্ড, কাঠবেড়ালীদের আওয়াজ শুনে একটা কথা বুঝে গেছে ও, সেগানকে গাল দিচ্ছে ওরা। বোল্ডারের আড়ালে আছে সেগান।

পিস্তল নিচু করে রেখেছে অ্যালার্ড, পিছলে চট করে ডানে সরে গেল ও, তারপর বোল্ডারের চারদিকে চক্কর দিতে শুরু করল, সেগানের পেছনে যেতে চায়, যদি সত্যিই ওখান থেকে ট্রেইলের ওপর নজর রেখে থাকে সে। বৃত্তটা শেষ করতে পাক্কা পনের মিনিট লাগল ওর। বিশাল পাইন গাছটা ঘিরে চক্কর দিয়ে অবশেষে লোকটাকে দেখতে পেল অ্যালার্ড।

ঘোড়া বিদায় করে দিয়েছে দানবটা, বোল্ডারের প্রায় অর্ধেকটা ওপরে উঠে গেছে সে, একটা চাতাল মত জায়গায় লেপটে আছে; বিশাল পাথরটার ঠিক চূড়ার ওপর দিয়ে কেবল মাথাটা বের করে রেখেছে। পাথরের চূড়ায় আড়াআড়িভাবে ফেলে রেখেছে রাইফেলটা, একটা খাঁজে চমৎকারভাবে বসে গেছে ওটার ব্যারেল। ট্রেইল থেকে পাল্টা গুলি এলে সেগানের কোন ক্ষতি হবে না। অ্যালার্ড বুঝতে পারল ওরা লোকটার অবস্থান বুঝে ওঠার আগেই সবাইকে শেষ করে ফেলতে পারত সে।

ট্রেইলের দিকে পূর্ণ মনোযোগ সেগানের, পাইনের নরম পাতার ওপর দিয়ে নিঃশব্দে তার দিকে এগিয়ে গেল অ্যালার্ড, টেরই পেল না আততায়ী। নিজের অজান্তেই পিস্তল উঁচু করল অ্যালার্ড, সেগানের ঠিক পিঠের মাঝখানে নিশানা স্থির করল, যেন গুলি করছে এমন ভঙ্গিতে বার দুই নাচাল ওটাকে। এত কাছ থেকে ফস্কে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু কিছুতেই পিঠে গুলি করতে পারবে না ও।

আরও কাছে গেল অ্যালার্ড, পিস্তলের রেঞ্জে সেগানকে পাওয়া গেছে নিশ্চিত হয়ে থামল।

'কাউকে খুঁজছ, সেগান?' জিজ্ঞেস করল ও।

বিস্ময়ে পাঁই করে ঘুরল সেগান, এতই দ্রুত যে পাথুরে চাতালের ওপর তার অবস্থান টলোমলো হয়ে গেল। ফোলা মুখ হাঁ করে অ্যালার্ডের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইল; একটা চোখ বন্ধ, কালশিটে পড়ে গেছে; একমাত্র খোলা চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত। মুহূর্তের জন্যে তার জন্যে করুণা হল অ্যালার্ডের, জোর করে বোধটা সরিয়ে দিল ও।

'আমাকেই খুঁজছিলে?'

তারপরও জবাব দিল না সেগান। গ্যাঁড়াকলে পড়ে গেছে সে, জানে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে এখন। কিন্তু তার শ্লথ চিন্তাশক্তি দিয়ে এ অবস্থা থেকে নিস্তার পাবার কোন পথই খুঁজে পেল না। অ্যালার্ডের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে রাইফেলের দিকে তাকাল সেগান। এখনও ওটার ব্রীচের ওপর তার হাত, তর্জনী

ট্রিগারের ওপর, বুড়ো আঙুল হ্যামারে। কিন্তু পাথরের খাঁজের মধ্যে আটকে গেছে রাইফেলটা, ট্রেইলের দিকে তাক করা, বুঝতে পারছে অ্যালার্ডকে পরাজিত করে ওটা তুলে গুলি করার উপায় নেই।

এ লোক জবাব দেবে না, বুঝল অ্যালার্ড, এখনও বুদ্ধি বের করার চেষ্টা করছে।

'রাইফেল থেকে হাত না সরিয়ে লাফ দেয়ার চেষ্টা করলে তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করব আমি। অন্য কিছু করার থাকলে করতে পার।'

কর্কশ শোনাল সেগানের কণ্ঠস্বর। 'ঠিক আছে, অ্যালার্ড, ঠিক আছে, আমি নামছি। গুলি কোরো না।'

'এই তো কাজের কথা,' জবাব দিল অ্যালার্ড।

রাইফেলের ওপর থেকে হাত সরাল সেগান, তারপর লাফ দিয়ে নামল মাটিতে, পাথরটা থেকে আনুমানিক ফুট পাঁচেক দূরে। মাটি স্পর্শ করতেই দুহাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল তার, ওই অবস্থাতেই স্থির হয়ে গেল সে, মুহূর্তের জন্যে; পরক্ষণে ঝাঁকি খেয়ে সোজা হতে শুরু করল, সেই সঙ্গে টান মেরে হোলস্টার থেকে বের করে আনল রিভলভার, পুরোপুরি সোজা হবার আগেই ট্রিগারে টান দিল।

অ্যালার্ডের কানের পাশ দিয়ে শিস কেটে চলে গেল বুলেটটা। এইবার পিস্তল তুলল অ্যালার্ড। উবু হয়ে ওর দিকে তেড়ে এল সেগান, একমাত্র খোলা চোখে উন্মাদের দৃষ্টি; থ্যাঁতলানো নিচের ঠোঁটটা ঝুলছে। বেপরোয়া ভঙ্গিতে গুলি করতে করতে দুজনের মাঝখানের ফুট বিশেক দূরত্ব অতিক্রম করে আসার চেষ্টা করল সেগান। সামনের এই লোকটাই একবার খালিহাতে অপদস্থ করেছে ওকে।

আগুয়ান সেগানের দিকে পাশ ফিরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল অ্যালার্ড, যত্নের সঙ্গে লক্ষ্যস্থির করে ট্রিগার টানল। গুলিটা সেগানের বুকে লাগল, চাপা শব্দটা শুনল অ্যালার্ড। বুলেটের ধাক্কায় থমকে দাঁড়াল সেগান, গোঙানির শব্দ বেরিয়ে এল গলা চিরে। বাঁকানো হাঁটুতে ভর দিয়েই দাঁড়িয়ে থাকল সে, মহাবিস্ময়ের ছাপ চেহারায়; সশস্ত্র হাতটা আস্তে আস্তে নিচু হল, যেন হঠাৎ ওটা ব্যবহার করবে না বলে ঠিক করেছে। মাটিতে খসে পড়ল ওটা।

হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেয়ে দুহাতে বুক চেপে ধরল সেগান, বুলেটটা খুঁড়ে বের করতে চায় বুকের খোঁড়ল থেকে। এবার হাঁটু অসাড় হয়ে গেল তার, কাত হয়ে পড়ে গেল ঝরা পাইন পাতার ওপর, গড়িয়ে উপুড় হল, হাত বাড়িয়ে মাথা ছুঁল, ওই ভঙ্গিতেই স্থির হয়ে গেল চিরদিনের জন্যে।

এগিয়ে গেল অ্যালার্ড, ধোঁয়া বেরোচ্ছে ওর পিস্তলের মাযল থেকে। প্রস্তুত। সেগানের কাছে গিয়ে বুটের ডগা দিয়ে চিত করে শোয়াল তাকে, বুঝতে পারল মারা গেছে লোকটা।

সতেরো

অ্যালার্ডরা যখন নির্বিঘ্নে বাকি পথটুকু পেরিয়ে পাহাড়ের নিচে সমতলে এসে পৌঁছুল ঠিক সেই মুহূর্তে র‍্যাঞ্চহাউস থেকে বেরিয়ে এল হ্যারিসন কনরয়। বাংকহাউসের দি ে এগিয়ে গেল সে। পানচো ম্যালোনি আর জুনিয়র ফ্রিম্যান রয়েছে এখানে; বেকন ভাঁজছে জুনিয়র, তার সঙ্গেই কথা বলল কনরয়।

'কাল রাত থেকে তোমার বাবার কোন পাত্তা নেই,' বলল সে। 'এখন পর্যন্ত ফিরে আসেনি। গেছে কোথায়?'

জুনিয়র ফ্রিম্যান বাপকা বেটা—হ্যাংলা পাতলা গড়ন, লম্বাটে ফ্যাকাসে চেহারা; কম কথা বলে। মুখ তুলে তাকাল না সে, ফর্ক দিয়ে ক্যানের বেকন উল্টে দিল।

'আমি জানি না,' জবাব দিল। 'সেগানকে জিজ্ঞেস কর।'

'সেগান এখানে নেই,' চড়া গলায় বলল কনরয়। 'তোমাকে প্রশ্ন করেছি আমি। একসঙ্গে নেস্টরের ব্যবস্থা করতে গিয়েছিলে সবাই, সে বাদে তোমরা ফিরে এসেছ। সেই থেকে আর তার চেহারা দেখতে পাইনি আমি। কোথায় গেছে ফ্রিম্যান?'

সাহসী নয় ছেলেটা, ধমক শুনে আবেদন ভরা দৃষ্টিতে পানচো ম্যালোনির দিকে তাকাল একবার। খাবার নিয়ে ব্যস্ত থাকল ম্যালোনি, কোনরকম ভরসা দিল না তাকে।

কনরয় আবার বলল, 'কি মুশকিল, কথা বলছ না কেন? শুনতে পাচ্ছ না আমার কথা?'

কাউহ্যাণ্ডদের কায়দা করার জন্যে চড়া মেজাজ প্রায়ই ওষুধের কাজ করে, দেখেছে কনরয়, দুর্বল কাউবয়ের ওপরও ফল হল ইতিবাচক। কর্তৃত্বের মুখোমুখি দাঁড়ানোর তাকত নেই জুনিয়র ফ্রিম্যানের।

'কি জানি একটা কাজে বাবাকে বাইরে পাঠিয়েছে সেগান।'

'কাজটা কি?' এবার ম্যালোনির ওপর রাগ দেখাতে গেল কনরয়। 'ফ্রিম্যানকে কোথায় পাঠিয়েছে সেগান?'

মুখ থেকে কাঁটাচামচ নামাল ম্যালোনি, মৃদু হাসি ফুটে উঠল ঠোঁটে। 'ওকে জিজ্ঞেস কর।'

'তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি আমি?' খেঁকিয়ে উঠল কনরয়।

কাঁধ ঝাঁকাল ম্যালোনি। 'এ ব্যাপারে কিছুই জানি না আমি। ফ্রিম্যান হয়ত বলতে পারবে।'

মুহূর্তের জন্যে ম্যালোনির দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে থাকল কনরয়, কিন্তু তার অগ্নিদৃষ্টিতে কোন ফায়দা হল না। আবার জুনিয়র ফ্রিম্যানের দিকে চোখ ফেরাল সে।

'জলদি জবাব দাও আমার প্রশ্নের!' ধমক দিল। পার্ল হ্যাণ্ডেড রিভলভার হোলস্টারে ঝুলিয়ে রেখেছে কনরয়, তবে সেদিকে হাত বাড়িয়ে আতঙ্ক সৃষ্টির কোন চেষ্টা করল না। ফ্রিম্যানকে জানে সে।

'একটা মেয়েকে পাহাড়ে রেখে আসতে পাঠিয়েছে সেগান,' আমতা আমতা করে জবাব দিল ফ্রিম্যান জুনিয়র।

'মেয়ে?' অবিশ্বাসের সঙ্গে পুনরাবৃত্তি করল কনরয়। 'কাকে? তোমাদের কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?'

'মাথা আমার ঠিকই আছে,' বলল ছেলেটা। 'নেস্টরের মেয়েকে গ্রিজলির স্টোরে পৌঁছে দেয়ার জন্যে বাবাকে পাঠিয়েছে সেগান।'

প্রচণ্ড ক্রোধে ফোঁস করে একটা আওয়াজ করল কনরয়, একেবারে সাদা হয়ে গেছে চেহারা, অনেকক্ষণ কোন কথা বেরোল না তার মুখ থেকে। বাংকহাউসের টেবিলের সামনে বার কয়েক পায়চারি করল, তারপর আচমকা পানচো ম্যালোনির কাঁধ খামচে ধরল, বিরক্তির চরম বহিঃপ্রকাশ।

'কি বলল শুনেছ? কথাটা সত্যি?'

কাঁধ ঝাঁকাল ম্যালোনি, খেয়ে চলল নীরবে।

এবার নীল বর্ণ ধারণ করল কনরয়ের চেহারা। সজোরে ম্যালোনির কাঁধ ধরে ঘুরিয়ে নিজের দিকে তাকাতে বাধ্য করল। ধাক্কার চোটে কাঁটাচামচ থেকে ছিটকে পড়ে গেল বেকনের টুকরো।

'জবাব দাও, হতচ্ছাড়া! সেগান একটা মেয়েকে ইলোপ করেছে?'

বেঞ্চ সরিয়ে শান্ত চেহারায় উঠে দাঁড়াল ম্যালোনি। 'আর কখনও এভাবে আমার গায়ে হাত রাখবে না!' প্রায় হুঙ্কার দিয়ে উঠল সে। 'তোমার ফোরম্যান কি করেছে না করেছে সেটা আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন? আমি এখানে চাকরি করি, ব্যস, এ পর্যন্তই। তোমার কিছু জানার থাকলে সেগানকে জিজ্ঞেস কর গিয়ে, যাও!'

লোক চিনতে কনরয়ের ভুল হয় না। চট করে সে বুঝতে পারল রাগ দেখিয়ে পানচো ম্যালোনিকে বাগে আনার চেষ্টা করে ভুল করে ফেলেছে। চেহারা থেকে হিংস্র ভাব উধাও হল তার, ভদ্রলোকের মত কোমল হয়ে গেল সে।

'শোন, ম্যালোনি, কথাটা জানা আমার জন্যে খুবই জরুরি। সেগান বোকার মত যদি কিছু করে থাকে তাহলে ওর কপালে খারাবী আছে। মেয়েদের অসম্মান করা এদেশে মহাপাপ!'

'আমার ওপর জোর খাটাতে যেয়ো না। এসবের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি আমার কাজ করে যাই, বিনিময়ে বেতন পাই, ব্যস।'

'আচ্ছা, সেজন্যেই হোমসের খোঁজে পাহাড়ে যাবার জন্যে এত উতলা হয়ে উঠেছিল সেগান!' স্বগতোক্তি করল কনরয়, 'ওকে খুঁজে পেতে দিন দুই লেগে যাবার কথা বলেছিল এজন্যেই!'

'হ্যাঁ, তা-ই বলেছিল বটে,' সায় দিল ম্যালোনি।

'আসলে কায়দা করে দুদিন সময় আদায় করে নিয়েছে আমার কাছ থেকে—একটা মেয়েকে নিয়ে আমোদ-ফুর্তিতে মেতে থাকার জন্যে! ব্যাটা নিমকহারাম!

মাথামোটা গর্দভ! এখানে ওর দিন শেষ। আমার প্রয়োজনের সময় কাজের কথা নিয়ে মাথা ঘামাবে এমন কাউকে ফোরম্যান করব এবার।'

'ভাবছিলাম ফোরম্যানের চাকরিটা ভালই লাগবে আমার,' আস্তে করে বলল ম্যালোনি।

'তুমি তো চাকরি করছই,' জবাব দিল কনরয়। 'তোমাকে যা বলব তা-ই করতে হবে!'

'কিন্তু এখন তো আমি বেকার,' পাল্টা জবাব দিল ম্যালোনি, 'তোমার চাকরি ছেড়ে দিয়েছি না!'

'কখন ছাড়লে?'

'ঠিক আধ মিনিট আগে। তোমাকে জানানোর ফুরসত পাইনি এতক্ষণ।'

'একটা লড়াই চলছে, এই সময় আমাকে ফেলে রেখে যেতে পার না তুমি!' ধমক দিল কনরয়।

'কিন্তু তা-ই করতে যাচ্ছি আমি,' জবাব দিল ম্যালোনি। 'আমার মনে হচ্ছে দুনিয়ায় যদি উন্নতি করতে হয় এখুনিই চেষ্টা করার উপযুক্ত সময়। সেজন্যেই ছেড়ে দিলাম চাকরিটা। এই মুহূর্তে কোন র‍্যাঞ্চের ফোরম্যানের চাকরির খোঁজে আছি। তোমার এখানে হবে নাকি একটা চাকরি?'

দীর্ঘ এক মুহূর্ত কড়া নজরে পানচোকে মাপল হ্যারিসন কনরয়, তারপর আবার পায়চারি শুরু করল। অস্থির হয়ে উঠেছে র‍্যাঞ্চার, দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। ম্যালোনি সম্পর্কে অল্প যা জানে মনে মনে সেসব উল্টেপাল্টে দেখতে শুরু করল। পর্বতমালা থেকে লোকটাকে জোগাড় করেছিল সেগান; তার মানে সার্কেল-সিতে আসার অনেক আগে থেকেই বারুদের গন্ধের সঙ্গে পরিচিত। লোক বাছাইয়ের বেলায় হিসাবে ভুল করেনি সেগান—যাদের বিবেক বলে কিছু নেই, টাকা পেলে যারা আদেশ মানতে দ্বিধা করে না—তাদেরই নিয়েছে সে।

চুপচাপ স্বভাবের লোক ম্যালোনি। মাঝখানে একবার সীমান্তের দিকে চলে গিয়েছিল, হয়ত ওদিক থেকেই এসেছে। দোআঁশলা লোক, ওপরের কঠিন খোলসের নিচে তার মধ্যে আবেগের একটা স্রোত বয়ে যাচ্ছে বলে কনরয়ের ধারণা, যদিও সেটা কিসের জানা নেই তার। তবে ওর বিশ্বাস গোটা পৃথিবীর প্রতি এক ধরনের ঘৃণাবোধ রয়েছে ম্যালোনির; প্যাঁচানো র‍্যাটলস্নেকের মত তৈরি হয়ে আছে যেন, শত্রুর পায়ের আওয়াজ পাওয়ামাত্র ছোবল হানবে। ম্যালোনি আপাদমস্তক একটা ঠাণ্ডা মাথার শয়তান—সিদ্ধান্তে পৌঁছুল কনরয়—সেগানের মত শরীর আর শক্তির বুদ্ধিহীন একটা পাত্র নয়। দুজনের মধ্যে এখন পানচো ম্যালোনিকেই অনেক মূল্যবান বলে মনে হচ্ছে র‍্যাঞ্চারের।

পায়চারি থামিয়ে ম্যালোনির দিকে তাকাল কনরয়। 'সেগান যদি তোমাকে তার জায়গায় দেখে খেপে যায় তখন কি করবে? অমন একটা পরিস্থিতি সামাল দেবে কিভাবে?'

আবার কাঁধ ঝাঁকাল ম্যালোনি। 'বহুদিন ধরে নিজেই নিজের ভালমন্দ দেখে আসছি আমি। এই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে অযথা মাথা ঘামিয়ো না তুমি।'

জবাব শুনে সন্তুষ্ট হল কনরয়। সেগান ঝামেলা বাধানোর চেষ্টা করলেও এ

লোক তাকে শায়েস্তা করতে পারবে।

'আরেকটা কথা: এখানে ঝামেলা শুরু হবার পরপরই ওয়েজ সিটি থেকে লোক জোগাড় করার ব্যবস্থা করেছিলাম আমি। যে-কোন মুহূর্তে চলে আসতে পারে তারা—প্রায় বারজনের মত গানম্যান—ওদের সামলানো সহজ হবে না, যদি লোকগুলো আমার চাহিদা অনুযায়ী হয়ে থাকে। বুঝতে পেরেছ আমার কথা? ঝামেলার ভয় ছিল বলে আগেই প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলাম। ওদের সামলাবে কিভাবে?'

'বারজন কেন চব্বিশ জন হলেও কিছু আসে যায় না,' জবাব দিল পানচো ম্যালোনি, 'আমি যদি ফোরম্যান হই, ওরা যাতে আমার নির্দেশ মানে তার ব্যবস্থা করব।'

'আমার কাজে আশপাশের লোকজন অসন্তুষ্ট হতে পারে,' বলল কনরয়।

'তাতে আমার বয়ে গেল,' জবাব দিল ম্যালোনি। 'আমি যতদূর জানি, এদেশে কোন আইন কানুন নেই। সুতরাং আমাদের যা পছন্দ তা-ই করব আমরা, কারও পরোয়া করার দরকারটা কি? অনেক দিন আগে থেকেই নিজের আইন নিজে বানিয়ে আসছি—আমি, আমার কথা, যার চাকরি করি, তার স্বার্থই দেখব আমি।'

দরজার দিকে পা বাড়াল কনরয়, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিল, 'ঠিক আছে, ম্যালোনি, এখন থেকে তুমিই সার্কেল-সি র‍্যাঞ্চের ফোরম্যান।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে,' স্বাভাবিক কণ্ঠে জবাব দিল পানচো ম্যালোনি। কাপের কফিটুকু শেষ করল সে। 'কি করার কথা ভাবছ তুমি?' জিজ্ঞেস করল। কাগজ তামাক বের করে সিগারেট বানিয়ে ধরাল, তারপর তাকাল ফ্রিম্যানের দিকে। 'একটু বাইরে থেকে ঘুরে আস তুমি,' বলল। 'আমাদের আলাপ শেষ হলে আবার ডাকব তোমাকে।'

রাগের ছাপ পড়ল ফ্রিম্যানের চেহারায়, ম্যালোনির দিকে একবার কড়া চোখে তাকাল সে, সরাসরি তার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল ম্যালোনি। চুপচাপ। এক মুহূর্ত পরেই চোখ নামিয়ে নিল ফ্রিম্যান, মাত্র কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী হল তার বিদ্রোহ। সশব্দে ফ্রায়িংপ্যানটা স্টোভের ওপর নামিয়ে রাখল ছেলেটা, বাংকহাউস থেকে বেরিয়ে গেল গটগট করে।

ফিরে এসে একটা চেয়ারে বসে দৃশ্যটা প্রত্যক্ষ করল কনরয়। ফ্রিম্যান বেরিয়ে যাবার পর জানতে চাইল, 'তোমার মতলবটা কি? ওই ছেলেটা তো আগাগোড়াই আমাদের পক্ষে আছে!'

'মেরুদণ্ড বলে কিছু নেই ব্যাটার। সেগানকে যমের মত ভয় পায় অথচ তারপরেও তুমি সেগানের কথা জিজ্ঞেস করার পর মুখ বন্ধ রাখতে পারেনি। বুড়ো বাপের কাছ থেকে শেখার সুযোগ পেলে হয়ত লাইনে আসবে তবে সেজন্যে অনেক সময় লাগবে। সে যত কম জানবে ততই কথা ফাঁস হবার সুযোগ কম থাকবে।'

ম্যালোনির মনোভাব কনরয়ের পছন্দ হল, তবে কথাটা তাকে জানাল না। 'ঠিক আছে, এবার শোন আমার পরিকল্পনা। সেগানকে একবার বুঝিয়ে

বলেছিলাম, কিন্তু সবকিছু গুবলেট করে ফেলেছে সে। এখন যা পরিস্থিতি তাতে আর তালগোল পাকানোর কোন অবকাশ নেই। আমি পুরোপুরি প্রস্তুত হবার আগেই পুরো উপত্যকা রুখে দাঁড়িয়েছে আমার বিরুদ্ধে। কিন্তু ওরা একাট্টা হবার আগেই একটা ব্যবস্থা নিতে হবে আমাদের।'

'অযথা সময় নষ্ট করছি কেন বুঝতে পারছি না আমি,' বলল ম্যালোনি।

একথাটা কনরয়ের পছন্দ হল না, কিন্তু এবারও নিজের মনোভাব প্রকাশ করল না সে, বরং পরিষ্কার করে বলল, 'পুরো উপত্যকাটা দখল করে নিতে চাই আমি। এ ব্যাপারে এখন আর লুকোছাপার কিছু নেই। উপত্যকাটা আমার চাই, পাবও। দখল করে নেয়ার বুদ্ধি আর শক্তি দুটোই আছে আমার। আর কিছুর প্রয়োজনও নেই

'আমারও তা-ই ধারণা,' সায় দিল ম্যালোনি, 'তবে এতদিনে দখল করে ফেলা উচিত ছিল তোমার।'

'এক এক করে সবার ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা ছিল আমার, যাতে আতঙ্কিত হয়ে ওরা আমার বিরুদ্ধে একজোট হতে না পারে,' ব্যাখ্যা করল কনরয়। 'কিন্তু সেগানই বরবাদ করে দিয়েছে সব। এখন আবার শুনছি একটা মেয়েকে অপহরণ করেছে। এটা তো পাগলা ষাঁড়ের সামনে লাল নিশান নাচানোর সামিল! এখন ওরা সবাই অস্ত্র তুলে নেবে হাতে। এতদিন একটু একটু সন্দেহ করলেও কি হতে যাচ্ছে জানত না বলে জোট বাঁধার কথা চিন্তাও করেনি। কি হয় দেখার অপেক্ষা করছিল। কিন্তু ওদের জাত আমার চেনা আছে, এখন মেয়েটাকে উসিলা হিসাবে ব্যবহার করবে ওরা, পাল্টা হামলা চালাবে। এমনকি আমাকে শেষ করে দেয়ার চেষ্টাও চালাতে পারে।'

'তার আর সুযোগ পাবে না,' বলল ম্যালোনি, 'আগেই আমরা ওদের মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারব।'

'কি বুদ্ধি এঁটেছ তুমি?' জিজ্ঞেস করল কনরয়।

'আগেই যেটা করা উচিত ছিল তোমার—জায়গাটা দখল করতে চাও তুমি—সেজন্যে ওদের সবাইকে ভাগিয়ে দিতে হবে—কাজটা দ্রুত সেরে ফেলাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। আর কিছু করার নেই এখানে।'

'এমনভাবে বলছ যেন কাজটা পানির মত সহজ।'

'তুমিই কাজটা জটিল করে ফেলেছ। কি লাভ হয়েছে তাতে? কিচ্ছু না, বরং এখন ওরা জেনে গেছে ওদের জন্যে বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে যাচ্ছ তুমি। ওদের উচ্ছেদ করার ইচ্ছা থাকলে করে ফেল, তাহলেই সব ল্যাঠা চুকে যাবে।'

উঠে দাঁড়াল কনরয়। 'তোমার কাছে ঠিক একথাই শুনতে চেয়েছিলাম, আমিও একই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। নতুন লোকগুলো এসে গেলেই আক্রমণ শানাব আমরা।'

'সেটা যত জলদি করা যায় ততই মঙ্গল,' জবাব দিল পানচো ম্যালোনি। 'আমার হাতে জনাবার সত্যিকার লড়াকু লোক দিয়ে দাও, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পুরো রেঞ্জ সাফ করে তুলে দেব তোমার হাতে।'

'আসছে,' ওকে আশ্বস্ত করল কনরয়। 'ওরা এলেই আক্রমণ করব আমরা, আর দেরি করব না।'

'কিন্তু আক্রমণটা করবে কোথায়?'

'যেখানে ওরা আছে,' অধৈর্যের সঙ্গে জবাব দিল কনরয়। 'কেন?'

মাথা নাড়ল পানচো ম্যালোনি। 'উঁহু, বোকামি হয়ে যাবে সেটা। আমরা এমন কিছু করব বলেই ধরে নেবে ওরা এবং তৈরি থাকবে। আমরাই যুদ্ধক্ষেত্র নির্বাচন করব, ওদের পছন্দসই জায়গায় লড়াই হতে দেয়া যাবে না।'

দরজার কাছে গিয়ে ফ্রিম্যানকে ডাকল ম্যালোনি, ছেলেটা আসার পর তাকে বলল, 'ঘোড়ায় স্যাডল চাপিয়ে জলদি জলদি অ্যালার্ডের র‍্যাঞ্চের রাস্তা ধর তুমি।'

ফ্রিম্যানের লম্বাটে চেহারা কালো হয়ে গেল, গজগজ করে উঠল সে, 'কি? মরার জন্যে?'

'না, ওখানে গিয়ে চাকরি খুঁজবে, বলবে আজ সকালে মাতাল অবস্থায় শহর থেকে ফিরে এসে তোমাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে সেগান, এই র‍্যাঞ্চের ওপর তিতি বিরক্ত হয়ে গেছ তোমরা, এখন তাই ওদের সঙ্গে যোগ দিতে চাও।'

'না খেয়ে মরলেও আমাকে ওরা চাকরি দেবে না!'

'যা বলছি কর!' ধমক দিল ম্যালোনি, 'চাকরি দেবে কি-না তা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না তোমাকে! যতক্ষণ তাড়িয়ে না দিচ্ছে ঘুরঘুর করবে ওখানে; ভাল করে দেখে নেবে সবকিছু। অ্যালার্ড কি করছে বোঝার চেষ্টা করবে। ওর সঙ্গে মোট কজন লোক আছে জেনে নেবে। ওর প্রতিবেশীদের পরিকল্পনা কি তা-ও জানার চেষ্টা করবে। ওখানে যদি কিছু জানতে না পার, পাশের র‍্যাঞ্চে চলে যাবে, একই কাহিনী শোনাবে তাদেরও। পানি খেতে চাইবে, চাকরি খুঁজবে; খাবারের জন্যে থেকে যাবে। দরকার হলে ওদের টুকটাক কাজকর্ম করে দেবে আর সেই ফাঁকে জানার চেষ্টা করবে সবকিছু। তারপর রাতের বেলা ফিরে আসবে এখানে। বুঝতে পেরেছ?'

'ওরা যদি আমার কাছ থেকে কথা আদায়ের চেষ্টা করে?'

'তা তো করবেই! তোমাকে নিংড়ে তথ্য আদায় করার চেষ্টা করবে ওরা। তুমি এমন ভান করবে যেন মুখ খোলার কোন ইচ্ছাই নেই। ওরা তখন জোর খাটাবে, শেষে হার মানার ভান করে জানাবে আমাদের এখানে সবাই সেগানের ওপর রেগে কাঁই হয়ে আছে, চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেজন্যে; নতুন লোক জোগাড় করতে পরশু ওয়েজ সিটিতে যাবে কনরয়। দিন ছয়েকের মধ্যেই ফিরে আসবে ও। বুঝেছ?'

ফুঁপিয়ে উঠল ছেলেটা। 'কিন্তু বিপদে পড়ে যাই যদি—!'

'বিপদ!' ধমকে উঠল ম্যালোনি; মহা বিরক্ত চেহারায় ফ্রিম্যানের দিকে তাকাল। 'হাহ্, তোমাকে পুরুষ মানুষ মনে করেছিলাম আমি! এখানে কি হচ্ছে বলে তোমার ধারণা, চড়ুইভাতি?' চোখ দুটো ছোট ছোট হয়ে গেল তার, সিংহের গর্জনের মত শোনাল কণ্ঠস্বর। 'যা বলেছি কর, জলদি! এরপর যেন কোন কথা

আর দ্বিতীয়বার বলতে না হয়! বেরিয়ে যাও! মাঝরাতের আগেই ফিরে আসবে আবার।'

ম্যালোনির ঠাণ্ডা বাদামী চোখের দৃষ্টিতে বিপদের ছায়া দেখল ফ্রিম্যান, আতঙ্কে গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল তার। সেগান ছিল গুণ্ডা টাইপের, সবার ওপর গায়ের জোর খাটাত, খালিহাতে যে কাউকে শায়েস্তা করার ক্ষমতা ছিল তার। কিন্তু ম্যালোনি লোকটা একেবারে ভিন্ন জাতের, শীতল আতঙ্কের প্রতিমূর্তি যেন, বিষধর গোক্ষুর সাপের মত বিপজ্জনক! বাংকহাউস থেকে বেরিয়ে হর্স কোরালের দিকে পা বাড়াল ফ্রিম্যান, ম্যালোনির শীতল দৃষ্টির আড়ালে আসতে পেরে খুশি।

কনরয়ের মনে সন্তোষ আর সংশয়ের মিশ্র অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে; ম্যালোনিকে সামলানো তার জন্যে সহজ হবে না; সেগান চিন্তাভাবনার ব্যাপারটা কনরয়ের ওপর ছেড়ে দিত, কিন্তু ম্যালোনি নিজেই চিন্তা করার ক্ষমতা রাখে।

'বড়দের কাজে বাচ্চা একটা ছেলেকে পাঠাচ্ছ তুমি,' বলল সে। 'তোমার পরিকল্পনাটা বলবে?'

'ওকে আমার কাজের উপযুক্ত করে তুলব আমি,' শান্ত কণ্ঠে বলল ম্যালোনি। 'আমি যা চাইছি সেটা হল—জুনিয়রের কাছে সব শুনে অ্যালার্ডের ধারণা হবে আমাদের সঙ্গে এখন প্রচুর লোক আছে, তুমি বেড়িয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তারা থাকবে। তখনই আক্রমণ করার উপযুক্ত সময় বলে ধরে নেবে ওরা, ততক্ষণ অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেবে। কিন্তু নতুন লোকগুলো আগামীকালই এসে পড়বে, ওদের দিয়ে অ্যালার্ডদের জন্যে ফাঁদ পাতব আমি। আর তারা যদি আমাদের দুর্বল ভেবে আক্রমণ না করে আমরা বুঝে যাব এখনও তারা সংগঠিত হতে পারেনি কিংবা আক্রমণ করার সাহস তাদের নেই। সেক্ষেত্রে স্রেফ ঝেঁটিয়ে বিদায় দেব ওদের—কবর দিয়ে দেব!' হাত দিয়ে ইশারা করল ম্যালোনি। 'কঠিন কিছু নেই এতে।'

'সহজ, যদি কাজ হয়,' জবাব দিল কনরয়, 'তবে একটা কথা বলি তোমাকে, অ্যালার্ডকে বোকা বানানো সহজ হবে না। যথেষ্ট বুদ্ধি রাখে সে। বারুদের সঙ্গে পরিচয় আছে, ওর মুখের কথায় খুদে র‍্যাঞ্চাররা প্রয়োজনে নরক পর্যন্ত যাবে ওর সঙ্গে, নির্দ্বিধায়।'

'ওর সঙ্গে থাকলে শেষ তক ঠিক ওখানেই যেতে হবে তাদের!' বাঁকা কণ্ঠে জবাব দিল পানচো ম্যালোনি। 'সেগানকে সে হেনস্তা করার সময় ছিলাম আমি। কিন্তু আমি সেগান নই। অ্যালার্ডের চামড়া নিশ্চয়ই বুলেট ঠেকাতে পারবে না!'

সন্তুষ্ট হল কনরয়। পানচো ম্যালোনিকে দায়িত্ব দিয়ে বাঘের লেজ চেপে ধরেছে, বুঝতে পারছে, কিন্তু কাজটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ছাড়া যাবে না!

ঘুরে দাঁড়াল কনরয়, ফিরে এল র‍্যাঞ্চহাউসে।

আঠারো

পর্বতমালা ছেড়ে নামার পর খোলা মাঠের ওপর দিয়ে হোমস আর জোডি লকরিজকে নিয়ে সোজা র‍্যাঞ্চের উদ্দেশে এগিয়ে চলল অ্যালার্ড। এক সময় র‍্যাঞ্চহাউসটা নজরে এল। অস্বাভাবিক ব্যস্ততার আভাস পাওয়া গেল ওখানে। এতদূর থেকেও বোঝা যাচ্ছে হর্স কোরালে বেশ কয়েকটা অচেনা ঘোড়া রাখা হয়েছে; বিশাল হে-বার্নটার পেছনের উঠানে কতগুলো কাভার্ড ওয়্যাগন দেখা যাচ্ছে। ঘুরে বেড়াচ্ছে অনেক লোক। কান্ট্রি চার্চের সামনে ক্যাম্প মীটিংয়ের মত মনে হচ্ছে।

দূরত্ব আরও কমে আসলে ওয়্যাগন আর ঘোড়াগুলো কোত্থেকে এসেছে বুঝতে পারল অ্যালার্ড, নেস্টরদের জিনিস। ওয়্যাগনগুলোর পাশে ছোট আকারের আগুন জ্বলছে, নেস্টরদের পরিবারের সদস্যরা খাবার রাঁধছে; র‍্যাঞ্চের উঠানে খেলাকরছে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা। কয়েকটা ওয়্যাগন মালপত্রে বোঝাই, ওয়্যাগন-শিটে ঢাকা। দেশত্যাগের জন্যে যেন তৈরি হয়ে গেছে পরিবারগুলো।

'কি বুঝছ?' জানতে চাইল হোমস।

'কোন কারণে নিশ্চয়ই নাড়া খেয়েছে ওরা,' জবাব দিল অ্যালার্ড। 'দেখাই যাক।'

বার্নের কাছে পৌঁছুল ওরা। ঘোড়ার পিঠ থেকে নামতেই এড গ্রাহাম এসে যোগ দিল ওদের সঙ্গে। জোডিই কথা বলল সবার আগে।

'আমার বাবা ঠিক আছে তো?'

'আছে, মিস। সোজা ঘরে চলে যাও তুমি।'

দ্রুত র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে চলে গেল জোডি লকরিজ। অ্যালার্ড আর হোমস জিন খসিয়ে কোরালে ঢোকাল ঘোড়াগুলোকে। এড গ্রাহাম ওদের অনুসরণ করল।

'তোমার হয়েছিল কি?' জানতে চাইল গ্রাহাম। 'ফরেস্ট আর হ্যাপের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম আমরা—হ্যাপকে তোমার খোঁজে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।'

সংক্ষেপে সব জানাল অ্যালার্ড, তারপর গণজমায়েতের কারণ জানতে চাইল।

'গতকাল ব্র্যান্ডলিজ আর টারলিকে কবর দিতে শহরে গিয়েছিলাম আমরা, ওখানে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে মার্শাল ব্র্যাডফোর্ড; বোধ হয় নিরপেক্ষতার খাতিরে কথাটা সরাসরি আমাদের বলতে চায়নি—যাই হোক, ডাক্তারকে সে জানিয়েছে: ওয়েজ সিটির মার্শাল নাকি তার কাছে খবর পাঠিয়েছে এখানকার কেউ একজন ওখানে গানম্যান জোগাড় করছে। ঝামেলার জন্যে যাতে তৈরি থাকতে পারে সেজন্যেই খবরটা তাকে জানিয়েছে ওয়েজ সিটি মার্শাল—আমার ধারণা ওটা—কিন্তু ঠিক কি ধরনের ঝামেলা হতে পারে সেটাই আমার মাথায় আসছে না। ডাক্তার আবার ফরেস্ট, হ্যাপ আর আমাকে বলেছে খবরটা, যাতে

অপ্রস্তুত অবস্থায় বিপদে পড়ে না যাই আমরা। তোমার অনুপস্থিতিতে আমাদের সাধ্যমত আমরা বিপদ মোকাবিলার প্রস্তুতি নিয়েছি। সবাই একসঙ্গে থাকাটাই যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়েছে আমাদের। কারণ এতে একদিকে যেমন মহিলা আর বাচ্চাদের রক্ষা করা যাবে তেমনি পুরুষরা সবাই এক জায়গায় থাকায় প্রতিরোধ সৃষ্টি করা অনেকটা সহজ হয়ে যাবে। তাই ফার্মারদের খবর দিয়ে নিয়ে এসেছি এখানে। বাকবোর্ড নিয়ে গোলাবারুদ আনতে শহরে গেছে ফরেস্ট আর হ্যাপ হার্বার্ট। বুদ্ধিটা আশা করি তোমার অপছন্দ হয়নি?'

'ঠিকই করেছ,' জবাব দিল অ্যালার্ড। 'খারাপ কিছু ঘটেছে?'

'নাহ্। অবশ্য, শুরুতে কুয়াতলার দখল নিয়ে নেস্টরদের স্ত্রীদের মধ্যে সামান্য কথা কাটাকাটি হয়েছিল।'

'স্বাভাবিক,' বলল অ্যালার্ড, 'প্রচণ্ড মানসিক চাপের মধ্যে আছে ওরা, মেজাজ দেখালেও দোষ দেয়া যাবে না।'

'আমার বউ-বাচ্চা এখানে আছে?' জিজ্ঞেস করল হোমস।

'তোমার স্ত্রীই এখন সবকিছু দেখাশোনা করছে এখানে,' জবাব দিল গ্রাহাম। ওদের খোঁজে চলে গেল হোমস। ওর গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকল গ্রাহাম; তারপর জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ফেরাল অ্যালার্ডের দিকে।

'লোকটার মধ্যে অবিশ্বাস্য একটা পরিবর্তন ঘটেছে,' বলল অ্যালার্ড, 'এতদিন যেমন জানতাম ঠিক তার উল্টো মানুষে পরিণত হয়েছে সে। আপাতত ওর বিরুদ্ধে কিছু না করারই সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি। আর কিছু?'

'হ্যাঁ, হোমস বিদায় নেয়ার অপেক্ষা করছিলাম আমি কথাটা বলার জন্যে,' বলল গ্রাহাম। 'রাউন্ড-আপের পর আমরা মাঠে যেসব গরু রেখে এসেছিলাম সেগুলো একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে—একটাও নেই ওখানে!'

'আচ্ছা,' জবাব দিল অ্যালার্ড। 'কখন জানতে পারলে ব্যাপারটা?'

'গতকাল সন্ধ্যার দিকে, তার আগে তো ওদিকে যাবার ফুরসতই পাইনি আমরা—টারলিদের ফিউনারেল আর সবাইকে এখানে ডেকে আনতে গিয়ে অনেক ঝক্কি পোহাতে হয়েছে আমাদের। ট্রেইল করা দরকার ছিল মনে কর? ট্র্যাক দেখে অবশ্য আমার সান্দেহ জেগেছে কনরয়ের র‍্যাঞ্চের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে গরুগুলোকে।'

'কমপক্ষে ছত্রিশ ঘণ্টার পথ এগিয়ে আছে ওরা,' বলল অ্যালার্ড। 'আর আমার ধারণা কনরয়ের ওখানে যায়নি গরুগুলো, পাহাড়ের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আসলে।'

'নিশ্চয়ই ওগুলোর কথা ভুলে যাবার চিন্তা করছ না?'

'মোটেই না। ওগুলো কোথায় গেছে বোধ হয় জানি আমি। পর্বতমালার একটা হাইডআউট র‍্যাঞ্চের সঙ্গে কনরয়ের গোপন যোগাযোগ রয়েছে বলে সন্দেহ করছি আমি। ব্যাপারটা খতিয়ে দেখতে হবে আমাদের; তবে হাতের জরুরি সমস্যাটা মেটাতে হবে আগে।'

নেস্টরদের কয়েকজন কোরালের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, সবার মুখে একই আলোচনা; কনরয় কি করতে যাচ্ছে আঁচ করার চেষ্টা করছে তারা—একেক জনের

ধারণা একেক রকম; করণীয় সম্পর্কেও ভিন্নমত পোষণ করছে তারা। ওদের নেতৃত্ব দেয়ার কেউ নেই; সমন্বিত চিন্তার অভাব রয়েছে, যেন লীড-স্টিয়ার ছাড়া গরুর একটা পাল—জানে না কোনদিকে যাবে! এদের ঐক্যবদ্ধ করতে চাইলে কঠোর হতে হবে, বুঝতে পারছে অ্যালার্ড এবং কনরয়ের হামলা থেকে বাঁচার জন্যে ঐক্যের কোন বিকল্প নেই। কনরয় জানে সে কি চায় এবং কিভাবে তা অর্জন করতে হবে। এমনভাবে সমস্যাটা নিয়ে আলোচনা করতে হবে এখন, ভাবল অ্যালার্ড, যাতে সবার মাঝে এই ধারণা জন্মায় যে একা লড়াই না করে জোট বেঁধে লড়াই করাই ওদের জন্যে মঙ্গলজনক। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী, স্বাধীনভাবে চলতে অভ্যস্ত, ওদের প্রভাবিত করা মোটেই সহজ হবে না।

সার্কেল-সি থেকে বেরিয়ে এল জুনিয়র ফ্রিম্যান, পানচো ম্যালোনির অশুভ দৃষ্টির আওতা থেকে দূরে আসার সুযোগ পেয়ে খুশি। সেগানের মত মাস্তানের সঙ্গে মানিয়ে চলা যায়; হুকুম তামিল না করলে ঝাড়ি খেতে হবে, এই ভয়েই যা করতে বলত করত সে। কিন্তু ম্যালোনি একেবারে ভিন্ন ধাতুতে গড়া, লোকটার মধ্যে অশুভ কি যেন একটা আছে, বাইরে থেকে বোঝা যায় না; অপকর্মের পরিকল্পনা ফেঁদে অন্ধকার রাতে সেগুলো কাজে লাগানোর ক্ষমতা রাখে শয়তানটা। ম্যালোনির মত লোকদের ভয় পাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ—জুনিয়র ফ্রিম্যানের মত লোকদের জন্যে তো ফরজ। লোকটার উপস্থিতি প্রাণে আতঙ্ক জাগিয়ে তোলে, তার মৃদু কণ্ঠে উচ্চারিত আদেশ না পালন করে গত্যন্তর নেই।

চিন্তার উপযুক্ত বিষয়, ঢেউ খেলানো প্রান্তরের ওপর দিয়ে ঘোড়া নিয়ে এগোতে এগোতে মনে মনে বারবার উল্টেপাল্টে দেখল ফ্রিম্যান কথাগুলো।

শেষ রিজটা যখন পেরিয়ে এল সে, তখনও চিন্তায় ডুবে আছে; হঠাৎ সামনে অ্যালার্ডের র‍্যাঞ্চটা দেখতে পেল। র‍্যাঞ্চহাউস আর বার্নের দিকে দ্রুত একবার নজর চালাল সে। কোরালের অতিরিক্ত ঘোড়া আর উঠানে দাঁড় করিয়ে রাখা ওয়্যাগনগুলো নজর কাড়ল। ইতিউতি ঘুরে বেড়াচ্ছে অনেক লোক, খেয়াল করল সে। উপত্যকার অধিকাংশ লোক হাজির হয়েছে এখানে, বুঝতে কষ্ট হল না।

রাশ টেনে ঘোড়া থামাল ফ্রিম্যান; বর্ধিষ্ণু আতঙ্কের সঙ্গে আরও একবার সামনের দৃশ্যটা দেখল। পাকস্থলীর ভেতরে যেন একসঙ্গে ডানা ঝাপ্টানো শুরু করেছে হাজার হাজার প্রজাপতি, মুখের ওপর ঠাণ্ডা স্বেদ বিন্দু জমতে শুরু করেছে। দুহাতে স্যাডল হর্ন চেপে ধরল সে, থরথর কাঁপছে ওগুলো।

অ্যালার্ডের র‍্যাঞ্চ এড়িয়ে আর কারও র‍্যাঞ্চে চলে যাবে কি-না ভাবল একবার ফ্রিম্যান। কিছু হলেও তো জানা যাবে, তারপর ফিরে গিয়ে ম্যালোনিকে বললেই হবে যে অ্যালার্ডের কাছ থেকেই পাওয়া গেছে তথ্যগুলো। চট করে চিন্তাটা দূর করে দিল সে। ওর মনের মধ্যে এমনই আতঙ্ক ঢুকিয়ে দিয়েছে পানচো ম্যালোনি যে তার কাছে মিথ্যা বলার সাহসই হবে না।

অ্যালার্ডের চেয়ে পানচো ম্যালোনিকে অনেক বেশি ভয় পায় সে, তাই সারা শরীরের শিরায় শিরায় হিম রক্ত নিয়ে জোর করে আবার সামনে বাড়ল। ওখানে

গিয়ে ঝপপট বানোয়াট গল্পটা বলবে সে, তারপর যত জলদি পারা যায় কেটে পড়বে। অ্যালার্ড আর যা-ই হোক ওকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করার মত অমানুষ নয়।

কয়েক মিনিট পরেই অ্যালার্ডের র‍্যাঞ্চে পৌঁছুল জুনিয়র ফ্রিম্যান, আসার সময় ওর ওপর নজর রাখা হচ্ছিল, বুঝতে পারল। কোরালের কাছে সমবেত লোকগুলোর কাছে গিয়ে ঘোড়া থামাল কাউবয়, তারপর নিজের ওপর জোর খাটিয়ে কঠিন দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হল।

অ্যালার্ডকে চেনে সে, এড গ্রাহামসহ আরও কয়েকজনের সঙ্গে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। হোলস্টার কিংবা পিস্তল নেই এখন অ্যালার্ডের সঙ্গে, তবু স্যাডল হর্ন থেকে হাত সরাল না ফ্রিম্যান, অ্যালার্ডকে বোঝাতে চায় হুট করে লুকানো অস্ত্র বের করে গোলাগুলি শুরু করার বদ মতলব নেই তার।

'তোমার সঙ্গে একটা কথা বলা যাবে?' অ্যালার্ডকে জিজ্ঞেস করল ফ্রিম্যান।

'বলে ফেল,' জবাব দিল অ্যালার্ড। 'কি মতলব?'

নাক কোঁচকাল ফ্রিম্যান, বুঝতে পারছে অ্যালার্ডকে নরম করতে পারেনি। 'মানে, ব্যাপারটা হল,' বলল ফ্রিম্যান, 'কনরয়ের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে আমাদের, ভাবছিলাম তোমার হয়ত একজন লোকের দরকার হতে পারে এখানে। তোমাদের অনেক উপকারে আসব হয়ত আমি, কারণ ওই আউটফিটের অনেক খবরই আমার জানা আছে।'

'হয়ত,' জবাব দিল অ্যালার্ড। 'আগে একটু শোনাও, তারপর বোঝা যাবে কতখানি উপকারে আসতে পার তুমি।'

'মানে ব্যাপারটা এত সহজ নয়,' বলল ফ্রিম্যান। 'তোমাদের সঙ্গে পুরোপুরি মিশে গেছি নিশ্চিত হতে না পারলে মুখ খোলার সাহস হবে না আমার। আগে আমাকে জানতে হবে তোমরা আমার পেছনে রয়েছ কি-না। আমাকে আশ্রয় দেয়ার কেউ না থাকলে একেবারে জ্যান্ত মাটিতে পুঁতে ফেলবে ওরা—ধরতে পারলে!'

কথাটা একটু ভাবল অ্যালার্ড, তারপর বলল, 'তোমার সঙ্গে কনরয়ের আবার কি হল? আমরা তো জানতাম তুমি আর তোমার বাবাসার্কেল-সিয়ের খাস লোক!'

'ছিলাম,' জবাব দিল ফ্রিম্যান, 'কিন্তু আর ওদের সঙ্গে থাকার খায়েশ নেই। সেগানই দায়ী এর জন্যে। ব্যাটা মহা শয়তান। মানুষের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে শেখেনি। আমি আর বাবা চাকরি ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সেজন্যেই জানতে আসা, তুমি আমাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারবে কি-না।'

'তোমার বাবাই পাঠিয়েছে তোমাকে?'

'হ্যাঁ।'

'কখন?'

'এই তো খানিক আগে।'

'হঠাৎ এমন একটা সিদ্ধান্ত নেয়ার কারণ?'

'মানে, আজ সকালে শহর থেকে টাল হয়ে র‍্যাঞ্চে ফিরে আসে সেগান। অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে সবাইকে। মেরে মাটিতে ফেলে দেয়

আমাকে, ব্যাপারটা পছন্দ না হওয়ায় বাধা দিতে গিয়েছিল বাবা, তাকেও মেরেছে সেগান। ওখানেই হয়ত বাবা তাকে খুন করে ফেলত, কিন্তু সে বাবার বন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে ওর মাথায় বাড়ি মেরে অজ্ঞান করে দিয়েছে। এখন তুমিই বল যার বিন্দুমাত্র ইজ্জতজ্ঞান আছে তার পক্ষে কি এই অপমান মেনে নেয়া সম্ভব?'

'না, তা অবশ্য সম্ভব নয়,' গম্ভীর স্বরে জবাব দিল অ্যালার্ড।

'তাহলে চাকরি ছেড়ে চলে আসায় নিশ্চয়ই দোষ দিচ্ছ না আমাদের?'

'মোটেও না।'

'আমাকে তাহলে চাকরি দিচ্ছ?'

'আসলে,' চেহারায় চিন্তার রেখা ফুটিয়ে তুলে জবাব দিল অ্যালার্ড, 'ব্যাপার কি জান, আমাদের এখানে লোকের কোন অভাব নেই এখন বরং বেশিই আছে বলা চলে। তবে তোমার কোন গোপন তথ্য জানা থাকলে তোমাকে আমাদের দলে টেনে নেয়া উচিত, অবশ্য তোমার যদি মনে হয় আমাদের এখানে চাকরি করছ বলেই সবকিছু জানানো উচিত তাহলে জানাবে, আমরা জোর খাটাব না।'

'তাই মনে করি আমি,' বলল কাউবয়। 'তোমরা সবাই এখন কি করার কথা ভাবছ?'

অ্যালার্ড ওর গল্প খেয়েছে দেখে খানিকটা ভয় কেটে গেছে ফ্রিম্যানের, তাছাড়া গল্প বলতে গিয়ে অনেকখানি আত্মবিশ্বাসও ফিরে পেয়েছে সে; ফলে মিথ্যা কথা বলা আরও সহজ হয়ে গেল তার জন্যে। অ্যালার্ডকে তার ফাঁদে পা দিতে দেখে এখন রীতিমত মজা পাচ্ছে সে।

আবার একটু চিন্তার ভান করল অ্যালার্ড। 'ঠিক কি করা উচিত এখনও বুঝতে পারিনি আমি,' বলল, 'কনরয়ের মাথায় কি বুদ্ধি খেলছে জানি না আমরা, তাই তার হাত থেকে নিজেদের বাঁচানোর কোন উপায়ও দেখছি না। তুমি কোন বুদ্ধি দিতে পার? ওরা কি করতে যাচ্ছে তোমার তো জানার কথা!'

ফ্রিম্যান ধরে নিল তাকে গ্রহণ করা হয়েছে, অ্যালার্ড তার মতামত জানতে চাওয়ায় তলে তলে খুশিতে আটখানা হয়ে গেল সে; স্যাডল থেকে পিছলে নেমে পড়ল, চিন্তিত চেহারায় একটা সিগারেট রোল করে ধরাল—অ্যালার্ডকে অপেক্ষায় রেখে আয়েস করে টান দিল কয়েকটা।

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' অবশেষে জবাব দিল জুনিয়র, তার গুরুত্ব বেড়ে গেছে, এই বোধটা গোপন রাখতে পারল না চেষ্টা করেও। 'তোমাদের অনেক সাহায্য করতে পারব আমি। ওদের পরিকল্পনা আগাগোড়া জানা আছে আমার। কনরয়কে হারিয়ে দেয়ার বুদ্ধিও বাতলাতে পারব।'

'তাহলে তো আমাদের কাছে মহামূল্যবান বলতে হবে তোমাকে,' বলল অ্যালার্ড, 'তা তোমার বুদ্ধিটা শুনি?'

'বুদ্ধিটা হল,' জবাব দিল ফ্রিম্যান, বুটের গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে বসে পড়ল সে। 'পাহাড়ী আউট-লদের সঙ্গে এখন বনছে না কনরয়ের, এটাও সেগানের দোষ-বেশি মাতবরি ফলাতে গিয়েছিল শয়তানটা। এসবের পরোয়া করার লোক নয় ওরা, সার্কেল-সি ছেড়ে চলে যাবে বলে স্থির করেছে। আড়িপেতে

কথাটা জেনে ফেলি আমি। আগামী পরশু পর্যন্ত থাকবে ওরা, কনরয়ের সঙ্গে লেনদেন মিটিয়ে ফিরে যাবে হাইডআউটে। ফাঁকা হয়ে যাবে কনরয়ের র‍্যাঞ্চ। কিন্তু কথাটা যেই কনরয়কে জানালাম, সে বলল, ওদের পাওনা চুকিয়ে দিয়েই ওয়েজ সিটির পথ ধরবে, সত্যিকারের গানম্যান ভাড়া করে আনবে। দিন ছয়েকের মধ্যেই নতুন লোক নিয়ে ফিরে আসতে পারবে সে।'

তথ্যটা মনে মনে যাচাই করে দেখল অ্যালার্ড, তারপর বলল, 'তার মানে এখন থেকে দিন তিনেক পর র‍্যাঞ্চ থেকে বেরিয়ে যাবে কনরয়, গানম্যানদের নিয়ে ফিরে না আসা পর্যন্ত কোন ক্রু থাকবে না ওখানে, এই তো?'

'হ্যাঁ!' উজ্জ্বল চেহারায় বলে উঠল ফ্রিম্যান। 'বুঝতেই পারছ: তুমি যদি এ অবস্থায় তাকে আক্রমণ না কর লোকজন ভাড়া করে ফিরে এসেই তোমাদের ওপর হামলা করবে সে। পাহাড়ী আউট-লরা যতক্ষণ থাকছে ততক্ষণ হামলা করতে পারছ না তুমি, কিন্তু আজ থেকে তিন দিন পর ওরা চলে যাবে, তখন তোমরা সোজা গিয়ে কনরয়ের বাড়িঘড় পুড়িয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারবে অনায়াসে; তারপর ঘাপটি মেরে বসে থাকবে, কনরয় নতুন লোক নিয়ে ফিরে এলেই বেকুব বানিয়ে দিতে পারবে তাদের—মানে, তিনদিন পরে যদি ওর র‍্যাঞ্চে ঠিক মত হামলা চালাতে পার—আগেও না, পরেও না—চিরকালের জন্যে শেষ হয়ে যাবে লোকটা।'

'কথাটা মন্দ বলনি,' স্বীকার গেল অ্যালার্ড, 'সত্যি আমাদের কাজে লাগার মত অনেক মূল্যবান তথ্য জুগিয়েছ তুমি।'

'আমি তাহলে থাকতে পারি?' সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল ফ্রিম্যান।

'নিশ্চয়ই,' উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল অ্যালার্ড, 'এখানেই থেকে যাও তুমি।' গ্রাহামের দিকে তাকাল ও। 'এড,' বলল আবার, 'ফ্রিম্যানের খাবারের কোন অসুবিধা যেন না হয়। খাওয়া হলে গ্রেইন-বার্নে ওর শোবার ব্যবস্থা করে দিয়ো। কয়েকটা দিন এখানেই থাকছে ও।'

চিবুক চুলকাল এড গ্রাহাম, গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'আনন্দের সঙ্গে কাজটা করব আমি। আমাদের মেহ্‌মানদারি সম্পর্কে ওর মনে কোনরকম ভুল ধারণা তো জন্মাতে দিতে পারি না! তাহলে আমাদের ছেড়ে আবার চলে যাবে।'

'ঠিক বলেছ।'

ফ্রিম্যানকে নিয়ে কিচেনের দিকে চলে গেল এড গ্রাহাম, র‍্যাঞ্চহাউস থেকে ফিরে আসা হোমস লম্বা একটা দম ফেলল, তারপর বলল, 'বাহ্, বাহ্! সেগান বাবাজি তাহলে একসঙ্গে দুজায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল, অ্যাঁ? ঠিক সকাল বেলা এখান থেকে দুমাইল দূরে পাহাড়ের গায়ে পটল তুলল ব্যাটা আমাদের চোখের সামনে, আবার ঠিক একই সময়ে শহর থেকে মাতাল হয়ে র‍্যাঞ্চে ফিরে এল, ধোলাই দিল ক্রুদের! লাশ হয়েও বেশ ভালই খেল্ দেখাচ্ছে, কি বল?'

'জোশও কম কিসে? আমাদের উচিত ছিল ওদের কবর দিয়ে পাথর চাপা দিয়ে আসা তাহলে আর এভাবে ঘুরঘুর করতে পারত না।'

কোরাল গেটের আশপাশে জনাবারো নেস্টর আর খুদে র‍্যাঞ্চার ছিল, অ্যালার্ড আর ফ্রিম্যানের কথপোকথন শুনেছে তারা; সেগানের মারা যাবার কথা আগে

থেকেই জানে; অ্যালার্ড কিভাবে ফ্রিম্যানের পেট থেকে কথা আদায় করেছে চুপচাপ দেখেছে, কোন বাধা দেয়নি এতক্ষণ। এবার ওদের মধ্যে আলোড়ন উঠল, শুরু হলো গুঞ্জন, ব্যাখ্যা শোনার আশায় তাকিয়ে রইল অ্যালার্ডের দিকে।

অ্যালার্ড ইতিমধ্যেই ওদের একবার বোঝানোর চেষ্টা করেছিল: আত্মরক্ষামূলক কৌশল বাদ দিয়ে সবাই জোট বেঁধে কনরয়-র‍্যাঞ্চে হামলা চালিয়ে চিরদিনের মত সমস্যাটার একটা সুরাহা করে ফেলা দরকার। কিন্তু ওর চেষ্টা হালে পানি পায়নি, কারণ অনেকের মনেই এতক্ষণ একটা সুপ্ত আশা ছিল—হয়তো এমন কিছু ঘটে যাবে, অলৌকিক কিছু, যার বরকতে আপনাআপনি মিটে যাবে সব ঝামেলা। চিন্তাটা, অ্যালার্ড বলেছিল ওদের, একেবারেই অলীক। 'কনরয় যতক্ষণ বেঁচে থাকবে আর দখল করতে চাইবে উপত্যকা ততক্ষণ শান্তি নেই কারও কপালে, সফল হবার জন্যে সব রকম চেষ্টা চালিয়ে যাবে সে।

এইবার নতুন একটা যুক্তি খুঁজে পেল অ্যালার্ড, কাজে লাগানোর চেষ্টা করল। 'ছেলেটা এসে এইমাত্র একটা গাঁজাখুরি গল্প শোনাল, সবাই শুনেছ তোমরা। সেগান মারা গেছে এখনও জানে না কনরয়, সেজন্যেই অমন একটা গল্প শিখিয়ে ছেলেটাকে পাঠিয়েছে আমাদের ওপর গোয়েন্দাগিরি করে সবার মনে একটা ধারণা রোপণ করার জন্যে। ছেলেটার কথা থেকে আমাদের মনে হবার কথা এখন কনরয়কে আক্রমণ করা বিপজ্জনক, কারণ তার সঙ্গে পাহাড়ী আউট-লরা রয়েছে। আমার মনে হচ্ছে, আসলে ইতিমধ্যে বিদায় নিয়েছে ওইসব লোক। কনরয় আমাদের বোঝাতে চেয়েছে দিন তিনেক পর ওর র‍্যাঞ্চ ক্রুহীন অবস্থায় থাকবে, কিন্তু ছ'দিনের মাথায় নতুন লোক এসে পড়বে আবার। এর মানে কি হতে পারে? মানে একটাই—আমরা যেন তাকে দুর্বল ভেবে ঠিক ওই সময় হামলা করি, তার খোলাখুলি দাওয়াত—মানে এখন থেকে তিনদিন পর। এই সময়টা আমরা প্রস্তুতি নিতে গিয়ে ব্যয় করব বলে আশা করছে সে, তার আগে আক্রমণ হোক, সে চায় না। কিন্তু তিনদিনের মধ্যেই আমাদের সবাইকে কবর দেয়ার একটা ব্যবস্থা করে ফেলবে কনরয়। আসলে এখনই দুর্বল সে, কিন্তু মার্শাল ব্র্যাডফোর্ড যা বলেছে তাতে নতুন গানম্যানের দল চলে এলে আমাদের ধ্বংস করে ফেলার শক্তি অর্জন করবে সে। ওরা এখানে আসার পর, নিশ্চিত থাকতে পার, আমাদের সঙ্গে এই বিরোধ চিরতরে মিটিয়ে ফেলবে কনরয়; মোদ্দা কথা, ইতিমধ্যে একজনের বাড়িঘর পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে সে, খুন করেছে দুজন র‍্যাঞ্চারকে। আরও কয়েকজনকে মেরে ফেলার মত শক্তি অর্জন করার সুযোগ পাক সে তা-ই চাও তোমরা, নাকি সুযোগ থাকতে থাকতে নিজেদের আর পরিবার পরিজনকে বাঁচানোর পথ বেছে নেবে?'

সবাই আলোচনা শুরু করে দেয়ায় বেশ শোরগোলের সৃষ্টি হলো। সবাই বুঝতে পারছে আক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত বসে থাকলে শোডাউন ঠেকানো যাবে না। অ্যালার্ড ওর বক্তব্য স্পষ্ট করতে পেরেছে।

'আমার বক্তব্য হলো, আমি অপেক্ষা করার পক্ষপাতী নই। আজ রাতেই কনরয়কে আক্রমণ করার উপযুক্ত সময়। আমাদের যতখানি নিষ্ঠুর আঘাত হানার

পরিকল্পনা করেছিল সে, ঠিক সেভাবেই হামলা চালাতে হবে। সৎ র‍্যাঞ্চার আর কনরয়ের সহাবস্থান কিছুতেই সম্ভব নয়। তোমরা যারা আমার সঙ্গে যোগ দিতে চাও তারা স্বাগত। আজ রাতেই আক্রমণ করতে যাব আমরা।'

কিচেনে ঢুকল অ্যালার্ড। হোমসের মেয়ের বেড়ে দেয়া খাবার সবে শেষ করেছে ফ্রিম্যান, টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ছোকরা, তারপর বলল, 'তো, আমি এবার যাই তাহলে, বাবাকে জানাতে হবে আমাদের চাকরি দিতে রাজি হয়েছ তোমরা।'

'আমি হলে বোধ হয় ফিরে যাবার কথা ভাবতাম না,' বলল অ্যালার্ড। 'এখানেই থাক তুমি।'

'না, বরং ফিরেই যাই,' বলল ফ্রিম্যান, 'এখানে কি ফল হলো জানতে অপেক্ষা করে থাকবে বাবা।'

'অপেক্ষা করলে ক্ষতি নেই। আসল কথা, এখন আর ওর খোঁজ করে ফায়দা নেই। তোমার সঙ্গে আসতে পারবে না সে।'

'পারবে না কেন?' জিজ্ঞেস করল ফ্রিম্যান। 'সব ঠিক আছে জানার সঙ্গে সঙ্গে চলে আসবে বাবা।'

কিচেনে কাজে ব্যস্ত মহিলাদের দিকে একবার তাকাল অ্যালার্ড। 'একটু বাইরে এস,' বলল ও, 'বলছি তোমাকে।' ইশারায় এড গ্রাহামকে সঙ্গে আসতে বলল।

কিচেনের বাইরে আসার পর অ্যালার্ড বলল, 'তোমার বাবা আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারবে না, কারণ গতকাল তাকে আমিই হত্যা করেছি, পাহাড়ে। সেগান তাকে ওখানে পাঠিয়েছিল।'

মিথ্যা কথা বলে ধরা পড়ে গেছে বুঝতে পেরে চোখ বড় বড় হয়ে গেল ফ্রিম্যানের, মুহূর্তের জন্যে। কিঞ্চিৎ ফ্যাকাসে হলো তার চেহারা, তবু ফাঁদ থেকে নিস্তার পাওয়ার চেষ্টা চালাল সে—নিজেরই পাতা ফাঁদটা।

'কোথাও ভুল হচ্ছে তোমার,' বলল ফ্রিম্যান, 'বাবা সেগানের কোন কাজে পাহাড়ে যায়নি!'

দরজার দিকে এগিয়ে গেল অ্যালার্ড। 'মিসেস হোমস, জোডি লকরিজকে একটু পাঠাবে এদিকে?'

মিসেস হোমসের ডাক শুনে বাইরে এল জোডি, অ্যালার্ড ওকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের বাড়িতে আগুন দিয়ে যারা তোমাকে পাহাড়ে নিয়ে গিয়েছিল এই ছেলেটা ছিল তাদের সঙ্গে?'

ফ্রিম্যানের দিকে একবার তাকিয়েই মাথা দোলাল জোডি লকরিজ।

'ঠিক আছে,' বলল অ্যালার্ড।

আবার কিচেনে ফিরে গেল জোডি।

'পাহাড়ে গিয়ে কেউ যদি ওকে তোমার বাবার কাছ থেকে উদ্ধার করে না আনত তাহলে কি ওর পক্ষে এখানে হাজির থাকা সম্ভব হত? তাছাড়া ফ্রিম্যানকে হত্যা না করে ওকে উদ্ধার করার আর কোন উপায় ছিল? মিস লকরিজ প্রকাশ্যে তোমাকে ওই দলের একজন হিসাবে সনাক্ত করলে নেস্টর আর ফারমাররা কি

করবে চিন্তা করতে পার?'

ঢোক গিলল ফ্রিম্যান, দুর্বল বোধ করছে দুপায়ে, কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে পেটের ভেতরটা; আতঙ্কে অসাড় হয়ে গেল জিভ, কথা জোগাল না মুখে।

'ওই সাইকামোর গাছটার ডালে লটকে দেয়া হবে তোমাকে,' বলে চলল অ্যালার্ড। 'নতুন দড়ি কিভাবে গলার চামড়া ছিলে ফেলে জান না তো! দম আটকে মরা যে কি ভয়াবহ চিন্তাও করতে পারবে না!'

'আমার কোন দোষ নেই!' চেঁচিয়ে উঠল ফ্রিম্যান, 'সব সেগানের দোষ!' তোতলাচ্ছে সে। 'আমি মেয়েটার গায়ে হাতই দিইনি। ঘোড়া ধরে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করিনি আমি।'

'সেগান অক্কা পেয়েছে, কনরয়ের র‍্যাঞ্চে সে যখন তোমাকে ধোলাই দিচ্ছে বলেছিলে তুমি ঠিক তখনই তার লাশটা পড়েছিল পাহাড়ে। বানোয়াট একটা গল্প বলার জন্যে তোমাকে এখানে পাঠানো হয়েছিল, তার পরিণতিতে এখন ফাঁসিতে ঝুলতে যাচ্ছ তুমি।'

'সেগানের দোষ!' আবার বলল ফ্রিম্যান।

'একজন দোষ করলে তার দলের সবাইকেই তার দায় বহন করতে হয়। সেগান আর তোমার বাবা মারা গেছে। শুধু তুমি আছ এখন ফাঁসির দড়িতে ঝোলার অপেক্ষায়।'

ফ্রিম্যানের শার্টের কলার মুঠ করে ধরল অ্যালার্ড, চটাস করে চড় কষাল তার গালে—তিন চার বার—ঘাড়ের ওপর বলের মত ঝুলতে লাগল ফ্রিম্যানের মাথা, যেন আলগা হয়ে গেছে।

'এবার আসল কথা বল!' ধমক দিল অ্যালার্ড, 'কনরয় কি উদ্দেশ্যে এখানে পাঠিয়েছে তোমাকে? জলদি বল! নইলে ফারমারদের ডেকে ওদের হাতে তুলে দেব তোমাকে।'

কনরয়ের লোভের কারণে জোডি মেয়েটাকে কি ভয়ঙ্কর বিপদে পড়তে হয়েছিল মনে পড়তেই নিষ্ঠুর হয়ে উঠল অ্যালার্ড, আতঙ্কে আপাদমস্তক দিশাহারা ছেলেটার জন্যে এতটুকু করুণা জাগল না ওর মনে। 'জলদি মুখ খোল!' চেঁচিয়ে উঠল ও।

নিজের চামড়া বাঁচানোর গরজে—সাইকামোরের ডাল আর দড়ির ভয়ে হড়বড় করে সব ফাঁস করে দিল ফ্রিম্যান। অ্যালার্ডের প্রত্যেকটা প্রশ্নের জবাব দিল সে। আতঙ্কের চোটে কিছু গোপন করার সাহসই পেল না।

অ্যালার্ডের প্রত্যেকটা অনুমান সত্যি বলে প্রমাণিত হলো।

ফ্রিম্যানের জবানবন্দী শেষ হবার পর বিরক্তির সঙ্গে থুতু ফেলল অ্যালার্ড, গ্রাহামের উদ্দেশে বলল, 'ওকে সবিয়ে নাও, এড, ফিড-বীনে ঢুকিয়ে তালা আটকে রাখ। পেরেক মেরে আটকে দাও দরজা। সারাক্ষণ কাউকে রাইফেল হাতে পাহারায় থাকতে বল। যতক্ষণ না আমাদের কাজ শেষ হচ্ছে!'

দালানের পাশে হোমসের দেখা পেল অ্যালার্ড, তাকে ঘুমিয়ে নিতে বলল কিছুক্ষণ; তারপর একজন স্বেচ্ছাসেবককে কনরয়ের র‍্যাঞ্চের ওপর নজর

রাখার জন্যে একটা সুবিধাজনক জায়গা বেছে অপেক্ষা করতে পাঠিয়ে দিল। কেউ ওখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে কিংবা ওখানে আসছে দেখলেই ফিরে এসে রিপোর্ট করবে। অবশেষে বার্নে এসে শুয়ে পড়ল অ্যালার্ড, কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে হবে। এখনও দুর্বল ওর শরীর, পায়ের পেশী আর বাম বাহু আড়ষ্ট হয়ে আসতে চাইছে; আর বিশ্রামের অভাবে ক্লান্তি ভর করতে চাইছে সারা শরীরে।

মধ্য বিকেলে ফিরে এল লর্ড ফরেস্ট আর হ্যাপ হার্বার্ট, এক কেস পিস্তলের শেল আর এক কেস রাইফেলের শেল নিয়ে এসেছে। ওদের সব জানাল এড গ্রাহাম।

খুশি হয়ে উঠল হ্যাপ। 'এবার তাহলে পয়লা আঘাত আমরা হানছি?' চেঁচাল সে। 'এটাই সেরা সময়! তা খেল্‌টা শুরু হচ্ছে কখন?'

'আজ রাতেই। দিনের আলোয় ধরা না পড়ে কনরয়ের র‍্যাঞ্চের ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারব না আমরা।'

'মোট কয়জন যাচ্ছি আমরা?'

বাঁকা চোখে ফরেস্ট আর হার্বার্টের দিকে তাকাল এড গ্রাহাম। 'ফারমাররা এখনও ঠিক করে উঠতে পারছে না কি করবে, এখানে বসে থেকে কনরয়ের হাতে কচুকাটা হবে নাকি আগেই তার বার বাজাতে যাবে। অ্যালার্ড ওদের চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্যে সময় দিয়েছিল। আমি এখন দেখছি কারা যেতে রাজি আছে। তোমাদের স্যাডল থেকে ফেন্সিং প্লায়ার্সগুলো দাও আমাকে, তারপর সবাইকে বার্নে আসতে বল।'

বিশাল বার্নের অভ্যন্তরে গুলির কেসের ঢাকনা খুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল গ্রাহাম, ভেতরের ছোট ছোট বাক্সগুলো বের করে মেঝের ওপর রাখল। খুদে র‍্যাঞ্চার আর ফারমাররা একজন একজন করে হাজির হতে শুরু করল, গ্রাহাম ডেকেছে কেন জানতে চায়।

'জেন্টস,' শান্ত কণ্ঠে ওদের উদ্দেশে বলল গ্রাহাম, 'অ্যালার্ডসহ আমরা কয়েকজন, যারা আমাদের দায়িত্বকে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছি, তারা, আজ রাতেই যে লোকটা এ অঞ্চলের সবাইকে শেষ করে দেয়ার চক্রান্তে মেতে উঠেছে তার পতন ঘটাতে যাচ্ছি। নিজের, পরিবারের এবং প্রতিবেশীদের প্রতি এটা আমার একটা নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করছি আমরা।

'দায়িত্ব পালনে বাধ্য করা যায় এমন কোন আইন নেই। কারও ওপর জোর খাটাব না আমরা। তবে যারা যেতে চাও তাদের জন্যে প্রয়োজনীয় গোলাবারুদের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তারা এবার সামনে এসে প্রয়োজন মত গুলি বেছে নাও। আর বাকিরা দয়া করে একপাশে সরে যাও।'

দুজন লোক উঠে দাঁড়াল, পিস্তলের গুলি চেয়ে নিল তারা; আরেকজন দুধরনের কার্তুজই নিল; তারপর আরেকজন—আরেকজন—শেষমেশ মাত্র দুজন বাকি থাকল:একজন বয়স্ক লালচে দাড়িঅলা; আরেকজন হালকা পাতলা গড়নের তরুণ, পরনে জরাজীর্ণ ওভারঅলস, একটা চোখ অন্ধ।

চিন্তিত চেহারায় দাড়ি চুলকাল বুড়ো, তারপর তরুণের দিকে ফিরে বলল, 'হাহ্, আমার লড়াই অন্যরা করে দেবে, তা হয় নাকি! লড়াই করতে না গেলে

আর মাথা উঁচু করে হাঁটার জো থাকবে না আমার। চল, সান!'
বাকি দুজনও উঠে দাঁড়াল, কার্তুজ চেয়ে নিল।

বিশ্রামের পর সূর্যাস্তের সময় সাপার করতে এল অ্যালার্ড। হোমস এসে ওকে একা দেখে কথা বলতে চাইল।

'কাজে নামার আগে একটা কথা বলতে চাই তোমাকে,' বলল সে। 'আমার পরিবারের সঙ্গেও আলাপ করেছি। ঝামেলাটা মিটে গেলে আমি শেষ মৌসুমের ভুট্টা আর গরুর খাবারের আবাদ করার কথা ভাবছি, এখনও সময় আছে। আমি যা বলতে চাইছি সেটা হলো, খেতের কাজে তো সারাদিন থাকতে হবে না আমাকে, তো তুমি একটু দেখ, দিনের বেলায় কাজ করার জন্যে কারও লোক লাগবে কিনা—যদি লাগে আমাকে বোলো, কাজ করার সুযোগ পেলে নিজেকে ধন্য মনে করব। বাপ-বেটা দুজনই কাজ করতে চাই আমরা।'

লোকটার মাঝে দৃঢ় প্রত্যয় অনুভব করল অ্যালার্ড, নতুন এক হোমসকে আবিষ্কার করল যেন।

'আরে, চলতি গ্রীষ্মে তো সবাইকে প্রচুর কাজ করতে হবে—খড় গাদা করা, ফল রাউন্ড-আপ বাদেও কোন একজনকে ব্র্যান্ডলিজদের র‍্যাঞ্চ আর স্টক দেখাশোনার ভার নিতে হবে। ঘোড়া টোরা আছে তো তোমার?'

'আমার নিজের একটা ঘোড়া আছে,' বলল হোমস। 'ওটাকেই রাইডিং আর হাল দেয়ার কাজে ব্যবহার করব।'

'এক ঘোড়ার লাঙ্গলে এখানকার জমিতে দ্রুত হাল দিতে পারবে না। ঠিক আছে, ফরেস্টকে বলে দেখব আমি, তোমাকে একটা যদি ধার দিতে পারে। কাজ করে ওগুলোর দাম মিটিয়ে দিতে পারবে।'

'ধন্যবাদ,' জবাব দিল হোমস। 'আরেকটা কথা বলার ছিল। যদি নতুন করে শুরু করতেই হয় এখন থেকেই সবকিছু পরিষ্কার করে নেয়া দরকার। কনরয়ের রেঞ্জের গরুগুলো সেদিন আমিই হত্যা করেছিলাম। তার বার্নে আগুনও দিয়েছি আমি। জানি এসব করার কোন অধিকার আমার ছিল না। কিন্তু ব্যাপারটাকে দ্রুত একটা পরিণতির দিকে ঠেলে দেয়ার জন্যে এমন কিছু যদি না করতাম তাহলে কনরয় হয়তো আরও অনেক বেশি ক্ষতি করে ফেলত আমাদের। আমি শুধু তোমাকে জানিয়ে রাখতে চেয়েছি, যদি কিছু হয়ে যায়, সেজন্যে। আমি এখান থেকেই আবার নতুন করে জীবন শুরু করতে চাই।'

হোমসের স্বীকারোক্তিতে সত্যিই স্বস্তি বোধ করল অ্যালার্ড। হোমসের দোষটা মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারেনি ও, কিন্তু এখন হোমস যখন নিজের দোষের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইছে, একটা কাজই করার আছে ওর।

পকেট থেকে হোমসের ব্যবহৃত গুলির খোসা দুটো বের করে তাকে ফিরিয়ে দিল। 'একটা পেয়েছি মরা গরুগুলোর কাছে; আরেকটা কোরালে, তুমি যখন কনরয়ের লোকটাকে মেরেছিলে তখন। ওগুলো কোথাও ফেলে দাও, তারপর ভুলে যাও সবকিছু। আর কাউকে জানিয়ো না এসব। তোমার কাজটা ঠিক হয়েছে কিনা বিচার করার ক্ষমতা এখানে কারোরই নেই। আমিও জানি না। তোমার

একটা কাজের পরিণামে দুজন লোক মারা গেছে, আবার তুমি যদি অমন কিছু না করতে আরও কতজন যে মারা পড়ত কে বলবে? এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে না কেউ।'

কাঁধ সোজা করল হোমস। 'আমি এটুকু বলতে চাই, আমার কাজের দায় স্বীকারের জন্যে আমি তৈরি আছি।'

হোমসের কাঁধে হাত রাখল অ্যালার্ড। 'সত্যিকারের মানুষের কাছ থেকে সবাই এটাই আশা করবে,' বলল ও। 'তুমি ঠিকই করেছ, হোমস।'

স্ত্রীর কাছে ফিরে গেল হোমস। কোরালের উদ্দেশে পা বাড়াল অ্যালার্ড, ক্যাম্পফায়ার ছেড়ে ওখানে সমবেত হচ্ছে সবাই। মাত্র কয়েক কদম সামনে বেড়েছে, হঠাৎ অন্ধকার ফুঁড়ে সামনে উদয় হলো জোডি লকরিজ, ওর বাহুতে হাত রাখল।

থেমে মেয়েটার দিকে তাকাল অ্যালার্ড। অন্ধকারে তার অভিব্যক্তি দেখা গেল না, তবে কণ্ঠে আবেগের ছোঁয়া টের পেল।

'রন,' বলল জোডি, 'সাবধানে থেক!'

'ঠিক আছে, ধন্যবাদ,' বলল অ্যালার্ড, 'তা তো থাকবই। চিন্তার কোন কারণ নেই।'

'এ ধরনের ব্যাপারে চিন্তা হওয়াই স্বাভাবিক। আরও ধকল সহ্য করার অবস্থা নেই তোমার।'

'আগামীকাল যত খুশি বিশ্রাম নিতে পারব আমি,' হালকা চালে জবাব দিল অ্যালার্ড। 'যাহোক আমার প্রতি দরদ দেখানোর জন্যে ধন্যবাদ।'

ওর বাহুর ওপর থেকে হাত সরাল না জোডি লকরিজ, একই ভঙ্গিতে আরও কয়েক মুহূর্ত নীরবে দাঁড়িয়ে থাকল। ওর আঙুলের ছোঁয়ায় উৎকণ্ঠার টের পাচ্ছে অ্যালার্ড। প্রচণ্ড মানসিক চাপে আছে মেয়েটা, বুঝতে পারল। 'ভেব না, জোডি,' অবশেষে বলল ও, 'এটা মারাত্মক কিছু নয়।'

সহসা ভেঙে পড়ল মেয়েটা, কেঁদে ফেলল প্রায়। 'ওহ্, রন!' বলে অ্যালার্ডের বাহুর ওপর এলিয়ে দিল নিজেকে।

ওকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করল অ্যালার্ড, মেয়েটার প্রতি প্রবল আকর্ষণ বোধ করল, ওর জন্যে নতুন অভিজ্ঞতা। জোডির মুখটা উঁচু করে ধরল ও, দীর্ঘ চুমু খেল মেয়েটার ঠোঁটে, সম্পূর্ণ নতুন এক আনন্দের আস্বাদ পেল যেন অ্যালার্ড। অবশেষে নিজেকে মুক্ত করে নিল জোডি, ওর কাঁধে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

ওকে প্রবোধ দেয়ার চেষ্টা করল অ্যালার্ড। জোডিও নিজেকে সামলানোর প্রয়াস পেল।

'আমার এরকম ছেলেমানুষী করা উচিত হয়নি,' বলল সে।

'এ ব্যাপারটা কারও ইচ্ছায় ঘটছে না,' বলল অ্যালার্ড।

'কারও সঙ্গে পরিচয়ের পর তাকে এভাবে বিদায় জানানো মোটেই সুখকর অভিজ্ঞতা নয়,' বলল জোডি। 'কিন্তু আমি বোধ হয় শুধু নিজের দিকটাই দেখছি, লজ্জা হওয়া উচিত আমার!'

'সবাই নিজের কথা ভাবে।'

'তুমি বাদে। নিজের জন্যে নয় বরং প্রতিবেশীদের স্বার্থেই লড়াই করতে যাচ্ছ তুমি, আমি জানি।'

'বন্ধু আর প্রতিবেশীরাই মানুষের বেঁচে থাকার অবলম্বন, তাই না?'

'হ্যাঁ, যদি তারাই তোমার চিন্তার একমাত্র বিষয় হয়···কিন্তু তোমার আপন কেউ যদি থাকে···' ইচ্ছা করে চুপ করে গেল জোডি, নিজের দুর্বলতা আবার প্রকাশ হয়ে যাবার আশঙ্কায়।

মৃদু হেসে ওর ভয় দূর করার প্রয়াস পেল অ্যালার্ড। 'কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আবার ফিরে আসব আমরা, সব ঝামেলা মিটিয়ে।'

ওর কথা অস্বীকার করতে গিয়েও সামলে নিল জোডি, অ্যালার্ডের বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত করে নিল নিজেকে। সবাই ফিরে আসবে, একথা বিশ্বাস করে না ও, কিন্তু নিজের সংশয় প্রকাশ করা ঠিক হবে না। 'ঠিক আছে,' বলল, 'গুড লাক।' ঘুরে দাঁড়াল মেয়েটা, দ্রুত র‍্যাঞ্চহাউসে ফিরে গেল।

কোরালে চলে এল অ্যালার্ড। ঘোড়ার পিঠে স্যাডল চাপাতে ব্যস্ত সবাই। কয়েকজন ইতিমধ্যে কাজটা শেষ করে ফেলেছে। পিস্তল আর কার্ট্রিজ বেল্টের সঙ্গে রাইফেলও দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকের স্যাডল বুটে। কোরাল গেটের কাছে অপেক্ষা করছে তারা।

লর্ড ফরেস্ট সবারপক্ষ থেকে জিজ্ঞেস করল,'আমরা কতদূর পর্যন্ত যাব, রন?'

সমাবেশের দিকে তাকাল অ্যালার্ড, জবাব শোনার জন্যে কি অদম্য আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করছে বুঝতে পেরে বিস্মিত হলো। ফারমার, বলতে কি খুদে র‍্যাঞ্চাররাও এ ধরনের কাজে নতুন, স্বস্তি পাচ্ছে না কেউই। জোর করে কণ্ঠে কাঠিন্য ফুটিয়ে তুলল অ্যালার্ড, কারণ সবারমত ওর জন্যেও ব্যাপারটা অস্বস্তিকর।

'তোমাদের প্রশ্নের জবাব হলো, কনরয় সবাইকে হত্যা কিংবা উৎখাত করার প্রস্তুতি নিচ্ছে—পুশমোলাইনে তার সঙ্গে আমাদের পক্ষে সহাবস্থান করা সম্ভব নয়। ব্যক্তিগতভাবে কাউকে হত্যা অথবা উচ্ছেদ করার বিপক্ষে আমি। কিন্তু এখানে হয় কনরয় থাকবে নয়তো থাকব আমরা, সুতরাং তাকেই যেতে হচ্ছে!'

'যতক্ষণ দুপায়ে দাঁড়িয়ে আছে,' বলল হ্যাপ হার্বার্ট, 'ততক্ষণ কিছুতেই পিছু হটবে না সে!'

'জানি,' বলল অ্যালার্ড, 'তাহলে জবাবটা তো পেয়েই গেলে—আর কি সমাধান থাকতে পারে?'

উনিশ

চারদিকে অন্ধকার নামছে। এড গ্রাহামকে পাঠাল অ্যালার্ড ক্যাম্পারদের আগুন নিভিয়ে ফেলার কথা বলতে। ক্যাম্পফায়ারের আলো অনেক দূর থেকে চোখে

পড়ে। আবার কোরালে অপেক্ষমাণ লোকদের কাছে ফিরে এল ও, ঘোড়ার পিঠে জিন চাপিয়ে অপেক্ষা করছে সবাই। সশস্ত্র এবং ওদের সঙ্গে যেতে ইচ্ছুক মোট বিশজনকে গুনল অ্যালার্ড আর এড গ্রাহাম। দুজনকে র‍্যাঞ্চ পাহারায় থেকে যেতে বলল অ্যালার্ড। আহত পায়ে যুদ্ধে যেতে পারবে না ম্যাক জনসন, একটা ছড়িতে ভর দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে।

'তোমাকে এখানকার দায়িত্ব নিতে হচ্ছে, ম্যাক,' বলল অ্যালার্ড, 'খেয়াল রেখ ফীড-বার্নে আটকে রাখা ছেলেটা যেন কোনমতেই পালিয়ে যেতে না পারে। আজ এখানকার সমস্যার চূড়ান্ত একটা ফয়সালা করে ফিরব আমরা।'

সমবেত রাইডারদের দিকে ফিরল অ্যালার্ড। 'দুদলে ভাগ হয়ে কাজ করব আমরা,' বলল। 'একটা দলের নেতৃত্বে থাকবে ফরেস্ট, এড গ্রাহাম থাকবে অন্যটায়। আমি সরাসরি ওদের মাধ্যমে নির্দেশ দেব। তোমরা তোমাদের দলনেতার নির্দেশ মেনে চলবে। ঠিক আছে, তাহলে, চল, রওনা দেয়া যাক।'

ঘোড়ার পাশে দাঁড়িয়ে থাকল অ্যালার্ড। একে একে স্যাডলে চেপে বেরিয়ে গেল আঠারো জন রাইডার, দুটো দলে ভাগ হয়ে গেল ওরা, খোলা প্রান্তরের ওপর দিয়ে গম্ভীর চেহারায় এগিয়ে চলল। এদের কেউই গানফাইটার নয়—ফারমার আর র‍্যাঞ্চার—কিন্তু নিজেদের বসতবাড়ি আর পরিবার পরিজনকে বাঁচাতে চায় বলেই লড়তে যাচ্ছে। কাজটা ওদের কারোরই পছন্দ হবার কথা নয়।

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে নিজেও স্যাডলে চাপল অ্যালার্ড, তারপর ওদের সঙ্গে লাইন বেঁধে এগোল। বসতি করার জায়গার সন্ধানে এখানে এসেছিল ওরা, নির্বিবাদে জীবন যাপন করতে চেয়েছিল; কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছে ওদের স্বপ্ন সার্থক করার জন্যে লড়াই ছাড়া পথ নেই কোন। প্রচণ্ড গোলাগুলির মোকাবিলা করে ওরা টিকতে পারবে কি-না বুঝতে পারল না অ্যালার্ড।

কনরয়ের র‍্যাঞ্চহাউসের পৌনে এক মাইলের মত কাছাকাছি এসে পড়েছে ওরা, এই সময় হঠাৎ দুলকি চালে একটা ঘোড়া হাঁকিয়ে অন্ধকার ফুঁড়ে ওদের সামনে উদয় হলো এক লোক, পলকে ঘোড়া থামিয়ে চিৎকার করে নিজের পরিচয় দিল। এই লোকটাই কনরয়ের র‍্যাঞ্চের ওপর নজর রাখতে গিয়েছিল।

অ্যালার্ড ডাকল তাকে। এগিয়ে এসে ওদের সঙ্গে যোগ দিল লোকটা।

'কি ব্যাপার?' জানতে চাইল অ্যালার্ড।

'বিগ শেডির দিক থেকে একটু আগে একদল রাইডার হাজির হয়েছে কনরয়ের ওখানে। ওদের পরিচয় জানতে বেশি কাছে যেতে সাহস পাইনি, তবে যতটা সম্ভব অনুসরণ করেছি। ঘোড়াগুলো স্যাডল চাপানো অবস্থাতেই পেছনের উঠানে রেখে দিয়েছে ওরা, তারপর দল বেঁধে বাংকহাউসে ঢুকে পড়েছে। এরপর আর সময় নষ্ট না করে চলে এসেছি আমি।'

রাইডারদের মাঝে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল, ফিসফিস আলোচনা শুরু করল তারা।

'তুমি ঠিকই বলেছিলে, রন,' বলল লর্ড ফরেস্ট, 'লোক জোগাড় করে তৈরি হওয়ার আগ পর্যন্ত আমাদের দেরি করিয়ে দিতে চেয়েছিল কনরয়, যাতে যত্ন করে ফাঁদ পাততে পারে!'

'লোকগুলো তাড়াতাড়ি এসে পড়ায় মুশকিল হলো,' বলল অ্যালার্ড, 'তবে আমরা একবার যখন বেরিয়ে পড়েছি আর ফিরছি না। অবশ্য কেউ যদি ফিরে যেতে চায় আমি বাধা দেব না।'

অন্ধকারে কে যেন বিড়বিড় করে বলে উঠল, 'একটা কাজে নেমেছি আমরা, চল কাজটা শেষ করি! কি করতে হবে বল!'

'হাতে সময় পেলে গুছিয়ে ওঠার সুযোগ পাবে ওরা,' বলল অ্যালার্ড, 'সুতরাং তৈরি হওয়ার আগেই হামলা চালাতে হবে!'

'লড়াই হবে,' বলল একজন।

আরেকজন জবাব দিল, 'আমরা কি জন্যে এখানে এসেছি বলে তোমার ধারণা? ঘোড়ার নাল মেরামত করতে?'

ভয় মেশানো হাসির একটা আলোড়ন ছড়িয়ে পড়ল রাইডারদের মাঝে। উত্তেজনার শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে সবাই।

'এড, তুমি তোমার দল নিয়ে ডান দিক দিয়ে এগোও। আমরা এগোব বাম দিক দিয়ে। ধীর কদমে যেয়ো, যাতে কোন অঘটন ঘটে যাবার আগেই আমরা হাজির হতে পারি। র‍্যাঞ্চহাউসের কয়েকশো গজ দূরে থাকতেই স্যাডল থেকে নেমে পড়বে, কোন একজন রাইডারের জিম্মায় ঘোড়াগুলো রেখে পায়ে হেঁটে এগোবে তারপর। ওরা সেরাতে যে ভুল করেছিল আমরা তার পুনরাবৃত্তি করব না।'

দুটো কলামে আলাদা হয়ে গেল ওরা, কনরয়ের বাংকহাউসের আলো লক্ষ্য করে এগিয়ে চলল, আস্তে আস্তে দূরত্ব বেড়ে উঠল দুদলের মাঝে।

ছোটখাট একটা কোরালের সীমানায় পৌঁছুল অ্যালার্ড ওর দল নিয়ে, বেড়া কেটে ফেলল ওরা। স্যাডল থেকে নেমে পড়ল সবাই, একটা খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ফেলা হলো জানোয়ারগুলো।

'হ্যাপ,' বলল অ্যালার্ড, 'তুমি ঘোড়া পাহারা দাও।'

'জাহান্নামে যাও, রন!' গম্ভীর চেহারায় জবাব দিল হ্যাপ হার্বার্ট, 'বউ বাচ্চা আছে এমন কাউকে দাও কাজটা। এই খেলার জন্যে অনেকদিন অপেক্ষা করে আছি আমি, এখন ঘোড়া পাহারা দিতে গিয়ে আসল মজা মাটি করতে পারব না।'

'বেশ,' জবাব দিল অ্যালার্ড। একজন ফারমারকে ঘোড়া পাহারার দায়িত্ব দিল ও।

ছড়িয়ে পড়ে পায়ে হেঁটে আলোকিত বাংকহাউসের উদ্দেশে এগিয়ে চলল ওরা। পাইনের তক্তা দিয়ে বানানো বাংকহাউসের দেয়াল।

'ফুটো করে চলে যাবে বুলেট,' বলল অ্যালার্ড, 'দালানটাকে একটা অর্ধবৃত্তের মত ঘিরে ফেলতে শুরু কর তোমরা, যতক্ষণ না গ্রাহামদের দেখা পাওয়া যাচ্ছে,

থামবে না।'

বাংকহাউসের চারপাশে বৃত্ত তৈরি করতে শুরু করল ওরা, সেই সঙ্গে কারও মনোযোগ আকর্ষণ না করেই দালানটার পঞ্চাশ গজের মধ্যে পৌঁছে গেল। দেয়ালের ওপাশ থেকে গলার আওয়াজ আসছে, কিন্তু ওরা কি বলছে বুঝতে পারল না অ্যালার্ড। অবশ্য এ নিয়ে অ্যালার্ডের তেমন মাথা ব্যথাও নেই।

আরও কয়েক মিনিট অপেক্ষা করল অ্যালার্ড, জানে গ্রাহামদের দেখা পেতে ওর দলের কিছুটা সময় লাগবে। অবশেষে সময় হয়েছে আন্দাজ করে অন্ধকারে উবু হয়ে বসল ও, হাতে রাইফেল, পিস্তলজোড়া হোলস্টারে। উইনচেস্টারটা তুলে একটা জানালা লক্ষ্য করে ট্রিগার টান দিল অ্যালার্ড।

ওর রাইফেলের প্রচণ্ড গর্জনে খানখান হয়ে গেল রাতের নীরবতা, তারপর আবার মুহূর্তের জন্যে নীরবতা নামল। পরক্ষণে চারপাশের বাতাস কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল বাংকহাউসের চারদিকে প্রচণ্ড গোলাগুলির অবিরাম আওয়াজে। ঝন্-ঝন্ করে ভেঙে পড়ল সবক'টা জানালার কাচ।

বাংকহাউস থেকে সমবেত আর্তচিৎকার ভেসে এল। একজন জানালাপথে আন্দাজে দুবার গুলি চালাল এদিকে।

সোজা হয়ে দাঁড়াল অ্যালার্ড, তারপর চিৎকার করে বলল, 'সবাই আগে বাড়! ঘিরে ফেল ওদের!'

বাংকহাউসের দরজার উল্টোদিকে একটা জায়গা বেছে নিল অ্যালার্ড, তারপর আবার গলা চড়িয়ে নির্দেশ দিল, 'কনরয়, বেরিয়ে এস তুমি! তোমার গুণ্ডাগুলোকে বল মাথার ওপর হাত তুলে বেরিয়ে আসতে! তোমাদের ঘেরাও করে ফেলেছি আমরা!'

জবাব এল—বাংকহাউসের ভেতর থেকে ভেসে আসা পিস্তলের গুলির শব্দে কানে তালা লাগার জোগাড় হলো ওদের। প্রতিপক্ষ আন্দাজে গুলি ছুঁড়ছে—কার্তুজের অপচয়—ভেতর থেকে ওরা লক্ষ্যস্থির করার কোন সুযোগই পাচ্ছে না।

এই জবাবেরই অপেক্ষা করছিল অ্যালার্ড, এবার সহযোদ্ধাদের উদ্দেশে চিৎকার করে ও বলল, 'ঠিক আছে, ওদের সুযোগ দিয়েছিলাম আমরা, ওরা সেটা নেয়নি। এবার চালাও গুলি!'

ওর আহ্বানে বাংকহাউসের আরও কাছে চলে এল র‍্যাঞ্চারের দল। অবিরাম রাইফেলের গর্জনে পুরো এলাকা কাঁপছে, ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেছে চারদিক। বন্দুকের মায্‌লে আগুনের ঝলককে গ্রীষ্মের রাতের বিরাট বিরাট জোনাক পোকার মত লাগছে।

বাংকহাউসের লোকগুলো এবার যেন সংবিৎ ফিরে পেল—হঠাৎ নিভে গেল ওখানকার আলো। মুহূর্তের জন্যে নীরবতা বিরাজ করল, তারপরই দড়াম করে খুলে গেল বাংকহাউসের সামনের দরজা, মরণ-ফাঁদ থেকে নিস্তার পেতে বেরিয়ে আসতে শুরু করল ভাড়াটে গানম্যানরা।

দরজা বরাবর পরপর কয়েকটা গুলি চালাল অ্যালার্ড, সঙ্গে সঙ্গে শিলা-বৃষ্টির মত পাল্টা গুলি ছুটে এল ওর দিকে। মরণ চিৎকার ছাড়ল কেউ একজন।

অপেক্ষাকৃত নিরাপদ আশ্রয়ে সরে গেল অ্যালার্ড। বাংকহাউস থেকে আরও লোক বেরিয়ে এল, গুলি করে জবাব দিল ওর গুলির। অ্যালার্ডের পক্ষের লোকেরা এবার বাংকহাউসের কোণ ঘুরে এগিয়ে আসতে শুরু করল, গান মায্লের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখে তাদের অবস্থান আর নড়াচড়া বোঝা যাচ্ছে।

আস্তে আস্তে বাংকহাউসের সামনে কেন্দ্রীভূত হলো লড়াইটা। অস্ত্রের সমবেত গর্জনে চাপা পড়ে গেল বাকি সব আওয়াজ। রাতের বাতাসে একেবারে মাটি ছুঁয়ে ভাসছে যেন বারুদের ধোঁয়া, ছুটন্ত লোকগুলোর আবছা অবয়ব তারার আলোয় এতক্ষণ যা-ও দেখা যাচ্ছিল, হারিয়ে গেল।

ছিটকে যাওয়া গুলিগুলো বাতাসে শিস কেটে খ্যাপা ভীমরুলের মত এদিক ওদিক ছুটে যাচ্ছে। দুপক্ষের হাঁকডাক এখন একাকার হয়ে গেছে। অবিরাম কথা বলছে সবাই। কেউ হয়তো নাম ধরে ডাকছে আরেকজনকে; নির্দেশ দিচ্ছে হয়তো কেউ; আবার কেউ গুলির ঘায়ে ককিয়ে উঠছে। গানম্যানদের ঘোড়াগুলো নাক সিটকাচ্ছে, বাঁধন ছেঁড়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে, জায়গাটা যেন নরকে রূপান্তরিত হয়েছে। বারুদের উৎকট গন্ধে দম বন্ধ হবার জোগাড়।

কনরয়ের ভাড়াটে গানম্যানরা যুদ্ধ করতে করতে বাংকহাউসের অন্ধকার কোণের দিকে সরে যাবার চেষ্টা করছে। অবশেষে গুলির ভয় অগ্রাহ্য করে একসঙ্গে ঘোড়ার দিকে ছুট দিল তারা।

চেঁচিয়ে উঠল হ্যাপ হার্বার্ট, 'ব্যাটারা পালাতে চাইছে! কচুকাটা কর ওদের!'

অন্ধকারে কোত্থেকে যেন চেঁচিয়ে উঠল লর্ড ফরেস্ট, 'আওয়াজটা মুখে না করে বন্দুকে দাও, হ্যাপ!'

বুটের চাপা শব্দ আর মায্ল লাইটের ঝলকানি থেকে অ্যালার্ড বুঝতে পারল বাংকহাউসের দেয়াল বরাবর এগিয়ে যাচ্ছে শত্রুপক্ষ। গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ঘোড়ার কাছে পৌঁছুতে চাইছে লোকগুলো। এখন মোটামুটি সংহত হতে পেরেছে ওরা, আগের মত আন্দাজে গুলি করছে না, বরং চারপাশের অস্ত্রের ঝলকানি লক্ষ্য করে পাল্টা গুলি ছুঁড়ছে। চেঁচামেচি বাদ দিয়ে গুলি ছোঁড়ার কাজে মনোযোগী হয়ে উঠেছে।

প্রায় ঝড়ের বেগে বাংকহাউসের পেছনের কোণে পৌঁছুল ওরা। বারুদের ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে ওদের আবছা কাঠামো দেখতে পাচ্ছে অ্যালার্ড। পাগলের মত লাফাচ্ছে ঘোড়াগুলো, হিচরেইল থেকে টাই-রোপ আলগা করতে গিয়ে খিস্তি করে উঠল লোকগুলো, ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছে!

কনরয়ের সব গানম্যান এখন একটা নির্দিষ্ট জায়গায় সমবেত হয়েছে, ঘোড়াগুলো মুক্ত করে ছোটাতে শুরু না করা পর্যন্ত তাদের ওখানেই থাকতে হবে।

অ্যালার্ডের সঙ্গীরাও বুঝতে পারল কথাটা, সুযোগের পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করল, দ্বিগুণ হয়ে গেল গুলির মাত্রা। দূরত্ব কমিয়ে আনতে শুরু করল তারা—গুলি করছে, দৌড়ে যাচ্ছে সামনে, ঝুপ করে বসে পড়ে গুলি করছে আবার। গুলির শব্দ বজ্রের আওয়াজের মত প্রতিধ্বনিত তুলছে। ফাঁদে আটকা পড়া লোকগুলো অকথ্য ভাষায় খিস্তি করে চলেছে। ক্রসফায়্যারে পড়ে চিৎকার জুড়ে দিয়েছে ঘোড়াগুলো।

মাটিতে পড়ে গেছে কয়েকটা, আতঙ্কে পাগলের মত পা ছুঁড়ছে, ফলে চোট পাচ্ছে অন্যান্য ঘোড়া আর লোকগুলো।

আরও সামনে বাড়ল র‍্যাঞ্চাররা। ঘোড়ায় চেপে পালানোর চেষ্টা করল ভাড়াটে খুনীর দল। পলকের জন্যে স্পষ্ট হয়ে উঠল ওদের চেহারা। বেপরোয়া হয়ে অবরোধ ভেঙে পালানোর চেষ্টা করছে তারা, মুক্তির প্রত্যাশায়। কয়েকজন সফল হলো, কয়েকটা ঘোড়া আছড়ে পড়ল মাটিতে, অন্ধকারে পায়ে হেঁটে সরে পড়ল সেগুলোর আরোহী।

অ্যালার্ডের প্রায় গা ঘেঁষে স্যাঁৎ করে ছুটে গেল এক রাইডার, আরেকটু হলেই পিষে ফেলেছিল ওকে! পলায়নপর আউট-লকে লক্ষ্য করে চট করে একটা গুলি চালাল অ্যালার্ড। লক্ষ্যভেদ করল বুলেট। চাপা আর্তনাদ শুনতে পেল ও। আরোহীসহ অন্ধকারে মিশে গেল ঘোড়াটা।

তারপর যেমন আচমকা শুরু হয়েছিল তেমনি হঠাৎ করে থেমে গেল সব গোলাগুলি। নীরবতা নেমে এল, জমাট বাঁধতে শুরু করল। অ্যালার্ডের মনে হচ্ছে ওর কানের পর্দায় যেন ধাক্কা দিচ্ছে চাপচাপ বাতাস। এ এক অদ্ভুত অনুভূতি!

'যথেষ্ট হয়েছে!' চেঁচিয়ে বলল অ্যালার্ড, 'আবার সামনে বাড় সবাই, তবে সাবধান!'

পেছনের উঠানেও র‍্যাঞ্চারদের চলাফেরার আভাস পাওয়া গেল, বাংকহাউসের দিকে এগিয়ে এল তারা। খড়ের একটা বোঝা নিয়ে হাজির হলো হ্যাপ হার্বার্ট। 'এটা আমার কাজ,' ঘোষণা দিল সে, দরজা গলে ঢুকে পড়ল বাংকহাউসে।

খানিক পরেই সামনের জানালার ফাঁক দিয়ে ছোট লালচে একটা আভা দেখা গেল। ক্রমশ বড় হয়ে উঠল সেটা। বেরিয়ে এল হ্যাপ, 'চমৎকার আলোর একটা ব্যবস্থা করে ফেললাম!' বলল সে। 'মাইলখানেক দূর থেকে দেখা গেলে খুব খুশি হব!'

আরও কয়েকজন গিয়েছিল খড়ের গাদার দিকে, খড় নিয়ে ফিরে এল তারা, র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে এগিয়ে গেল। ওদের বাধা দিল অ্যালার্ড। 'দাঁড়াও,' বলল ও, 'কারও ঘর জ্বালিয়ে দেয়া মারাত্মক অপরাধ। অনেক দিন অনুতাপে দগ্ধ হতে হবে তোমাদের, চিন্তায় ঘুমাতে পারবে না রাতে!'

'তাহলে কি করব আমরা?' জিজ্ঞেস করল একজন। 'কনরয়ের বাড়ি অক্ষত দাঁড়িয়ে থাকলে সে-ও টিকে থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের জমিজমা সব কিনে নেবে। আবার আগের অবস্থায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে আমাদের!'

'জানি আমি,' জবাব দিল অ্যালার্ড। 'কিন্তু ওকে ধ্বংস করার কথাটা আমিই বলেছিলাম। দায়িত্বটা আমার। যে কাজ আমি নিজে করতে পারব না আরেকজনকে সেটা করার কথা বলতে পারি না। আমাকে দাও খড়গুলো।'

র‍্যাঞ্চারদের কাছ থেকে খড়ের তিনটা বোঝা নিল অ্যালার্ড, তারপর কিচেনের দরজা দিয়ে কনরয়ের র‍্যাঞ্চহাউসে ঢুকে পড়ল। কিচেনের একদিকের

দেয়াল ঘেঁষে একটা বোঝা নামিয়ে রাখল, দেশলাই জ্বেলে ছোঁয়াল তাতে। এবার আরেকটা বোঝা নিয়ে ঢুকল বিশাল লিভিং রুমে, জানালায় ঝোলানো মখমলের পর্দার নিচে ছিটিয়ে দিল খড়গুলো, তারপর আগুন ধরিয়ে দিল।

ক্রমশ বাড়ছে আগুন, উজ্জ্বল আলোয় শেষবারের মত কামরার চারদিকে নজর বোলাল অ্যালার্ড। পুশমোলাইনের গর্বের বস্তু ছিল দালানটা। ধ্বংস হয়ে গেল। একটা লোকের লোভের কারণে বরবাদ হয়ে গেল!

ঘুরে দাঁড়াল অ্যালার্ড। বেরিয়ে এলর‍্যাঞ্চহাউস থেকে। অপেক্ষমাণ লোকদের সঙ্গে মিলিত হলো। অগ্নিশিখা বাংকহাউসের দেয়াল আর ছাদ গিলে নিচ্ছে, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে তারা। লাল আভায় এখন ঢাকা পড়ে গেছে মাটি।

এবার নিজেদের হিসাব মেলানো শুরু করল ওরা, নাম ধরে ডাকছে; যাদের সাড়া মিলল না, আগুনের বৃত্তের বাইরে খোঁজা হলো ওদের।

লাল দাড়িঅলা বুড়োর লাশ বয়ে আনল কয়েকজন। হোমসকে বয়ে আনল অন্য দুজন, আহত হয়েছে সে।

'কাঁধের মাংস ফুটো করে চলে গেছে গুলিটা,' বলল হোমস, ওর কণ্ঠে অসহায়ত্ব নেই, বরং তার জায়গায়, অ্যালার্ডের মনে হচ্ছে, যেন অহঙ্কারের সুর ধ্বনিত হচ্ছে। হোমস বোধ হয় ভাবছে আজ প্রতিবেশীদের প্রতি তার দায় কিছুটা হলেও শোধ করতে পেরেছে, সবার মাঝে মর্যাদার একটা আসন লাভ করেছে।

ওকে শুইয়ে দেয়া হলে পাশে বসল অ্যালার্ড, একটা সিগারেট বানিয়ে তার ঠোঁটে ঝুলিয়ে দিল, হালকা চাপড় দিল হাঁটুতে। 'তোমার কোন ভয় নেই, হোমস,' বলল।

কোন জবাব দিল না হোমস, তবে সিগারেট টানার ভঙ্গি দেখে ওর মনের অবস্থা বোঝা গেল পরিষ্কার।

র‍্যাঞ্চহাউসের দুটো বিশাল জানালার ফোকর গলে আগুনের লকলকে শিখা বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে, বিশাল একটা মশাল হয়ে গেছে দালানটা। জ্বলন্ত কয়লার টুকরা ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে, প্রায় শ'খানেক ফুট ওপরে উঠে যাচ্ছে, কড়কড় শব্দ তুলছে।

'এবার রেঞ্জে পরিবেশ খানিকটা পরিষ্কার হবে,' বলল হ্যাপ। 'ছয়জন গুণ্ডার লাশ পেয়েছি আমি, আহত অবস্থায় পাওয়া গেছে দুটোকে। আমাদেরই বোধ হয় কবর দেয়ার কাজটা করতে হবে! আচ্ছা, জ্যান্তগুলোকে ফেলে যাবে নাকি মরে পচে গিয়ে দুর্গন্ধ ছড়ানোর জন্যে?'

'পিশাচ নাকি লোকটা!' বিরক্তির সঙ্গে বলল ফরেস্ট।

গলার সুর বদলে গেল হঠাৎ হ্যাপের, উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'আরে, আমার পায়ের আবার কি হলো?' বলতে বলতে একটা হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল তার, পড়ে গেল মাটিতে। বসে পা পরখ করল সে। 'শালার একটা বুলেট যে কোন্ সময় আমার কাফ মাস্‌ল ফুটো করে দিয়েছে টেরই পাইনি!'

আহত আর নিহতদের মাঝে পায়চারি করছিল অ্যালার্ড, ওর দিকে এগিয়ে

গেল ফরেস্ট।

'এবার, রন?' জানতে চাইল সে।

'এবার তুমি একটু এদের ভার নাও, ঠিক আছে?' বলল অ্যালার্ড। 'আমার কাজ এখনও শেষ হয়নি।'

'আর বাকি আছে কি?'

'কনরয়কে পাইনি আমরা, বোধ হয় বাকি লোকগুলোর সঙ্গে পালিয়েছে।'

'বেশি দূর যাবে না সে,' বলল ফরেস্ট। 'ওই লোক হার মানার নয়, আশপাশেই থাকবে, পরেও তার ব্যবস্থা করতে পারবে তুমি। চমৎকার একটা রাত কাটালাম আমরা, যা হোক।'

'না,' জবাব দিল অ্যালার্ড, 'এখুনি খুঁজে বের করতে হবে ওকে। খুব সম্ভব ওয়াইল্ডক্যাটের দিকে গেছে সে। ওখানে খোঁজ করতে হবে।'

ঘুরে আগুনের বৃত্তের ঠিক বাইরে বেঁধে রাখা ঘোড়াগুলোর দিকে এগিয়ে গেল ও।

কোরাল গেটের কাছেই একটা ছোট স্যাডল শেড রয়েছে, ঘোড়াগুলো এখানেই বাঁধা। শেডের পঞ্চাশ ফুটের মধ্যে যাবার পর কে যেন কথা বলে উঠল, 'অ্যালার্ড!'

সতর্ক নজর চালাল অ্যালার্ড, আধো অন্ধকার ভেদ করে দেখার চেষ্টা করল, কিছুই দেখা গেল না।

আবার শোনা গেল কণ্ঠটা। 'অ্যালার্ড!'

স্যাডল শেডের দিকে দৃষ্টি ফেরাল অ্যালার্ড, এবার হ্যারিসন কনরয়ের আবছা অবয়বটা দেখতে পেল।

শেডের দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কনরয়। অ্যালার্ড বুঝল এতক্ষণ ওরই অপেক্ষা করছিল লোকটা। অন্তরের প্রচণ্ড অহঙ্কার আর একগুঁয়েমি পালাতে দেয়নি তাকে, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছে তার ধ্বংসের কারণ অ্যালার্ডকে শেষ করার জন্যে। অ্যালার্ড তার উপস্থিতি টের পাবার আগেই ওকে শেষ করে ফেলতে পারত কনরয়, কিন্তু বিচিত্র মানসিকতার কারণে লোকটা অ্যালার্ডকে ডাক দিতে বাধ্য হয়েছে, যাতে ও বুঝতে পারে কার হাতে মৃত্যু ঘটেছে!

অ্যালার্ড তার অবস্থান দেখে চিনতে পারার সঙ্গে সঙ্গে পিস্তল উঁচু করে ধরল কনরয়, পরপর দুবার গুলি করল। কানে ধাক্কা দিল গুলির প্রচণ্ড শব্দ, বুলেটের ধাক্কায় মাটিতে পড়ে গেল অ্যালার্ড, উপুড় হয়ে, ফুসফুসের সব বাতাস যেন বেরিয়ে যেতে চাইল।

মুখ তুলে তাকাল ও। ওর দিকে ছুটে আসছে কনরয়, চলার ভঙ্গিতে উত্তেজনা, অ্যালার্ডের প্রতি তীব্র ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ।

উপুড় হয়ে শোয়া অবস্থায় পিস্তল তুলে ধরল অ্যালার্ড, সময় নিয়ে লক্ষ্যস্থির করল, কনরয়ের বুক বরাবর চালাল গুলি, মুহূর্তের জন্যে কেঁপে উঠল ওর পিস্তলের মায্‌ল, কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে এল। কনরয়ের ওপর থেকে চোখ সরাল না অ্যালার্ড।

ছোটার ওপরই হুড়মুড় করে লুটিয়ে পড়ে গেল কনরয়, অ্যালার্ডের দশ ফুট দূরে পড়ল তার মাথাটা, ছটফট করল, গড়ান দিয়ে উপুড় হয়ে হাঁটু আর হাতে ভর দিয়ে উঁচু হলো একটু, তারপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল আবার, পড়েই থাকল।

আগুনের বৃত্ত থেকে দৌড়ে আসছে সবাই, ওদের গলার আওয়াজ পেল অ্যালার্ড। লাল আগুন আর অর্থহীন শব্দের দুঃস্বপ্নে পরিণত হলো যেন দুনিয়াটা, চেতনা হারাল ও।

আবার যখন জ্ঞান ফিরে পেল অ্যালার্ড, নিজের বিছানায় আবিষ্কার করল নিজেকে, বিছানার পাশে একটা চেয়ারে বসে জোডি লকরিজ, হাতে এক বাটি সুপ। কামরার ওপাশে ডাক্তার নরটন তার যন্ত্রপাতি ব্যস্তহাতে ব্যাগে ঢোকাচ্ছে।

পাশ ফেরার চেষ্টা করল অ্যালার্ড, বুঝতে পারল বাম হাত আর বুকে শক্ত করে ব্যান্ডেজ বাঁধা, দুর্বল শরীরে আবার চিত হলো ও। জোডির দিকে তাকাল। 'একেবারে পঙ্গু হয়ে গেছি মনে হয়! কি হয়েছে? কয়েক মিনিটের জন্যে বোধ হয় জ্ঞান হারিয়েছিলাম, তাই না?'

'এখন বাজে সকাল দশটা আর তুমি ভোরের আলো দেখা দেয়ার অনেক আগে বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলে!' জবাব দিল জোডি। 'এইমাত্র তোমার বুকের বুলেটটা বের করেছে ডাক্তার। ও অবশ্য বলেছে সামান্য একটা গুলি বেশিদিন শুইয়ে রাখতে পারবে না তোমায়!'

'আর সবাই কোথায়?' জানতে চাইল অ্যালার্ড, 'কেমন নীরব মনে হচ্ছে চারদিক!'

'ফারমারদের বেশিরভাগই তাদের পরিবার নিয়ে চলে গেছে,' জানাল জোডি, 'নিজেদের ঘরে, তবে ওরা সবাই তোমাকে জানাতে বলেছে সুস্থ হয়ে উঠলেই তোমার নামে বিরাট এক ড্যান্সপার্টির আয়োজন করা হবে! র‍্যাঞ্চাররা পাহাড়ে গেছে আউট-লদের চুরি করা গরু উদ্ধার করে আনতে, মিস্টার হোমস ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছে। বাবা এখনও এখানেই আছে। বাবা সুস্থ হয়ে উঠলেই চলে যাব আমরা।'

জোডির হাত ধরল অ্যালার্ড। 'যেয়ো না তুমি,' বলল, 'তাহলে আবার তোমাকে আনতে যেতে হবে আমার। আমি ভাবছি নাচ-টাচের বদলে একটা বিয়ের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করলে কেমন হয়? নাকি বিয়ে-শাদী তোমার পছন্দ না?'

'ওই অনুষ্ঠানই সবচেয়ে ভাল লাগে আমার!' অ্যালার্ডের দিকে তাকিয়ে হাসল জোডি লকরিজ। 'এবার সুপটুকু খেয়ে নাও তো! নইলে ওই দাড়িগোঁফঅলা মুখেই কিন্তু আমাকে আবার চুমু খেতে হবে তোমার!'

'বাটিটা নামিয়ে রাখ, জোডি,' বলল অ্যালার্ড।

তা-ই করল মেয়েটা।

***